বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৪ ও ২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র

ঢাকা বোর্ড–২০২৪

সেট : ক

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. পিজরাপোলের আসামির ন্যায় কোনটি?
ক) টিনের বাঁশি খ) কাঠের ঘোড়া গ) নাটাফল ঘ) খাপরাগুলি

২. অশিক্ষিত দারিদ্র মানুষ সব সময় জীবনচিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকে। এখানে জীবনচিন্তা কথাটির সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন কথাটির মিল রয়েছে?
ক) মুক্তির চিন্তা খ) শিক্ষাচিন্তা গ) অর্থচিন্তা ঘ) বস্ত্রচিন্তা

৩. তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে – কীসে?
ক) পল্লিগান খ) ছড়া গ) প্রবাদ-প্রবচন ঘ) খনার বচন

৪. 'হরফন-মৌলা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) সকল কাজ পন্ডকারী খ) মৌলা সকল কাজের ওস্তাদ গ) সকল কাজে দালালি ঘ) সকল কাজের কাজি

৫. 'পল্লিজননী' কবিতায় কোনটিকে অকল্যাণ বলা হয়েছে?
ক) বাদুড় খ) হুতুম গ) কানাকুয়ো ঘ) জোনাকি

৬. 'গণসূর্যের মঞ্চ' বলতে কেমন মঞ্চ বোঝানো হয়েছে?
ক) বিপ্লবী খ) উদ্দীপ্ত গ) আলোকিত ঘ) আলোচিত

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ৭ এবং ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কী গভীর জলধারা ছড়ালো হৃদয়ে আমার।

৭. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক) নদীর প্রতি অনুরাগ খ) স্বদেশপ্রেম গ) স্মৃতিকাতরতা ঘ) নদীর প্রতি মিনতি

৮. ফুটে উঠা দিকটি প্রকাশ পেয়েছে যে চরণে–
i. সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ii. জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে
iii. বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার কীসের ওপর ন্যস্ত হয়েছে?
ক) সাহিত্যের খ) শিক্ষার গ) জ্ঞানের ঘ) বিজ্ঞানের

১০. মমতাদির নিঃসংকোচ আবেদন বলতে কোন আবেদনকে বোঝানো হয়েছে?
ক) দ্বন্দ্বমুক্ত খ) দ্বিধামুক্ত গ) সংকোচহীন ঘ) সরল

১১. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন শতকে রচিত?
ক) ষোড়শ খ) সপ্তদশ গ) অষ্টদশ ঘ) উনবিংশ

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আমরা শক্তি, আমরা বল/আমরা ছাত্রদল
মোদের পায়ের তলায় মুর্ছে তুফান/উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল

১২. উদ্দীপকের ভাবটি কোন কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক) মানুষ খ) আমার পরিচয় গ) রানার ঘ) জীবন-সঙ্গীত

১৩. উক্ত কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো–
i. সংগ্রাম করে টিকে থাকা ii. সন্ন্যাসী হওয়া iii. জীবনসাধনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. রাইফেল কাঁধে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই মুক্তিযোদ্ধা কে?
ক) তেজি তরুণ খ) সাহসী জেলে গ) জোয়ান কৃষক ঘ) দক্ষ মাঝি

১৫. বুধা বুকের ভেতর কী ধরে রেখেছে?
ক) প্রতিশোধ খ) দেশপ্রেম গ) মুক্তিযুদ্ধ ঘ) আত্মবিশ্বাস

১৬. 'সাবাশ মেয়ে তুমি' খোদেজা তাহেরাকে এ কথাটি কেন বলেছে?
ক) ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল বলে খ) বহিপীরের স্ত্রী হতে পেরেছে বলে গ) আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল বলে ঘ) বিপদে পড়েও ভেঙে পড়েনি বলে

১৭. কোন শ্রেণির নাটক দর্শক হৃদয়ে ভয় ও করুণা প্রশমিত করে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে?
ক) কমেডি খ) ট্র্যাজেডি গ) প্রহসন ঘ) নৃত্যনাট্য

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তামিম সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। কবিতা চর্চা তার নেশা। রাজনীতি না করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।

১৮. উদ্দীপকে তামিম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় যাদের প্রতিনিধিত্ব করে–
ক) শিল্পী-বুদ্ধিজীবী খ) কৃষক-শ্রমিক গ) ছাত্র-জনতা ঘ) জেলে-মাঝি

১৯. প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রে ফুটে ওঠে–
i. জাতীয়তাবোধ ii. স্বাধিকার চেতনা iii. দেশাত্মবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে বর্ণিত কোন ঘটনা মহানবির রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক?
ক) হিজরত খ) মক্কা বিজয় গ) হুদায়বিয়ার সন্ধি ঘ) অন্ধব্যক্তির প্রতি আচরণ

২১. বাঙালির হাতে কী উঠেছে?
ক) গ্রেনেড খ) কাস্তে গ) কার্তুজ ঘ) লাঠি

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান
দেশ মাতা এক সকলের–

২২. উদ্ধৃতাংশে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে–
i. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ii. ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা iii. ঐতিহ্য চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. উক্ত প্রতিফলিত দিকটির সাথে নিচের কোন বাক্যটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) নববর্ষের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন খ) নববর্ষ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব গ) পয়লা বৈশাখ একটি সার্বজনীন উৎসব ঘ) নববর্ষের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত

২৪. 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবির গায়ে কী লেগে আছে?
ক) শিশির খ) ধানের মঞ্জরী গ) জমিনের ফুল ঘ) মাটির সুবাস

২৫. বুধা রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন দেয় কেন?
ক) প্রতিহিংসায় খ) প্রতিশোধ নিতে গ) ব্যক্তি স্বার্থে ঘ) ফুলকলিকে বাঁচাতে

২৬. ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকী চরিত্র কোনটি?
ক) বহিপীর খ) হাতেম গ) হাশেম ঘ) হকিকুল্লাহ্

২৭. ক্ষুদিরামকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয়?
ক) সমাজবিরোধী আন্দোলনের জন্য খ) চট্টগ্রামের স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য গ) নীল বিদ্রোহে জড়িত থাকার জন্য ঘ) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জন্য

২৮. রানারের দুঃখ কেবল জানবে পথের–
ক) লোক খ) তৃণ গ) ধুলা ঘ) বৃক্ষ

২৯. বুধা বোলতার ডাককে কীসের সঙ্গে তুলনা করে?
ক) কুন্তির মধুর বচন খ) আহাদ মুন্সীর হুংকার গ) চাচির কণ্ঠস্বর ঘ) মাইন বিস্ফোরণের শব্দ

৩০. রহমান সাহেব সন্তানের লেখাপড়ার খরচ নিয়ে বিপর্যস্ত। তাই বিশ্বস্ত নিকট আত্মীয়ের কাছে টাকা ধার চায়। সেখানে নিরাশ হলে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। উদ্দীপকে দুশ্চিন্তার কারণ 'বহিপীর' নাটকের কোন বাক্যটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক) বহিপীরের তাহেরাকে না পাওয়া খ) হাতেম আলির টাকা ধার না পাওয়া গ) হাশেম আলির প্রেস ব্যবসা না হওয়া ঘ) হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০৩

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১. 'বিশ্বকাপ ফুটবল' ২০২২-এর উদ্‌বোধনী আসর অনুষ্ঠিত হয় কাতারের আলবাইত স্টেডিয়ামে। মঞ্চে আসেন দুহাতে ভর দিয়ে চলা বিশ বছরের যুবক গানিম আল মুফতাহ। গানিমের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে জমকালো আসর শুরু হয়। কে এই গানিম? জন্মগতভাবেই তাঁর দুটি পা নেই। এজন্য শিশুকাল থেকে তাকে পদে পদে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। তবে তাঁর মা-বাবা দুজন দুটি পা হয়ে সন্তানের সঙ্গে থেকেছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই তো তিনি বিশ্বের দরবারে একজন মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ক. 'বাঁখারি' অর্থ কী? ১

খ. সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে গানিম 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ''উদ্দীপকের গানিমের মতো প্রেরণা পেলে 'সুভা' গল্পের সুভার অবস্থারও পরিবর্তন হতো।''–মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

২. (*i*) ভোর বেলা শুরু কাজ শেষ হয় রাতে
প্রতিদিন এই নিয়ম ছাড় নেই তাতে।
নুন থেকে চুন হলে চলে রাগ-ঝাল
তবু ছিন্ন করতে পারে না এই মায়াজাল।

(*ii*) শিমুল গাছের চারা উপড়ে ফেললে বলাই ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আবার কেউ ঢিল দিয়ে আমলকি পাড়লে সে কষ্ট পেয়েছে।

ক. নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না। – কারা বলে? ১

খ. 'একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে'–বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক-(*i*)-এ 'নিমগাছ' গল্পের যে দিক ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ''উদ্দীপক-(*ii*) এর বলাই যেন 'নিমগাছ' গল্পের কবির প্রতিরূপ''–মূল্যায়ন করো। ৪

৩. পেশাজীবী দম্পত্তির একমাত্র সন্তান মাহিম। মায়ের ইচ্ছা সে একজন সফল প্রকৌশলী হবে। তাই মা সাবরিনা সিলেবাস বহির্ভূত কোনো বই পড়তে দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তবে বাবা সাইফুল সাহেব পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করেন। বাবার এমন অনুপ্রেরণায় মাহিম যেমন সহজেই বুয়েটে চান্স পায় তেমনি শুভ্র চিন্তা চেতনায়ও সে হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ।

ক. সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী? ১

খ. 'বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাইফুল সাহেবের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উদ্দীপকের মাহিমের শুভ্র চিন্তা সমর্থনযোগ্য'– মন্তব্যটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. **উদ্দীপক- (*i*) :** পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ আছে কী কোথাও?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

উদ্দীপক- (*ii*) : যে আমায় দুঃখ দিল
সে যেন চিরসুখী হয়।

ক. 'ধী' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো'–বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক-(*i*)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-(*ii*)-এর অন্তর্নিহিত ভাব 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের হজরত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের একান্ত অনুভূতিরই প্রতিফলন'–বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫. (i) সুরমার তীরে হয়নি বসা
সে তো অনেক কাল
হয় না দেখা উথাল হাওয়ায়
উড়ছে নায়ের পাল।

(ii) একটা নদী কলকলিয়ে দুলদুলিয়ে চলে
দুই কূলে তার দুঃখ-সুখের হাজার কথা বলে।
রাগলে নদী গর্জনে তার বুক কাঁপে থরথর
শান্ত হলে অনেক সুখে জাগায় বুকে চর।
চরের বুকে বাঁধলে সে ঘর প্রাণের মেলায় হাসে
শান্ত নদী যমুনা সে জীবন ভালোবাসে।

ক. সনেটে অষ্টকে কী থাকে? ১
খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের (*i*) 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে–তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের (*ii*)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৬. সান্তাহার রেল স্টেশনে সিগন্যাল ম্যান ফজু মিয়ার একমাত্র সন্তান অসুস্থ। তাই নিয়ে সে গত রাতে খুব ব্যতিব্যস্ত ছিল। এদিকে রাত ৩টায় 'বাংলার দূত' ট্রেনটি স্টেশনের দিকে ধেয়ে আসছিল। একই সময় বিপরীত দিক থেকে আন্তঃনগর ট্রেন এসে পড়লে সিগন্যাল না দেওয়ায় ট্রেন দুটি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়।

ক. 'রানার' কবিতায় কোনটিকে ছোঁয়া যাবে না? ১
খ. 'দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে?' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি 'রানার' কবিতায় কীভাবে বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে' –'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. মায়ের পাগল ছোট্ট খোকা
মায়ের পিছে করে ঘুরাঘুরি,
শিশু ধনটি সারা বেলা
মায়ের আঁচল থাকতো ধরি।
একটু বড়ো হলো যখন
আম্মা অধীর খোকার জন্য,
পড়ালেখা শেষটা করে
কখন ফিরে করবে ধন্য।

ক. কীসের বাতাসে সুপারির বন হেলে পড়ে? ১
খ. 'উত্তর দিতে দুঃখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ভাবস্তুতে ফুটে ওঠা দিকটি 'পল্লিজননী' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের উক্ত ভাবটি 'পল্লিজননী' কবিতায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থাপিত হয়েছে"–উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮. (i) হারিয়ে গেল সব প্রিয়জন
নিয়ে গেলো মহামারিতে,
আকাশ বাতাস হয়ে যায় ভারী
বুক ভাঙা আহাজারিতে।

(ii) যদি এগিয়ে যেতে পাও ভয়
তাহলে তুমি শেষ,
যদি সাহসে ওঠো গর্জে
তবে সাবাশ বাংলাদেশ।

ক. বুধার পায়ের কাছে কী পড়ে থাকে? ১
খ. বুধা নোলক বুয়ার সাথে যেতে চায়নি কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii) যেন বুধার একান্ত চেতনার প্রতিফলন–কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে রাজিনের মা-বাবা এবং একমাত্র বোন মৃত্যুবরণ করে। এর ফলে দশ বছরের রাজিন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চোখের সামনে পরিজনদের মৃত্যু তাকে হতবিহ্বল করে তোলে। আত্মীয়-স্বজনদের করুণার পাত্র হয়ে তাকে এখন জীবনসংগ্রাম করতে হচ্ছে।

ক. গাঁয়ের লোক বুধাকে কী নামে ডাকে? ১
খ. আহাদ মুন্সির চোখ কপালে ওঠে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূণ্য চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের রাজিনের জীবনসংগ্রাম এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সংগ্রামী জীবন এক নয়।"–মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০. স্ত্রীর অনাথ ছোটো বোন কিশোরী আলোর দায়িত্ব পড়ে শফি মোল্লার ওপর। এদিকে সদ্য বিপত্নীক পৌঢ় বড়ো ভাই মন্টু মোল্লার সংসার সামলানো এবং সেবাযত্নের জন্য লোকেরও প্রয়োজন পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে শফি মোল্লার বড়ো ভাইয়ের সাথে শ্যালিকার বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আবিদা এতে প্রতিবাদ করেন এবং বোনকে নিয়ে রাগে ও দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

ক. বহিপীরের নৌকা হাতেম আলির বজরার সাথে কোন স্থানে ধাক্কা লেগেছিল? ১
খ. 'দুনিয়াটি সত্যই কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র'–ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের আবিদা লক্ষ্যহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়'–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১. রূপার বাবা মহিব, সাহেব আলী পিরের একজন অন্ধভক্ত। আজ পির সাহেব রূপাদের বাসায় এসেছেন। পির সাহেব আসলে রূপার মা রেনুকা বেগম পিরের আরামে থাকার ব্যবস্থাসহ পছন্দনীয় খাবার তৈরিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা রূপা ছাদে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ঘরে এসে কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু বিষয়টি পির সাহেবের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রূপাকে ঘরে নিয়ে এসে পির সাহেব ঝাড়ফুঁক দিতে থাকেন। এতে রূপা রেগে গিয়ে বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাবো।

ক. 'সূর্যাস্ত আইন' কী? ১
খ. 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল।'–কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রূপা প্রতিবাদ করলেও সে 'বহিপীর' নাটকের 'তাহেরা' নয়।"–যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	K	৪	N	৫	L	৬	L	৭	M	৮	K	৯	K	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	L	১৪	K	১৫	M
	১৬	N	১৭	L	১৮	K	১৯	N	২০	M	২১	K	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	M	২৭	N	২৮	L	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ 'বিশ্বকাপ ফুটবল' ২০২২-এর উদ্‌বোধনী আসর অনুষ্ঠিত হয় কাতারের আলবাইত স্টেডিয়ামে। মঞ্চে আসেন দুহাতে ভর দিয়ে চলা বিশ বছরের যুবক গানিম আল মুফতাহ। গানিমের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে জমকালো আসর শুরু হয়। কে এই গানিম? জন্মগতভাবেই তাঁর দুটি পা নেই। এজন্য শিশুকাল থেকে তাকে পদে পদে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। তবে তাঁর মা-বাবা দুজন দুটি পা হয়ে সন্তানের সঙ্গে থেকেছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই তো তিনি বিশ্বের দরবারে একজন মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ক. 'বাঁখারি' অর্থ কী? ১

খ. সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে গানিম 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের গানিমের মতো প্রেরণা পেলে 'সুভা' গল্পের সুভার অবস্থারও পরিবর্তন হতো।"—মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'বাঁখারি' অর্থ কাঁধের দুদিকে দুপ্রান্তে ঝুলিয়ে বোঝা বহনের বাঁশের ফালি।

খ কলকাতা যাওয়ার আয়োজন শুরু হওয়ায় সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল।

সুভার পিতার নাম বাণীকণ্ঠ। কন্যাদায়গ্রস্ত বাণীকণ্ঠ মেয়ের কথা চিন্তা করে বিদেশ যান। ফিরে এসে স্ত্রীকে সপরিবারে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলেন। কথা বলতে না পারলেও সুভা বুঝতে পারে পিতা পরিচিত পরিবেশ থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় নিজের চিরচেনা পরিবেশ ও বন্ধুদের ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে হবে জেনে একটা অজানা আশঙ্কায় কুয়াশায় ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে গেল।

উত্তরের মূলকথা : আপন পরিবেশ ছেড়ে নতুন জায়গায় যাওয়ার আশঙ্কায় সুভার হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যায়।

গ উদ্দীপকের গানিম 'সুভা' গল্পের সুভার সঙ্গে প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সুভা' গল্পের সুভা জন্মগতভাবেই বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য সবার কাছে অবজ্ঞার শিকার হয়েছে। এমনকি তার জন্মদাত্রী মা পর্যন্ত তাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করেছে। সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেছে। এতে সুভা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সুভা নিজেকে সমাজের কাছে বোঝা মনে করেছে। ফলে সুভার মানসিক বিকাশ ঘটেনি। সুভা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অবলা প্রাণীদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছে।

উদ্দীপকের গানিম শারীরিক প্রতিবন্ধী। জন্মগতভাবেই তার দুটি পা নেই। এজন্য শিশুকাল থেকে তাকে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু গানিম কখনো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। কারণ তার মা-বাবা সারাক্ষণ পাশে থেকে তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। যার ফলে গানিম মোটিভিশনাল স্পিকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। অপরদিকে 'সুভা' গল্পের সুভার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ সুভা উদ্দীপকের গানিমের মতো প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পায়নি। তাই উদ্দীপকের গানিমের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার কেবল প্রতিবন্ধিতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : 'সুভা' গল্পের সুভা জন্মগতভাবেই বাক্‌প্রতিবন্ধী। একইভাবে, উদ্দীপকের গানিম শারীরিক প্রতিবন্ধী। এদিক থেকে তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের গানিমের মতো প্রেরণা পেলে 'সুভা' গল্পের সুভার অবস্থারও পরিবর্তন হতো।"—মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা কারও কাছে কোনো সহানুভূতি পায়নি। তার বাবার কাছে যে সহানুভূতি পেয়েছিল তা তার প্রতিভা বিকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য সুভার সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সুভা তার প্রতিবন্ধিত্বকে জয় করতে পারেনি। সুভার জীবনের করুণ পরিণতির জন্য শুধু সমাজ নয়; বরং তার পরিবারও দায়ী। তার পরিবার শক্তভাবে সুভার জীবনের সামাজিক বঞ্চনার মোকাবিলা করতে পারেনি।

উদ্দীপকের গানিম শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার দুটি পা না থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন মোটিভেশনাল স্পিকার হতে পেরেছেন। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছেন তার মা-বাবা। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতাকে পদদলিত করে তার মা-বাবা তাকে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য গানিম তার দুটি পা না থাকার বেদনায় জর্জরিত হয়ে থাকেননি। তিনি তার মা-বাবাকেই জীবন চলার পথে দুটি পা মনে করেছেন। আর এভাবেই গানিম তার শারীরিক প্রতিবন্ধিত্বকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

উদ্দীপকের গানিম প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ নিজ পরিবার থেকে পেয়েছে। নিজের পরিবার থেকে সব ধরনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাওয়ায় গানিমের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু 'সুভা' গল্পের সুভা গানিমের মতো মা-বাবার কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা পায়নি। ফলে সুভার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটেনি। তার জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। সুভা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে সমাজের কাছে করুণার পাত্রীতে পরিণত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গানিমের মতো প্রেরণা পেলে 'সুভা' গল্পের সুভার অবস্থারও পরিবর্তন হতো।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের গানিম প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ নিজ পরিবার থেকে পেয়েছে। গানিমের মতো প্রেরণা পেলে 'সুভা' গল্পের সুভার অবস্থারও পরিবর্তন হতো।

প্রশ্ন ▶ ০২ (*i*) ভোর বেলা শুরু কাজ শেষ হয় রাতে
প্রতিদিন এই নিয়ম ছাড় নেই তাতে।
নুন থেকে চুন হলে চলে রাগ-ঝাল
তবু ছিন্ন করতে পারে না এই মায়াজাল।

(*ii*) শিমুল গাছের চারা উপড়ে ফেললে বলাই ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আবার কেউ ঢিল দিয়ে আমলকি পাড়লে সে কষ্ট পেয়েছে।

ক. নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না। – কারা বলে? ১
খ. 'একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক-(*i*)-এ 'নিমগাছ' গল্পের যে দিক ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-(*ii*) এর বলাই যেন 'নিমগাছ' গল্পের কবির প্রতিরূপ"–মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।– কথাটি বিজ্ঞরা বলে।

খ "একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।"– এখানে 'একঝাঁক নক্ষত্র' বলতে নিমফুলের সৌন্দর্যকে বোঝানো হয়েছে।

নিমপাতা সবুজ। নিমগাছে থোকা থোকা ফুল ধরে। ফুলের রং সাদা, আকারে ক্ষুদ্র। নিমগাছের মাথাজুড়ে সাদা সাদা ফুলের থোকা ঝুলে থাকে। ফুলের সুবাসে চারদিক মাতোয়ারা হয়। আকাশের বুকে যেমন নক্ষত্র ফুটে থাকে রাতের বেলায়, দূর থেকে ফুলযুক্ত নিমগাছের দিকে তাকালেও সেরকম নক্ষত্র মনে হয়। আর 'একঝাঁক নক্ষত্র' বলতে সেটিই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে 'একঝাঁক নক্ষত্র' বলতে নিমফুলের সৌন্দর্যকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপক-(i)এ 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের তথা গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটির অবহেলার দিকটি ফুটে ওঠেছে।

'নিমগাছ' গল্পে একটি নিমগাছের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নিমগাছটি মূলত প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিমগাছের মাধ্যমে বাঙালি নারীর জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একজন গৃহবধূকে সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পুরো সংসারকে আগলে রাখতে হয়। অথচ তার কাজের কোনো স্বীকৃতি নেই। কেউ তার কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। সবার কাছেই গৃহবধূটি অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়।

উদ্দীপক-(i)এ একজন গৃহবধূর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। যে গৃহবধূটি সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তার কাজের কোনো শেষ নেই। বিরামহীনভাবে তাকে কাজ করতে হয়। কাজে সামান্য একটু ভুল হলে তাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। মনের দুঃখে এ গৃহবধূ সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারে না। উদ্দীপকের এ গৃহবধূর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছ তথা গৃহবধূর অবহেলার দিকটির মিল লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-(i)এ 'নিমগাছ' গল্পের গৃহবধূর অবহেলার দিকটি ফুটে ওঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-(i)এর গৃহবধূর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছ তথা গৃহবধূর অবহেলার দিকটির মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ "উদ্দীপক-(ii)এর বলাই যেন 'নিমগাছ' গল্পের কবির প্রতিরূপ"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছের বিভিন্ন উপকারী দিক বর্ণিত হয়েছে। নিমগাছে ভেষজগুণ থাকায় কবিরাজগণ নিমগাছের ডাল, পাতা, ছাল ও অন্যান্য অংশ ব্যবহার করে। কবিরাজ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিমগাছের উপযোগিতা গ্রহণ করে। কিন্তু কেউ নিমগাছের যত্ন বা পরিচর্যা করে না। কেবল একজন কবি নিমগাছের প্রশংসা করে। আলোচ্য গল্পের কবি নিমগাছের কোনো ক্ষতি করেনি; বরং নিমগাছের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন।

"উদ্দীপক-(ii)এর বলাই একজন বৃক্ষপ্রেমিক। বৃক্ষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে। এজন্য সে বৃক্ষ কর্তনের ঘোর বিরোধী। একবার শিমুল গাছের চারা উপড়ে ফেলায় বলাই খুব কান্না করেছিল। কেউ ঢিল দিয়ে আমলকি পাড়লে বলাই খুব কষ্ট পেত। কারণ গাছপালার প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ করুক এমনটি বলাই কখনো প্রত্যাশা করে না। বলাই গাছপালার প্রতি অত্যন্ত মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছে।

'নিমগাছ' গল্পের কবি ও উদ্দীপক-(ii)এর বলাইয়ের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। কারণ উদ্দীপক-(ii)এর বলাই গাছপালাকে ভালোবাসে। সে গাছপালার কোনো ক্ষতি করে না। অন্য কেউ গাছপালার ক্ষতি করলে বলাই অত্যন্ত কষ্ট পায়। অপরদিকে 'নিমগাছ' গল্পের কবিও নিমগাছকে ভালোবেসে প্রশংসা করেছেন। তিনি নিমগাছের কোনো ক্ষতিসাধন করেননি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের বলাই এবং 'নিমগাছ' গল্পের কবি মূলত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-(ii)এর বলাই যেন 'নিমগাছ' গল্পের কবির প্রতিরূপ।

উত্তরের মূলকথা : 'নিমগাছ' গল্পের কবি এবং উদ্দীপক-(ii)এর বলাই উভয়েই গাছ তথা প্রকৃতিপ্রেমী এদিক থেকে তাদের মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ পেশাজীবী দম্পত্তির একমাত্র সন্তান মাহিম। মায়ের ইচ্ছা সে একজন সফল প্রকৌশলী হবে। তাই মা সাবরিনা সিলেবাস বহির্ভূত কোনো বই পড়তে দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তবে বাবা সাইফুল সাহেব পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। বাবার এমন অনুপ্রেরণায় মাহিম যেমন সহজেই বুয়েটে চান্স পায় তেমনি শুভ্র চিন্তা চেতনায়ও সে হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ।

ক. সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী? ১
খ. 'বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাইফুল সাহেবের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উদ্দীপকের মাহিমের শুভ্র চিন্তা সমর্থনযোগ্য'– মন্তব্যটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা।

খ 'বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়' বলতে শিক্ষকের দেখানো পথে শিক্ষা অর্জনে ছাত্রের নিজের চেষ্টার কথা বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, ছাত্রকে বা শিষ্যকে তা অর্জন করতে সক্ষম করানোর মধ্যে। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগ্রত করেন। গুরু বা শিক্ষকের দেখানো পথে শিষ্য বা ছাত্রকে নিজের বিদ্যা নিজেকেই অর্জন করতে হয়।

উত্তরের মূলকথা : শিক্ষকের কাজ শুধু শিষ্যকে পথ দেখানো। শিক্ষকের দেখানো পথে হেঁটে নিজস্ব চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করতে হয়।

গ উদ্দীপকের সাইফুল সাহেবের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ার গুরুত্বের দিকটি ফুটে ওঠেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক বই পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের মেধা ও মননশীলতার বিকাশ সাধিত হয়। শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই বিদ্যার্জনকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ। তাই পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য প্রাবন্ধিক সবাইকে বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা, বই পড়ার মাধ্যমেই সৃজনশীল চিন্তাধারার সম্পন্ন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মাহিম পেশাজীবী দম্পত্তির একমাত্র সন্তান। মাহিমের মা সাবরিনা তার সন্তানকে প্রকৌশলী বানাতে চায়। এজন্য মাহিম সিলেবাস বহির্ভূত কোনো বই পড়লে তার মা খুব বিরক্ত হন। কারণ তিনি চান না তার সন্তান সিলেবাস বহির্ভূত কোনো বই পড়ুক। অপরদিকে মাহিমের বাবা সাইফুল সাহেব পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার জন্য মাহিমকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। মাহিম তার বাবার এমন অনুপ্রেরণায় সহজেই বুয়েটে চান্স পেয়ে যায়। উদ্দীপকের সাইফুল সাহেব তার সন্তানকে বিভিণ্ন ধরনের বইপুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সাইফুল সাহেবের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ার গুরুত্বের দিকটি ফুটে ওঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক বই পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। উদ্দীপকের সাইফুল সাহেবের মধ্যেও আলোচ্য প্রবন্ধের এ দিকটি গুরুত্বের সজ্ঞো ফুটে ওঠেছে।

ঘ "প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উদ্দীপকের মাহিমের শুভ্র চিন্তা সমর্থনযোগ্য"−মন্তব্যটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার বিভিন্ন ইতিবাচক দিক নির্ণিত হয়েছে। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাচেতনা ও মেধার বিকাশ কীভাবে সাধিত হয় তা খুব চমৎকারভাবেই প্রাবন্ধিক বর্ণনা করেছেন। অনেকেই কেবল সিলেবাসভুক্ত বইপুস্তক পড়ার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখে, যা সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতামাত্র। এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্যই প্রাবন্ধিক বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। বই পড়ার মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়। একজন বিবেকবান মানুষ হওয়ার জন্যেও বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার মাধ্যমেই জগত ও জীবনের অফুরন্ত জ্ঞানের রাজ্যে ভ্রমণ করা যায়।

উদ্দীপকের মাহিম একজন উদীয়মান শিক্ষার্থী। তার মা চায় তাকে প্রকৌশলী বানাতে। এজন্য মাহিম সিলেবাস বহির্ভূত কোনো বই পড়লে তার মা বিরক্ত হন। কিন্তু তার বাবা এমনটি করেন না। মাহিমের বাবা সিলেবাস বহির্ভূত বিভিন্ন বই কিনে আনেন এবং মাহিমকে পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করেন। মাহিম খুশি হয়ে এসব বই পড়ে। এতে তার জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। সিলেবাসভুক্ত বই পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার ফলেই মাহিম জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাষিত হয়। মাহিম প্রকৌশলী হওয়ার জন্য বুয়েটে চান্স পায়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার মাধ্যমে সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের মাহিম সিলেবাসভুক্ত বই পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার ফলে তার জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বুয়েটে চান্স পাওয়ার পাশাপাশি সে শুভ্র চিন্তা চেতনায়ও সমৃদ্ধ হয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মাহিমের মতো শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা করেছেন, যারা প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে। কারণ উদ্দীপকের মাহিমের মধ্যে শুভ্র চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, "প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উদ্দীপকের মাহিমের শুভ্র চিন্তা সমর্থনযোগ্য"।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মাহিম সিলেবাসভুক্ত বই পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার ফলে তার জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বুয়েটে চান্স পাওয়ার পাশাপাশি সে শুভ্র চিন্তা চেতনায়ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এ দিক বিবেচনায় মাহিমের চিন্তা-চেতনা সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **উদ্দীপক- (*i*) :** পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ আছে কী কোথাও?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

উদ্দীপক- (*ii*) : যে আমায় দুঃখ দিল
সে যেন চিরসুখী হয়।

ক. 'ধী' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো'−বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক-(*i*)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-(*ii*)-এর অন্তর্নিহিত ভাব 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের হজরত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের একান্ত অনুভূতিরই প্রতিফলন'−বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'ধী' শব্দের অর্থ বুদ্ধি।

খ মক্কার পথে-প্রান্তরে পৌত্তলিকদের প্রস্তরাঘাতে আহত হয়েও হজরত মুহম্মদ (স.) তাদের অভিশাপ দেননি; বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

হজরত মুহম্মদ (স.) করুণায় ছিলেন কুসুম-কোমল। শত্রুর অত্যাচারে তিনি বারবার জর্জরিত হয়েছেন। তাঁর পরিচ্ছদ বহুবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। তবু তিনি শত্রুর প্রতি বিদ্বেষবাণী উচ্চারণ করেননি। মানুষকে ভালোবেসেছেন বলেই তিনি অজ্ঞতা ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞান প্রত্যাশা করেছেন এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : মক্কার পথে-প্রান্তরে পৌত্তলিকদের প্রস্তরাঘাতে আহত হয়েও হজরত মুহম্মদ (স.) তাদের অভিশাপ দেননি; বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

গ উদ্দীপক -(i)এ ফুটে ওঠা দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর পরোপকারি ও মানবকল্যাণমূলক কাজেরই বহিঃপ্রকাশ।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর বিবিধ মানবিক গুণাবলি ফুটে ওঠেছে। মুহম্মদ (স.) ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর বিবিধ মানবীয় গুণাবলির মধ্যে পরোপকারিতা অন্যতম। তিনি সাধ্যমতো মানুষের উপকার করতেন। বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। মানুষের বিপদে তিনি সর্বদা এগিয়ে আসতেন। তাঁর পরোপকারিতার জন্য মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেন।

উদ্দীপক-(i)এর কবিতাংশে পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। পরের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। মনোপ্রাণ উজাড় করে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। কারণ এ কাজটি অত্যন্ত সুখের একটি কাজ। পরোপকার করে যে সুখ পাওয়া যায় তা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এজন্য উদ্দীপক-(i)এর কবিতাংশে নিজের কথা ভুলে অন্যের উপকার করতে বলা হয়েছে। যা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর পরোপকারি কর্মকাণ্ডের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক -(i)এ ফুটে ওঠা দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর পরোপকারি কর্মকাণ্ডেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক -(i)এ ফুটে ওঠা দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর পরোপকারি ও মানবকল্যাণমূলক কাজেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ "উদ্দীপক-(ii)এর অন্তর্নিহিতভাবে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের হজরত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের একান্ত অনুভূতিরই প্রতিফলন"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.)-এর বিভিন্ন মহৎ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অসংখ্য মহৎগুণাবলির মধ্যে ক্ষমাশীলতা অন্যতম। তিনি ক্ষমার আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন। কেউ কোনো ভুল করে অনুতপ্ত হলে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর প্রতি অমানবিক নির্যাতন করে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কার কুরাইশদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেন। এমন অসংখ্য ক্ষমার দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর চরিত্রের মাঝে খুঁজে পাই।

"উদ্দীপক-(ii)এ বলা হয়েছে, যে আমাকে দুঃখ দিল সে যেন চিরসুখী হয়। অর্থাৎ দুঃখদানকারীর প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই। এমনকি সে যেন চিরসুখী হয় সেজন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। একজন আদর্শবান ব্যক্তির পক্ষেই এমন প্রার্থনা করা সম্ভব। কেউ খারাপ আচরণ করলে তার প্রতিও খারাপ আচরণ করতে হবে এমনটি করা মোটেও ঠিক নয়। উদ্দীপকে এ বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে, যা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। আদর্শ মানুষ হওয়ার উক্ত শিক্ষণীয় বিষয়টিকে অন্তরে লালন করার কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপক-(ii)এ 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মধ্যে ভাবগত ব্যাপক মিল রয়েছে। কেননা, উদ্দীপক-(ii)এর অন্তর্নিহিত ভাব আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের একান্ত অনুভূতিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। হজরত মুহম্মদ (স.)-কে কেউ কোনো দুঃখ দিলে তিনি কাউকে কোনো অভিশাপ দেননি। তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। উদ্দীপক-(ii)এ মুহম্মদ (স.)-এর এই অনুভূতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : হজরত মুহম্মদ (স.)-কে কেউ কোনো দুঃখ দিলে তিনি কাউকে কোনো অভিশাপ দেননি। তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। উদ্দীপক-(ii)এর অন্তর্নিহিত ভাব হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ (i) সুরমার তীরে হয়নি বসা
সে তো অনেক কাল
হয় না দেখা উথাল হাওয়ায়
উড়ছে নায়ের পাল।

(ii) একটা নদী কলকলিয়ে দুলদুলিয়ে চলে
দুই কূলে তার দুঃখ-সুখের হাজার কথা বলে।
রাগলে নদী গর্জনে তার বুক কাঁপে থরথর
শান্ত হলে অনেক সুখে জাগায় বুকে চর।
চরের বুকে বাঁধলে সে ঘর প্রাণের মেলায় হাসে
শান্ত নদী যমুনা সে জীবন ভালোবাসে।

ক. সনেটে অষ্টকে কী থাকে? ১

খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!'–বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের *(i)* 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে–তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের *(ii)*-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।"–উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক সনেটের অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা।

খ 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি আশার ছলনায় নিজের মনকে তৃপ্ত করার কথা বুঝিয়েছেন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি সুনাম অর্জনের আশায় নিজ দেশ ও দেশের সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে সুদূর ফ্রান্সে চলে গিয়েছেন। প্রবাসজীবনে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। এ সময় তিনি কপোতাক্ষ নদের কথা ভেবে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। অনুভূতির গভীরে কপোতাক্ষকে স্থান দেন বলেই কবির মনে হয় তিনি যেন সে নদীর কলধ্বনি শুনছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে কবি নিজের আত্মতৃপ্তির বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে প্রবাসে থেকেও কল্পনায় দেশের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি কবিমনে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। আর এ দিকটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজরিত কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে কবির স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। কবি কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদারি গ্রামে তার ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। সংগত কারণেই এ নদের সাথে তাঁর এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই প্রবাসে অবস্থান করলেও প্রিয় এ নদের কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেননি।

উদ্দীপকের স্তবক (i)-এ অতীতের স্মৃতিকাতরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। একসময় সুরমা নদীর তীরে কবির আনন্দময় সময় কেটেছে। কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে স্মৃতিবিজরিত সেই স্থানটিতে বহুদিন যাওয়া হয়নি তার। সংগত কারণেই এ কবিতাংশের কবি অতীতের সেই মধুর স্মৃতি মনে করে আবেগাপ্লুত হয়েছেন। একইভাবে, আলোচ্য 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন। সেখানে প্রবাসী কবি শৈশবের প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে ঘিরে তাঁর হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেখানে দেশ থেকে বহুদূরে থাকলেও সখারূপী কপোতাক্ষকে ঘিরে ছোটোবেলার সোনালি স্মৃতি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেননি। এদিক বিবেচনায়, উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনের দিকটি ফুটে উঠেছে ।

উত্তরের মূলকথা : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজরিত কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে কবির স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে, উদ্দীপকের স্তবক (i)-এও সুরমা নদীকে কেন্দ্র করে অতীতের স্মৃতিকাতরতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের স্তবক-(ii)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ নয় বলেই আমি মনে করি।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি কপোতাক্ষ নদকে ঘিরে স্মৃতিকাতরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ নদ কবির শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত। সংগত কারণেই সুদূর প্রবাস জীবনে থেকেও কবি তাঁর প্রিয় নদকে কোনোভাবেই ভুলতে পারেননি। আর তাই এ নদের কথা ভেবে প্রবাস জীবনেও তিনি আবেগতাড়িত হয়েছেন।

উদ্দীপকের স্তবক-(ii)-এ নদীকেন্দ্রিক জনজীবনকে উপজীব্য করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ নদী যমুনার সাথে দুই তীরের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সেখানে সাধারণ জনজীবনের ওপর এ নদীর রুদ্র ও কোমল রূপের সীমাহীন প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। যেখানে এ নদীর শান্ত রূপ আশপাশের জনজীবনে প্রাণের সঞ্চার করে আবার এ নদীরই রুদ্র রূপ সবকিছু তছনছ করে দেয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি তাঁর মাতৃভূমিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। আর সে ভালোবাসা থেকেই তিনি কপোতাক্ষকে আশ্রয় করে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা বঙ্গবাসীর কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রবাসে অবস্থান করেও কপোতাক্ষ নদের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ, তা মূলত কবির দেশাত্মবোধেরই নামান্তর। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের স্তবক-(ii)-এ যমুনা নদীর কোমল ও কঠোর রূপ এবং আশপাশের জনজীবনের ওপর এর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, যা আলোচ্য কবিতার কবির দেশাত্মবোধ বা স্মৃতিকাতরতার ভাবনার থেকে অনেকটাই ভিন্ন। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের স্তবক-(ii) 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের স্তবক-(ii)-এ যমুনা নদীর কোমল ও কঠোর রূপ এবং আশপাশের জনজীবনের ওপর এর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, যা আলোচ্য কবিতার কবির দেশাত্মবোধ বা স্মৃতিকাতরতার ভাবনাকে ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▸ ০৬ সান্তাহার রেল স্টেশনে সিগন্যাল ম্যান ফজু মিয়ার একমাত্র সন্তান অসুস্থ। তাই নিয়ে সে গত রাতে খুব ব্যতিব্যস্ত ছিল। এদিকে রাত ৩টায় 'বাংলার দূত' ট্রেনটি স্টেশনের দিকে ধেয়ে আসছিল। একই সময় বিপরীত দিক থেকে আন্তঃনগর ট্রেন এসে পড়লে সিগন্যাল না দেওয়ায় ট্রেন দুটি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়।

ক. 'রানার' কবিতায় কোনটিকে ছোঁয়া যাবে না? ১

খ. 'দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে?' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি 'রানার' কবিতায় কীভাবে বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে' –'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'রানার' কবিতায় টাকাকে ছোঁয়া যাবে না।

খ প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে কবি রানারের যথা সময়ে ডাক পৌছে দেওয়ার তাড়ার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

রানারের কাজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই গন্তব্যস্থলে ডাক পৌঁছে দেওয়া। এ কাজটি তাদের নিময়ানুবর্তী হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হয়। এজন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। অন্যথায় তা দায়িত্বে অবহেলা বলে গণ্য হবে; যা তার জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার ব্যর্থতার কথা ভেবে তারা সূর্য ওঠার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত থাকে।

উত্তরের মূলকথা : রানারের কাজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই গন্তব্যস্থলে ডাক পৌঁছে দেওয়া। তাই সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার ব্যর্থতার কথা ভেবে তারা সূর্য ওঠার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত থাকে।

গ উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি দায়িত্ব পালনে অবহেলার দিক থেকে 'রানার' কবিতায় বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। রানার অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। দায়িত্ব পালনে রানার কোনো অবহেলা করে না। রানার জানে তার কাঁধে অনেক মানুষের সুখ-দুঃখের খবর আছে। এমনকি অনেকের টাকা-পয়সাও আছে। এগুলো যথাসময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য রানার বৃথা সময় নষ্ট না করে সম্মুখপানে ছুটে যায়।

উদ্দীপকের ফজু মিয়া তার দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। কারণ তার দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেননি। তার একমাত্র সন্তান অসুস্থ। এ বিষয়টি তিনি অন্য কোনোভাবেও সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যা 'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কাজটি রানারের কাজের বৈসাদৃশ্যতা প্রমাণ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি দায়িত্ব পালনে অবহেলার দিক থেকে 'রানার' কবিতায় বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : 'রানার' কবিতার রানার অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের ফজু মিয়া তার দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। যা 'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঘ "রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে"–'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তার সাংসারিক জীবনের চিত্রও ফুটে ওঠেছে। রানার অত্যন্ত অল্প টাকায় ডাকহরকরার কাজ করে। এ কাজের পারিশ্রমিক কম হলেও পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতা অত্যন্ত বেশি। সময়মতো চিঠিপত্র নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছাতে হয়। জীবনের খুঁকি নিয়ে টাকার বোঝা বহন করতে হয়। রানারের সংসারে চরম অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও উক্ত টাকা সে ছুঁয়েও দেখে না। কারণ অন্যের টাকা খরচ করার কোনো অধিকার তার নেই।

উদ্দীপকের ফজু মিয়া রেল স্টেশনের সিগন্যালম্যান। তার একমাত্র সন্তান অসুস্থ হলে সে অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে সিগন্যালম্যানের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়। রাত তিনটার দিকে কোনো সিগন্যাল না থাকায় দুটি ট্রেন দুদিক থেকে ধেয়ে আসে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রেন দুটি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়। উদ্দীপকের ফজু মিয়ার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার কারণেই মূলত উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্দীপকের ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততার চেয়ে 'রানার' কবিতার রানারের ব্যতিব্যস্ততা অনেক বেশি। ফজু মিয়া তার অসুস্থ সন্তানের জন্য যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কিন্তু রানার তার দায়িত্ব যথাযথাভাবেই পালন করেছে। তার সংসারে অভাব-অনটন রয়েছে কিন্তু টাকার বোঝা থেকে সে কোনো টাকা আত্মসাৎ করেনি; বরং দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে পারিশ্রমিক পাবে তা দিয়েই রানার তার সাংসারিক প্রয়োজন মেটায়। মূলত রানার তার সাংসারিক অভাব-অনটন দূর করার জন্যই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : "রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে"–'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মায়ের পাগল ছোট্ট খোকা
মায়ের পিছে করে ঘুরাঘুরি,
শিশু ধনটি সারা বেলা
মায়ের আঁচল থাকতো ধরি।
একটু বড়ো হলো যখন
আম্মা অধীর খোকার জন্য,
পড়ালেখা শেষটা করে
কখন ফিরে করবে ধন্য।

ক. কীসের বাতাসে সুপারির বন হেলে পড়ে? ১
খ. 'উত্তর দিতে দুঃখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ভাবস্তুতে ফুটে ওঠা দিকটি 'পল্লিজননী' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের উক্ত ভাবটি 'পল্লিজননী' কবিতায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থাপিত হয়েছে"–উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক বাদুড় পাখার বাতাসে সুপারির বন হেলে পড়ে।

খ দরিদ্রতার কারণে ছেলেকে মেলায় পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় দুখিনী মায়ের উত্তর দিতে জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

গরিব পল্লিমাতা ছেলের সব আবদার পূরণ করতে পারেন না। আড়ঙের দিনে করিম ও আজিজ মেলায় গেলেও আর্থিক অনটনের কারণে নিজের ছেলেকে যেতে দিতে পারেননি মা। ছেলেকে তিনি বোঝান, মুসলমানের আড়ঙে যেতে নেই। নিজের এমন অক্ষমতায় দুখিনী মায়ের অন্তরের জ্বালা যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তাই তিনি ছেলের উত্তর দিতে ব্যথিত হন।

উত্তরের মূলকথা : দারিদ্র্যের কারণে পল্লিজননী ছেলেকে মেলায় পাঠাতে পারেননি। কিন্তু ছেলেকে মিথ্যে বলে দমাতে চাইলে ছেলের হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে মায়ের জ্বালা বেড়ে যায়।

গ উদ্দীপকের ভাববস্তুতে ফুটে ওঠা দিকটি 'পল্লিজননী' কবিতায় সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহ ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

মা 'শব্দটি অত্যন্ত মধুর। মা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানকে ভালোবাসেন। সন্তানের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতেও মা-বাবা কুণ্ঠিত হন না। বস্তুত, পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে আপন আর কেউ নেই। আর তাই কোনোকিছুর সঙ্গেই মাতৃস্নেহের তুলনা হয় না। প্রত্যেকেই মায়ের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী। মা তার স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে ধীরে ধীরে বড়ো করে তোলেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশের মমতাময়ী মা খোকাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। একইভাবে, খোকাও মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় থাকতে ভালোবাসত। কিন্তু একসময় খোকা বড়ো হয়ে পড়াশোনা করতে এলাকার বাইরে পা বাড়ায়। সেসময় থেকে মা প্রিয় সন্তানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কবে খোকা পড়াশোনা শেষ করে মায়ের কাছে ফিরে আসবে। একইভাবে, 'পল্লিজননী' কবিতায়ও দেখা যায়, সন্ধ্যা হয়ে এলে ছেলে বাড়ি ফেরেনি বলে তার প্রতীক্ষায় মা ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ ছেলের সুস্থতার জন্য প্রতীক্ষারত মায়ের নানামুখী শঙ্কাও সেই ব্যাকুলতারই বহিঃপ্রকাশ। সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের ভাববস্তুতে ফুটে ওঠা সন্তানের জন্য প্রতীক্ষার দিকটি 'পল্লিজননী' কবিতায় সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহ ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে মায়ের প্রতীক্ষার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের সন্তানের জন্য ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের উক্ত ভাবটি 'পল্লিজননী' কবিতায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থাপিত হয়েছে।"– উক্তিটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

মায়ের মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই। সন্তান ছোটো বা বড়ো হোক, মায়ের স্নেহ কখনো কমে যায় না। সব অমঙ্গল থেকে মা সন্তানকে আগলে রাখতে চান। তার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করার চেষ্টা করেন। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে মা সন্তানকে কষ্ট করে মানুষ করেন। আর তাই মাতৃস্নেহের কোনো তুলনা হয় না।

উদ্দীপকের কবিতাংশে স্নেহময়ী এক মায়ের কথা বলা হয়েছে। সন্তানকে তিনি অগাধ স্নেহে বড়ো করেছেন। তেমনি ছেলেও ছিল মায়ের প্রতি অনুরক্ত। তবে বড়ো হয়ে ছেলে শহরে লেখাপড়া করতে গেলে মায়ের মন তার জন্য সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাই ছেলে লেখাপড়া শেষ করে কবে তার কাছে ফিরে আসবে সেজন্য তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। সন্তানের জন্য মায়ের এমন অধীর প্রতীক্ষা ও ব্যাকুলতার দিকটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'পল্লিজননী' কবিতায় এবং উদ্দীপকে ছেলের জন্য মায়ের অধীর প্রতীক্ষা এবং ব্যাকুলতার কথা বর্ণিত হলেও উভয়ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের মা অপেক্ষা করছেন কবে তার প্রিয় খোকা লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে, 'পল্লিজননী' কবিতায় মা অপেক্ষা করছে তার রুগ্‌ণ ছেলে কখন সুস্থ হয়ে উঠবে সেই প্রত্যাশায়। এক্ষেত্রে আলোচ্য কবিতার পল্লিমা এবং উদ্দীপকের খোকার মা উভয়ের মাঝে প্রতীক্ষার বিষয়টি পরিলক্ষিত হলেও উভয়ক্ষেত্রে এর প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। সেদিক বিচারে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই মনে হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মমতাময়ী মায়ের কথা থাকলেও প্রেক্ষাপট এক নয়। বিষয়বস্তুর বিচারে এই দুজনের প্রতীক্ষার কারণ ও পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্ন ▸ ০৮ (i) হারিয়ে গেল সব প্রিয়জন
নিয়ে গেলো মহামারিতে,
আকাশ বাতাস হয়ে যায় ভারী
বুক ভাঙা আহাজারিতে।

(ii) যদি এগিয়ে যেতে পাও ভয়
তাহলে তুমি শেষ,
যদি সাহসে ওঠো গর্জে
তবে সাবাশ বাংলাদেশ।

ক. বুধার পায়ের কাছে কী পড়ে থাকে? ১
খ. বুধা নোলক বুয়ার সাথে যেতে চায়নি কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii) যেন বুধার একান্ত চেতনার প্রতিফলন–কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধার পায়ের কাছে মরা শামুকের খোল পড়ে থাকে।

খ বুধা শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য গ্রামে থাকতে চায়, নোলক বুয়ার সাথে গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না।

পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় যখন পুরো গ্রামের মানুষ ভীতু, তখন বুধার চোখে জ্বলে প্রতিশোধের আগুন। বুধা ভীরুদের দলে নয়। সে সাহসী ও দেশপ্রেমিক। সে তার গ্রামকে রক্ষা করার জন্য গ্রামে অবস্থান করে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে লড়তে চায়। তাই সে নোলক বুয়ার সাথে গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না।

উত্তরের মূলকথা : বুধা গ্রামে অবস্থান করে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে লড়তে চায়। তাই সে নোলক বুয়ার সাথে গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না।

গ উদ্দীপক (i)-এ ফুটে ওঠা স্বজনহারা হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবারের সবাইকে হারানোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত বুধা চোখের সামনে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পরিবারের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। সবাইকে হারিয়ে সে আজ নিঃস্ব। ঔপন্যাসিকের ভাষায় পুরো বাড়িটাই যেন তার সামনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে বাবা-মা, চার ভাই-বোনের সুখের সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে। সংগত কারণেই ঘটনার আকস্মিকতায় শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় বুধা।

উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশে স্বজন হারানোর মর্মন্তুদ কাহিনি বিধৃত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, কোনো এক মহামারির প্রকোপে কবির সকল প্রিয়জন মারা যান। চোখের সামনে এভাবে প্রিয়জনদের হারিয়ে আহাজারিতে ভেঙে পড়েন তিনি। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক কলেরার প্রকোপে কিশোর বুধার পরিবার হারানোর দুঃখময় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ পরিবার হারিয়ে সুখীজীবন থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানেই নিঃস্ব হয়ে যায় তারা। এ বিবেচনায়, উদ্দীপক (i)-এ ফুটে ওঠা স্বজনহারা হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবারের সকলকে হারানোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশে স্বজন হারানোর মর্মন্তুদ কাহিনি বিধৃত হয়েছে। সংগত কারণেই এখানে ফুটে ওঠা স্বজনহারা হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কলেরার প্রকোপে বুধার পরিবার হারানোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক-(ii) যেন বুধার একান্ত চেতনার প্রতিফলন।"– উক্তিটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো অগণিত কিশোর মুক্তিযোদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদের কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছে। কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে। কেউবা গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অগাধ দেশপ্রেম এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ।

উদ্দীপক-(ii)-এর কবিতাংশে দেশমাতার ক্রান্তিকালে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– 'যদি তুমি ভয় পাও তাহলে তুমি শেষ, আর যদি সাহসী হয়ে রুখে দাঁড়াও তাহলে তুমি বাংলাদেশ।' অর্থাৎ ভয় না পেয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে জয় আসবেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা কখনো ভয় পায়নি, বরং দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের এমন দেশাত্মবোধ ও সাহসী ভূমিকার কারণেই আমরা পেয়েছি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা নামের এক এতিম কিশোর। এ উপন্যাসে সাহসী এই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবিলা করেছে। মাইন পুঁতে সে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খতম করে দিয়েছে। এছাড়াও দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে একাই রাজাকারদের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে, যেমনটি উদ্দীপক-(ii)-এর কবিতাংশে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপক-(ii) যেন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বুধার অকুতোভয় মনোভাব ও দেশাত্মবোধেরই প্রতিফলন। এ বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-(ii)-এর কবিতাংশে ভয় না পেয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। এই চেতনাকে ধারণ করেই বুধা শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে রাজিনের মা-বাবা এবং একমাত্র বোন মৃত্যুবরণ করে। এর ফলে দশ বছরের রাজিন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চোখের সামনে পরিজনদের মৃত্যু তাকে হতবিহ্বল করে তোলে। আত্মীয়-স্বজনদের করুণার পাত্র হয়ে তাকে এখন জীবনসংগ্রাম করতে হচ্ছে।

ক. গাঁয়ের লোক বুধাকে কী নামে ডাকে? ১
খ. আহাদ মুন্সির চোখ কপালে ওঠে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের রাজিনের জীবনসংগ্রাম এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সংগ্রামী জীবন এক নয়।"–মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক গাঁয়ের লোক বুধাকে কাকতাড়ুয়া নামে ডাকে।

খ বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গ্রামের চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা তাই আতঙ্কের মতো। একদিন রাস্তায় বুধার সাথে তার দেখা হলে বুধার সরল চেহারা দেখে তার মায়া হয়। হাসিমুখে নাম জিজ্ঞেস করলে বুধা বলে তার নাম যুদ্ধ। বুধার মুখ থেকে এ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠে যায়।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা তাই আতঙ্কের মতো। তাই বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরা মহামারিতে মারা যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধা ভীষণ শোকাহত হয়। তার চাচি তাকে সাময়িক আশ্রয় দেয়। চাচির বিভিন্ন কটূ কথায় রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ছন্নছাড়া হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কষ্টে বুধার জীবন অতিবাহিত হয়। বুধা মানুষের বাড়িতে বা বাজারে খাবারের বিনিময়ে কাজ করে। এভাবেই বহুকষ্টে বুধার দিন কাটে।

উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসে মারা যায়। চোখের সামনে সবাইকে মারা যেতে দেখে রাজিন শোকে যেন পাথর হয়ে যায়। সবাইকে হারিয়ে রাজিন অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। কারও কাছে সে স্থায়ীভাবে আশ্রয় পায়নি। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কোনো সহানুভূতি পায়নি। কেউ তাকে স্নেহের বন্ধনে কাছে টেনে নেয়নি। এমন সঙ্কটকালীন মুহূর্তে রাজিন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে করুণার পাত্রে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরা মহামারিতে মারা যায়। একইভাবে উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসে মারা যায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

ঘ "উদ্দীপকের রাজিনের জীবন সংগ্রাম এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সংগ্রামী জীবন এক নয়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা কলেরা মহামারিতে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়। আপনজন কেউ না থাকায় বুধা পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাচির রূঢ় ব্যবহারে বুধা চাচির বাড়ি ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে বেড়ায়। বুধা এতিম হলেও কারও করুণা প্রত্যাশী ছিল না। জীবিকার জন্য সে টুকিটাকি কাজ করেছে।

উদ্দীপকের রাজিন করোনা ভাইরাসে পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে। এতিম হয়ে সে বহুকষ্টে দিনাতিপাত করছে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে আত্মীয়-সবজনের কাছে করুণার পাত্র হতে হয়েছে। একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। চোখের সামনে আপনজনদের মৃত্যু তাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। তার জীবনটা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছে। এভাবেই তাকে এখন জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচারে সে অতিষ্ট হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এজন্য সে শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করা, আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দেওয়া, বাজ্কারে মাইন পুঁতে রাখার মতো দুঃসাহসিক কাজ বুধা সম্পন্ন করেছে। এসব কাজের মাধ্যমে বুধার জীবনে সংগ্রামী চেতনা ফুটে ওঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। রাজিনের জীবনে কেবল জীবিকার জন্য সংগ্রামের দিকটি ওঠে এসেছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : একাকী টিকে থাকার লড়াই ছাড়াও বুধা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ স্ত্রীর অনাথ ছোটো বোন কিশোরী আলোর দায়িত্ব পড়ে শফি মোল্লার ওপর। এদিকে সদ্য বিপত্নীক পৌঢ় বড়ো ভাই মন্টু মোল্লার সংসার সামলানো এবং সেবাযত্নের জন্য লোকেরও প্রয়োজন পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে শফি মোল্লার বড়ো ভাইয়ের সাথে শ্যালিকার বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আবিদা এতে প্রতিবাদ করেন এবং বোনকে নিয়ে রাগে ও দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

ক. বহিপীরের নৌকা হাতেম আলির বজরার সাথে কোন স্থানে ধাক্কা লেগেছিল? ১

খ. 'দুনিয়াটি সত্যই কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র'–ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের আবিদা লক্ষ্যহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়'–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের নৌকা ডেমরার ঘাটে হাতেম আলির বজরার সাথে ধাক্কা লেগেছিল।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। এখন এ অবস্থায় তাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর বিপদে যদি নিজের সর্বস্বও হারিয়ে যায়, তাতে ধৈর্য ধরতে হয়। কারণ ধৈর্য মানুষের একটি মহৎ গুণ। মূলত জমিদার হাতেম আলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বহিপীর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

গ উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলি অত্যন্ত মানবিকতাবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে তার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হয়। খাজনার টাকা যোগাড় করার জন্য হাতেম আলি দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগটি কাজে লাগায় বহিপীর। বহিপীর আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বহিপীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

উদ্দীপকের শফি মোল্লার ওপর তার অনাথ শ্যালিকার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পড়ে। শফি মোল্লার প্রৌঢ় বড়ো ভাই মন্টু মোল্লার সংসার সামলানোর জন্য লোকের প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শফি মোল্লা তার শ্যালিকার সাথে মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে সম্মত হননি। উদ্দীপকের শফি মোল্লার মতো হাতেম আলি তাহেরাকে বিপদগ্রস্ত করেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : মানবিকবোধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার দিক থেকে উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের আবিদা লক্ষ্যহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।"–উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য ছিল প্রেসের ব্যবসা করার। তার বাবার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হলে টাকার অভাবে সাধের স্বপ্ন ভেঙে যায়। তবে হাশেম আলি আশাহত হননি। লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়ার কারণে অন্য যে-কোনো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অতঃপর বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচাতে নতুন জীবনের পথেও পা বাড়িয়েছেন।

উদ্দীপকের আবিদার বোন আলোর সাথে বিপত্নীক মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করা হয়। আর এ বিয়ে ঠিক করে আবিদার স্বামী শফি মোল্লা। আবিদা তার বোনের এ অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য আবিদা স্বামীর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। অবশেষে তার বোন আলোকে সাথে নিয়ে রাগে ও দুঃখে স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা করে হাশেম আলি তাহেরার জীবনের অনিশ্চয়তার দিকটি গভীরভাবে ভাবেন। তিনি তাহেরাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ সে এখন কোথায় যাবে, কী করবে তা কিছুই জানে না। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আবিদা লক্ষহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ রূপার বাবা মহিব, সাহেব আলী পিরের একজন অন্ধভক্ত। আজ পির সাহেব রূপাদের বাসায় এসেছেন। পির সাহেব আসলে রূপার মা রেনুকা বেগম পিরের আরামে থাকার ব্যবস্থাসহ পছন্দনীয় খাবার তৈরিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা রূপা ছাদে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ঘরে এসে কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু বিষয়টি পির সাহেবের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রূপাকে ঘরে নিয়ে এসে পির সাহেব ঝাড়ফুঁক দিতে থাকেন। এতে রূপা রেগে গিয়ে বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাবো।

ক. 'সূর্যাস্ত আইন' কী? ১
খ. 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল।'—কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রূপা প্রতিবাদ করলেও সে 'বহিপীর' নাটকের 'তাহেরা' নয়।"—যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক সূর্যাস্ত আইন হলো এমন একটি আইন যে আইনে নির্ধারিত দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে হয়।

খ বজরা আর নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল।'

ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে এবং তখন নৌকা ও বজরার মধ্যে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা আধা ডোবা হয়ে যায়। আর বহিপীর দুর্ঘটনার কবলে পড়লে মরতে মরতে বজরায় আশ্রয় পেয়ে বেঁচে যান। এজন্য তিনি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বজরা আর নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল।'

গ উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ সমাজের লোকরা কুসংস্কারের কারণে বহিপীরের আনুগত্য করে। পিরের সেবা করাকেই তারা পুণ্যের কাজ মনে করে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পির প্রথার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভণ্ড পিরেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে। কুসংস্কারে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই কেবল পিরের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের রূপা মাথা ঘুরে ছাদে পড়ে যায়। এজন্য পির সাহেব তাকে ঝাড়-ফুঁক দেন। কিন্তু রূপা ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসী নয়। অথচ তার পরিবার ঝাড়-ফুঁকেই বিশ্বাস করে। পির সাহেবের খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ভালো খাবারের আয়োজন ও পিরের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মূলত রূপার পরিবার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসকরণ করে আসছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। একইভাবে রূপার পরিবার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসকরণ করে আসছে।

ঘ "উদ্দীপকের রূপা প্রতিবাদ করলেও সে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা নয়।"— মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা সৎ মায়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়। তার সৎ মা ও বাবা বহিপীরের অন্ধভক্ত। তারা বহিপীরের খেদমতের জন্য বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু তাহেরা মন থেকে এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের রূপার বাবা সাহেব আলী পিরের অন্ধভক্ত। একদিন পির সাহেব তাদের বাসায় আসে। তার বাবা-মা পিরের সেবাযত্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা রূপা ছাদে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আর এ খবরটি পিরের কানে পর্যন্ত পৌঁছে। পির সাহেব তখন রূপাকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এতে রূপা রেগে গিয়ে বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাব।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধ অনুসারী ছিল। কিন্তু তাহেরা পির প্রথার বিশ্বাসী ছিল না। এজন্য সে বহিপীরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ি থেকে পালানোর মাধ্যমে তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৪

সেট : ক

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. সাহিত্যের কোন শাখা সর্বাধিক পঠিত?
ক নাটক খ উপন্যাস গ কবিতা ঘ ছোটোগল্প

২. 'চির উন্নত মম শির'–চরণটি 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন ভাবকে ধারণ করে?
ক সংগ্রামী চেতনা খ অধিকার চেতনা
গ আত্মত্যাগী মনোভাব ঘ কৌশলীভাব

৩. 'ঝরনার গান' কবিতায় কোন পাখি চাঁদের আলো পান করে তৃপ্ত হয়?
ক চকোর খ চাতক গ বুলবুলি ঘ শুক

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'গাছ-গাছালি শেকড়-বাকলসুদ্ধ সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।'

৪. উদ্দীপকের চেতনায় বিশ্বাসী 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্র?
ক তাহেরা খ বহিপীর গ খোদেজা ঘ হাতেম আলি

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–
i. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ii. ধর্মভীরুতা iii. অনুশোচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. 'তায়েফ' সৌদি আরবের কোন অঞ্চলের উর্বর প্রদেশ?
ক পূর্ব খ পশ্চিম গ উত্তর ঘ দক্ষিণ

৭. পিজরাপোলের আসামির ন্যায় একপাশে পড়ে আছে কোনটি?
ক টিনের বাঁশি খ কাঠের ঘোড়া
গ লক্ষ্মীপূজার কড়ি ঘ খাপরার কুচি

৮. 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা কী?
ক অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ খ পল্লির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা
গ দারিদ্র্যের নির্মম পরিহাস ঘ রোগমুক্তির কামনা

৯. 'প্রবাস বন্ধু' গল্পে লেখকের অধিক শোকে পাথর হওয়ার কারণ কী?
ক খাবারের আধিক্য খ রান্নায় দক্ষতা
গ খাবারের অপচয় ঘ রান্নায় বিলম্ব

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
সে কি মোর অপরাধ।'

১০. উদ্দীপকের ভাবার্থ 'নিমগাছ' গল্পের কোন চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে?
ক লক্ষ্মী বউ খ কবি গ কবিরাজ ঘ বিজ্ঞ

১১. উক্ত সাদৃশ্যের কারণ কী?
ক উপেক্ষার যন্ত্রণা খ গুণের কদর
গ রূপের প্রশংসা ঘ আত্মত্যাগী মনোভাব

১২. 'ভুখা আছো মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে'
ক আক্ষেপ খ অনুশোচনা গ তিরস্কার ঘ বিরক্তি

১৩. 'জীবন-সংগীত' কবিতায় প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার জন্য কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?
ক জন্ম খ বংশ গ ধর্ম ঘ কর্ম

১৪. বুধার মগজ ভরে কী খেলে?
ক বাতাস খ জোছনা গ রোদ ঘ বৃষ্টির পানি

১৫. বুধাকে সকলের সন্দেহ না করার কারণ–
i. বাবা-মা মরা ছেলে ii. ছন্নছাড়া ভাব iii. অল্প বয়সি বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. 'তুমি তো লড়াই করতে পারবে না, শুধু ওদের হাতে মরবে কেন?'– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কার প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে?
ক কুন্তির মা খ হরিকাকুর স্ত্রী গ নোলক বুয়া ঘ মিঠুর মা

১৭. 'আমার পরিচয়' কবিতায় 'সওদাগরের ডিঙার বহর' কোন পরিচয় বহন করে?
ক নদীমাতৃক বাংলা খ বাণিজ্যিক ঐতিহ্য
গ ঐশ্বর্যময় বাংলা ঘ মুসলিম ঐতিহ্য

১৮. 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় আজিজ মটরসের মালিক গুলি করতে করতে পালাচ্ছিল কেন?
ক পরাজয় আসন্ন বুঝতে পেরে
খ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে
গ নিরাপদে পালানোর জন্য
ঘ রাজাকারদের অবস্থান টের পেয়ে

১৯. 'বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মোকদ্দমা না কি?' 'বহিপীর' নাটকের এ উক্তিটি কার?
ক তাহেরা খ হাতেম আলি
গ খোদেজা ঘ হকিকুল্লাহ

২০. 'আমার পরিচয়' কবিতার শেষ চরণে কবি কীসের ছবি আঁকার প্রতিজ্ঞা করেছেন?
ক দেশমাতৃকার খ সাম্যের গ শান্তির ঘ কল্যাণের

২১. 'দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে মাথা উঁচু রাখিস'–এ কথার প্রতিফলন দেখা যায় কোন চরিত্রের মধ্যে?
ক কাঙালীর মা খ সুভার মা গ সর্বজয়া ঘ মমতাদি

২২. "দিনের মেঘে ধান, রাতের মেঘে বান।"–কথাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন উপাদান?
ক প্রবাদ বাক্য খ ডাকের কথা গ খনার বচন ঘ ছড়া গান

২৩. অধর রায় গাছের দাম কয় টাকা আনতে বলে?
ক তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

২৪. 'মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।'–এখানে মনের দাবি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক খাদ্যগ্রহণ খ সাহিত্যের আনন্দ
গ জ্ঞান অর্জন ঘ অর্থ উপার্জন

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান।'

২৫. উদ্দীপকের ভাবার্থে 'রানার' কবিতার রানারের কোন দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে?
ক গতিশীলতা খ সেবাপরায়ণতা
গ নির্ভীকতা ঘ কর্তব্যপরায়ণতা

২৬. উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পেয়েছে যে চরণে–
i. কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
ii. কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়।
iii. আরও জোরে, আরও জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় 'রন্ধ্র' শব্দের অর্থ কী?
ক থলি খ কর্দম গ ছিদ্র ঘ বিছানা

২৮. আমাদের কত আনা শক্তি উপেক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে?
ক চার খ ছয় গ আট ঘ দশ

২৯. 'সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'–চরণে কবি-মনের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে–
i. অভিমান ii. তিরস্কার iii. ধিক্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. 'নিয়তি' গল্পে মহারাজার কী দেখে মুগ্ধ হতে হয়?
ক রুচি খ ক্ষমতা গ সম্পদ ঘ আভিজাত্য

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০১

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। মিসেস শাহানার দিন শুরু হয় কাকডাকা ভোরে। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেওয়া, ছেলে-মেয়ের টিফিন তৈরি করা, তাদের বাবার নাস্তা– এরপর নিজে তৈরি হয়ে অফিসে যাওয়া। তার মেয়ে সারা দশম শ্রেণিতে আর ছেলে সামি অষ্টম শ্রেণিতে– তাদেরও কোনো ফুরসত নেই। স্কুল শেষে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, গণিত, আরও কত কোচিং, বাড়ি ফিরে আবার স্কুলের কাজ, বাড়ির কাজ, কোচিং-এর কাজ। স্কুল-কোচিং আর বাড়ির চার দেয়াল এই যেন তাদের জীবন। বাবা-মা অফিস শেষে তাদের পছন্দের খাবার নিয়ে ফিরেন, নয়তো নিজেরাই অনলাইনে অর্ডার দিয়ে পছন্দের খাবার আনিয়ে নেয়।

ক. অবহেলায় পড়ে থাকা অপুর কাঠের ঘোড়াটিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১

খ. দশঘরার লোকটির প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের যে বৈসাদৃশ্য তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলবক্তব্য থেকে অনেক দূরে।"– মন্তব্যটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

২। মিসেস তামিমা মেয়ের প্রতিষ্ঠানিক বই ছাড়া অন্য কোনো বইপড়া সময় আর অর্থের অবচয় মনে করেন। মেয়ের হাতে কোনো গল্প-উপন্যাস দেখলেই ঘোর আপত্তি তার। তিনি মনে করেন ভালো প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল এরপর ভালো চাকরি–এই তো জীবন। কিন্তু স্বামী হাবীব রহমান স্ত্রীর এই ধারণার ঘোর বিরোধী–আর তাই তো মেয়ের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক বই বিশেষ করে জীবনী, গল্প-উপন্যাস– এইসব কিনে দেওয়াতে কখনো আপত্তি করেন না। তিনি বলেন– মনের বিকাশের জন্য, আলোকিত হওয়ার জন্য সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই।

ক. কোনটি শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ? ১

খ. 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।'– কেন বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হাবীব রহমানের কথায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনারই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। – মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৩। একমাত্র সন্তান কাব্য বাকপ্রতিবন্ধী– বিষয়টি যখন জানালেন মিসেস শরীফা– একটুও ঘাবড়ালেন না; স্বামীকেও বোঝালেন। বাবা-মা'র পরম স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্নে বেড়ে উঠতে লাগলো কাব্য। একদিন মা লক্ষ্য করলেন ছেলে আপন মনে কাগজে আঁকি-বুকি করছে; তিনি বুঝে গেলেন মুখে ভাষা না থাকলেও তুলির আঁচড়েই সে একদিন বিশ্বজয় করবে। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ছেলের আঁকা-আঁকির জন্য যা যা করা দরকার সব করলেন। আজ দেশে-বিদেশে কাব্যে'র আঁকা ছবি প্রদর্শনী হচ্ছে; বিক্রি হচ্ছে বহুমূল্যে।

ক. বাবা-মা'র কোন আয়োজন দেখে সুভার হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভরে উঠেছিল? ১

খ. 'তুমি আমাকে যাইতে দিও না মা'– সুভার এই অভিব্যক্তি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কাব্যে'র বাবা-মা'র সাথে 'সুভা' গল্পের বাবা-মা'র বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যে'র মতো সুভা সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারত– যুক্তি দাও। ৪

৪। অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের গবেষণার বিষয় ছিল নাট্যসাহিত্য। নাটকের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ; নাটক লেখেন, নাট্যরূপ দেন আবার মঞ্চায়নেরও ব্যবস্থা করেন। নিজ জেলা কুষ্টিয়ার বিভিন্ন লোককবির পালাগান ও কাহিনি সংগ্রহের কাজে হাত দেন। একবার পদ্মা-গড়াই নদীর তীরবর্তী এলাকার দুইজন লোককবির লোকগাথা সংগ্রহ করে নাট্যরূপ দেন এবং নিজেই পরিচালনা ও নির্দেশনা দিয়ে সেগুলো দেশে-বিদেশে মঞ্চায়নের ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

ক. পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে কোনগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ? ১

খ. 'আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই'– লেখকের এই হতাশার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের কাজের মাধ্যমে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ যেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কাঙ্ক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সার্থক প্রতিনিধি– বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। আরাফ আর আয়মান যেন একবৃন্তে দুটি কুসুম। এইচএসসি পাসের পর দুজনই ভর্তি হলো তাদের কাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নের বুয়েটে। এর মধ্যে আয়মান আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ-খবর নেয়–কারণ, বুয়েট শেষ করে সে আমেরিকা পাড়ি জমাতে চায়। কিন্তু আরাফের এককথা পড়াশোনা শেষ করে সে দেশেই থাকবে। যা করবে দেশের জন্যই করবে– এভাবে সবাই দেশ ছেড়ে গেলে দেশই বা কীভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করবে? আজ আয়মান আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দেশের বিস্তীর্ণ মাঠ, অবারিত ধানখেত, বন্ধু-বান্ধব, ছুটোছুটি এসবের মধ্যে আরাফের সাথে কথা বললেই সে তার ফেলে যাওয়া সব কিছু নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।

ক. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিলবিন্যাস কীরূপ? ১

খ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি কপোতাক্ষ নদকে দুগ্ধস্রোতোরূপী বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শেষাংশে আয়মানের মাধ্যমে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মনোভাবের কোন বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আরাফ ও আয়মান 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রতিফলিত মূল চেতনাকেই ধারণ করে আছে – বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন পাগল প্রায় ফারহানা–ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় স্বামীকেও খবর পাঠান। ঘরে ফিরে দেখেন জ্বরে ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে। ঝাঁড়ফুকের জন্য তার শাশুড়ি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লাকে নিয়ে এসেছেন। এসব বাদ দিয়ে ফারহানা ছেলেকে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন; ডেঙ্গু আশঙ্কা করে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দিলেন। পরদিন পরীক্ষার রিপোর্ট ডেঙ্গু শনাক্ত হয় এবং ছেলের প্লাটিলেট দ্রুত কমতে থাকে। ফারহানা ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাক্ষণ ছেলের সেবা করে তাকে সারিয়ে তোলেন। এদিকে তার শাশুড়ি নাতির রোগমুক্তি কামনা করে মসজিদে দান করার মানত করেন।

ক. জসীম উদ্‌দীনের কোন গ্রন্থটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়? ১
খ. 'যে কথা ভাবিতে পরান শিহরে তাই ভাসে হিয়াকোণে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার যে বিশেষ দিকের প্রতিফেলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ফারহানা ও 'পল্লিজননী' একসূত্রে গাঁথা–বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পায়নি বলে সুইটি নাওয়া-খাওয়া সব বাদ দিয়েছে; যোগাযোগ বন্ধ করেছে বন্ধু-বান্ধবের সাথেও। তার সেই এক কথা 'আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না'-সে আর পড়াশোনাও করতে চায় না। মেয়ের কথা শুনে বাবা হাসেন– বলেন, মানবজীবনই হলো সংগ্রামের, মেডিকেলে পড়াই জীবনের সব নয়, তুমি তোমার মেধা যে-কোনো কাজে লাগিয়ে সফল হতে পারে। কোনো সাধারণ বিষয়ে পড়াশোনা করে তুমি 'অসাধারণ' হয়ে উঠতে পারো, প্রতিটি দায়িত্বশীল ও সময়ানুবর্তী মানুষ পৃথিবীতে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাবার কথা মেনে সুইটি আজ একজন সফল বিসিএস কর্মকর্তা। অনেকের আদর্শ-অনুকরণীয়।

ক. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় আয়ুকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. 'সংসারে সংসারী সাজ' – কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. সুইটির মেডিকেলে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার মনোবেদনা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সাথে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সাধনা ও পরমধৈর্য মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সফলতার উচ্চ শিখরে'–উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ১৯৭১ সালের কথা। কিশোর আবিদ মাঠে খেলা করছিল। হঠাৎ দেখে তার গ্রামের টিপু মোল্লা বুট-হেলমেট পরা একদল লোককে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে বলতে বীরদর্পে গ্রামে ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। টিপু মোল্লা গ্রামেরই লোক, তাই আবিদ ভাবলো গ্রামের ভালোর জন্যই সে এই মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরই দেখল দাউ দাউ করে সারা গ্রাম জ্বলছে। দৌড়ে আবিদ বাড়ি ফিরল। ফিরে গিয়ে যে দৃশ্য সে দেখল তাতে, যেন সে শোকে পাথর হয়ে গেল। তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে টিপু মোল্লার সাথে আসা লোকেরা। সর্বস্ব হারিয়ে উদ্‌বাস্তু হয়ে পড়ে আবিদ। প্রতিশোধ নেওয়া আর দেশকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিল সে। প্রথম অভিযানে পুড়িয়ে দিল টিপু মোল্লার বাড়ি। তারপর গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দিল ঐ লোকগুলোর ক্যাম্প। দৃষ্টিজুড়ে তার সফল্যের হাসি।

ক. বুধাকে 'কাকতাড়ুয়া' নাম দিয়েছিল কারা? ১
খ. 'মরণের কথা চিন্তা করলে যুদ্ধ করা যায় না।'–কুন্তি কেন এ কথা বলেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের আবিদের উদ্‌বাস্তু হওয়ার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার জীবন বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আবিদ ও বুধা একই চেতনার ধারক।'–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯। **উদ্দীপক অংশ (i) :** শত শত মুখ হায় একাত্তর যশোর রোড যে কত কথা বলে
এত মরামুখ আধমরা পায়ে পূর্ববাংলা কোলকাতা চলে।
সময় চলছে রাজপথ ধরে যশোর রোডেতে মানুষের মিছিল
সেপ্টেম্বর হায় একাত্তর গোরুগাড়ি কাদা রাস্তা পিছিল
লক্ষ মানুষ ভাত চেয়ে মরে, লক্ষ মানুষ শোকে ভেসে যায়
ঘরহীন ভাসে শতশত লোক লক্ষ জননী পাগলপ্রায়।

উদ্দীপক অংশ (ii) : আমরা হারবো না, হারবো না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না
আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গঘাঁটি গড়তে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি

ক. বুধা দুঃখকে কী ভাবে? ১
খ. চাচির প্রতি বুধা কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন? ২
গ. উদ্দীপক অংশ (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত কোন বিশেষ দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপক অংশ (ii) যেন উপন্যাসে আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের দৃপ্ত উচ্চারণ'– মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। কতই বা বয়স তখন বিথীর? আট বা দশ। স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় রিক্শা থেকে মা ছিট্‌কে পড়লেন। তারপর আর কিছু মনে নেই। এরপর নতুন মা-ই তার সব। বাবার এনে দেওয়া নতুন মা তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছেন। পরম যত্নে তাকে লালন-পালন করে আগলে রেখেছেন। আজ বিথীর এসএসসি পরীক্ষা। দাদির কড়া নির্দেশ বাসায় কারও খাবারের পাতে যেন ডিম না থাকে। বিথীর পরীক্ষা ভালো হবে এই কামনা করে তেলপড়া, পানিপড়া এনেছেন– বলে রেখেছেন পরীক্ষা শেষে নাতনির বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিথীর নতুন মায়ের ঘোর আপত্তি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "মেয়ের আমার পড়াশোনা শেষ হবে; সমাজের একজন হয়ে উঠবে– তবেই বিয়ে।"

ক. বহিপীরের মতে, কোনটি মাঠের ভাষা? ১
খ. খোদেজা কেন তাহেরাকে 'শাবাশ মেয়ে' বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকের দাদির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটি লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'তাহেরার সৎ মা বিথীর নতুন মায়ের ভূমিকায় থাকলে তাহেরাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না'–মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। ছোটো একটা কোম্পানির চাকরিজীবী কামাল সাহেব। তার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেয়ে কলেজে পড়ে। তাদের নিয়ে কামাল সাহেবের অনেক স্বপ্ন। ইদানীং তিনি খুব দুশ্চিন্তায় থাকেন, কারণ কোম্পানির অবস্থা ভালো না। একদিন অফিসে গিয়ে দেখেন ছাঁটাইয়ের খাতায় তার নাম। মাথায় যেন তার আকাশ ভেঙে পড়ে। ছেলের বিদেশে পড়ার স্বপ্ন, মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এসব নিয়ে চরম মানসিক বিপর্যস্ততায় ডুবে যান। ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলে-মেয়ে এক সময় সব জানতে পারে। কামাল সাহেব অপরাধীর সুরে বলেন, 'তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।' বাবার এই অবস্থায় ছেলে-মেয়ে তার পাশে দাঁড়ায়। তাদের জমানো সামান্য টাকা দিয়ে তারা 'সুতোয় বোনা স্বপ্ন' নামে ফেইসবুক পেইজ চালু করে অনলাইনে বিভিন্ন হস্তশিল্প, তৈরি পোশাক বিক্রি করে। দুই ভাই-বোন এবছর সেরা তরুণ উদ্যোক্তা পুরস্কার পেল।

ক. বহিপীরের মতে কোনটি নেশার মতো? ১
খ. হাতেম আলি তার জমিদারিকে ঢাকের ঢোল বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কামাল সাহেবের মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকের যে দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কামাল সাহেবের ছেলে-মেয়ে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে নাটকের হাশেমের প্রতিনিধি–মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	K	৩	K	৪	M	৫	K	৬	N	৭	L	৮	K	৯	K	১০	L	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	K	১৫	N
	১৬	L	১৭	L	১৮	K	১৯	M	২০	L	২১	N	২২	M	২৩	M	২৪	L	২৫	K	২৬	M	২৭	M	২৮	N	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মিসেস শাহানার দিন শুরু হয় কাকডাকা ভোরে। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেওয়া, ছেলে-মেয়ের টিফিন তৈরি করা, তাদের বাবার নাস্তা– এরপর নিজে তৈরি হয়ে অফিসে যাওয়া। তার মেয়ে সারা দশম শ্রেণিতে আর ছেলে সামি অষ্টম শ্রেণিতে– তাদেরও কোনো ফুরসত নেই। স্কুল শেষে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, গণিত, আরও কত কোচিং, বাড়ি ফিরে আবার স্কুলের কাজ, বাড়ির কাজ, কোচিং-এর কাজ। স্কুল-কোচিং আর বাড়ির চার দেয়াল এই যেন তাদের জীবন। বাবা-মা অফিস শেষে তাদের পছন্দের খাবার নিয়ে ফিরেন, নয়তো নিজেরাই অনলাইনে অর্ডার দিয়ে পছন্দের খাবার আনিয়ে নেয়।

ক. অবহেলায় পড়ে থাকা অপুর কাঠের ঘোড়াটিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. দশঘরার লোকটির প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের যে বৈসাদৃশ্য তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূলবক্তব্য থেকে অনেক দূরে।"– মন্তব্যটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক অবহেলায় পড়ে থাকা কাঠের ঘোড়াটিকে পিজরাপোলের আসামীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ একরকম আত্মসম্মানবোধের কারণে বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি।

একদিন হরিহরকে দশঘরার সদ্গোপ সম্প্রদায়ের একটি লোক একেবারে তাদের গাঁয়ে চলে গিয়ে বামুন হিসেবে সপরিবারে বসবাস করার প্রস্তাব দেয়। আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও হরিহর প্রস্তাবটিতে সরাসরি সম্মতি দেয়নি। কারণ, এতে সদ্গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা হরিহরের দারিদ্র্যের বিষয়টি টের পেয়ে যাবে। অধিকন্তু হরিহরের অনেক ধারদেনা ছিল। আবাস পরিবর্তনের সংবাদ শুনে পাওনাদাররা এসে তার কাছে টাকা চাইতে পারে। এসব কারণে আত্মসম্মানের জন্য বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হয়নি।

উত্তরের মূলকথা : আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ও প্রবল আত্মসম্মান বোধের কারণে বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হয়নি।

গ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অন্যতম চরিত্র সর্বজয়া। গল্পটিতে সে যেন শ্বাশত পল্লিমায়েরই প্রতিরূপ। হরিহরের সামান্য আয়ে অত্যন্ত কষ্টে সংসার চালাতে হয় তাকে। অনেক সময় ধারদেনা করে হলেও সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। অভাবের সংসারে সন্তানদের জন্য দুমুঠো খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করাই তার মূল চিন্তা।

উদ্দীপকের মিসেস শাহানা একজন কর্মজীবী নারী। অফিসের কাজ ছাড়াও ছেলেমেয়েদের দেখভাল করা, তাদের জন্য নাস্তা তৈরি, স্কুলে নিয়ে যাওয়াসহ হাজারো ব্যস্ততার মাঝে তার দিন কেটে যায়। তাই অফিস থেকে ফেরার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি খাবার কিনে আনেন। পক্ষান্তরে, 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসারে অভাব যেন নিত্যসঙ্গী। স্বামীর সামান্য আয়ে ঠিকমতো সংসার চালানোই দায়। এ কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে না সে, যা নিয়ে সে মনোযাতনায় ভোগে। অর্থাৎ উদ্দীপকের মিসেস শাহানার থেকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার আর্থিক অবস্থা ও জীবন বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। এদিক থেকে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল উপজীব্য পল্লি প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা অপু-দুর্গার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও দুরন্ত শৈশব। এছাড়াও অপু-দুর্গার খুনসুঁটি ও স্বভাব চঞ্চলতা গল্পটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এর বাইরে সামাজিক সংস্কার এবং সর্বজয়ার সংসারের অভাব-অনটন এ গল্পের ভিন্ন ভিন্ন দিক।

উদ্দীপকে মিসেস শাহানা নামের একজন কর্মজীবী নারীর কথা বলা হয়েছে। রোজ অফিস যাওয়ার পূর্বে তিনি সন্তানদের জন্য নাস্তা তৈরি করেন, তাদের টিফিনের ব্যবস্থা করেন। এরপর তাদের রেডি করে স্কুলে দিয়ে আসেন। একা হাতে সবকিছু সামলাতে গিয়ে তিনি নিজেকেই সময় দিতে পারেন না। আবার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার সন্তানরাও তেমন সময় পায় না। ফলে অনেক সময় তারা বাইরে থেকেই খাবার কিনে খায়। এভাবে উদ্দীপকটিতে শাহানার পরিবারের কর্মব্যস্ত ও একঘেয়ে জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অপু-দুর্গা নামের দুই ভাইবোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে তারা যেন প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান। দুই ভাইবোনের খুনসুঁটি এবং গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ যেন পাঠকচিত্তকেও আহ্লাদিত করে। তাদের এই প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপনের বাইরে গল্পটিতে হরিহর ও সর্বজয়ার সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য এবং টানাপোড়েন নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্বিসহ জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে। পাশাপাশি গল্পটিতে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের একটি স্পষ্ট চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে ফুটে ওঠা এসকল বিষয় উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় না। সেখানে কেবল সর্বজয়ার কর্মব্যস্ততার আংশিক রূপায়ণ ঘটেছে, উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় নয়। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০২ মিসেস তামিমা মেয়ের প্রতিষ্ঠানিক বই ছাড়া অন্য কোনো বইপড়া সময় আর অর্থের অবচয় মনে করেন। মেয়ের হাতে কোনো গল্প-উপন্যাস দেখলেই ঘোর আপত্তি তার। তিনি মনে করেন ভালো প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল এরপর ভালো চাকরি–এই তো জীবন। কিন্তু স্বামী হাবীব রহমান স্ত্রীর এই ধারণার ঘোর বিরোধী–আর তাই তো মেয়ের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক বই বিশেষ করে জীবনী, গল্প-উপন্যাস– এইসব কিনে দেওয়াতে কখনো আপত্তি করেন না। তিনি বলেন– মনের বিকাশের জন্য, আলোকিত হওয়ার জন্য সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই।

ক. কোনটি শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ? ১
খ. 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।'– কেন বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের হাবীব রহমানের কথায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনারই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। – মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ।

খ দেহের মৃত্যুর জন্য আমরা হিসাব রাখতে পারি কিন্তু আত্মার মৃত্যুর জন্য কোনো হিসাব রাখা হয় না।

মানুষের দেহকে দেখা যায় কিন্তু আত্মাকে দেখা যায় না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক মৃত্যু ঘটে। আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা চাপিয়ে যে শিক্ষার্থীদের আত্মার মৃত্যু ঘটে, তা কেউ দেখে না, কারণ তার হিসাব রাখা হয় না।

উত্তরের মূলকথা : আমাদের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা এবং চলমান প্রথায় দগ্ধ হয়ে যে অসংখ্য আত্মার মৃত্যু ঘটেছে তার প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

গ উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকে উন্মোচন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশে অর্থকরী নয়, এমন যে-কোনো বিষয়কেই আমরা অনর্থক মনে করি। সাহিত্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্দীপকের মিসেস তামিমা মেয়েকে সাহিত্যচর্চায় নিরুৎসাহিত করেন। তার মতে, এসকল বই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলে তেমন ভূমিকা রাখে না। তাই এ ধরনের বই পড়া তার দৃষ্টিতে অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। একইভাবে, 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সরাসরি কাজে আসে না এমন যে-কোনো কিছুকেই আমাদের দেশে মূল্যহীন মনে করা হয়। এ কারণেই আমাদের দেশের পেশাদাররা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বই প্রচুর কিনলেও সাহিত্যের বই কিনতে আগ্রহী নয়। উদ্দীপকের তামিমার মানসিকতাও একই রকম। সে বিবেচনায়, তামিমার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের এই গতানুগতিক ও সংকীর্ণ ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের হাবীব রহমানের বক্তব্যে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উঠে আসায় তাতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। এরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যথার্থ মানসিক বিকাশ তো হয়-ই না বরং শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষার বাইরে সামর্থ্য ও রুচিমাফিক সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে হাবীব রহমান নামের এক আত্মসচেতন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। এ কারণে তার স্ত্রী তামিমা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে মেয়ের অন্যান্য বই পড়াকে অনর্থক মনে করলে তিনি এর বিরোধীতা করেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির মানসিক বিকাশের জন্য ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে একইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের মনোজাগতিক বিকাশেও সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। এ কারণে শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে আমাদের সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। একইভাবে, উদ্দীপকের হাবীব রহমানও বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত। তার বক্তব্যেও সাহিত্যচর্চার গুরুত্বই ফুটে উঠেছে, যা আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ভাবনাকেই তুলে ধরে। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হাবীব রহমানের বক্তব্যে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উঠে আসায় তাতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ একমাত্র সন্তান কাব্য বাক্প্রতিবন্ধী– বিষয়টি যখন জানালেন মিসেস শরীফা– একটুও ঘাবড়ালেন না; স্বামীকেও বোঝালেন। বাবা-মা'র পরম স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্নে বেড়ে উঠতে লাগলো কাব্য। একদিন মা লক্ষ্য করলেন ছেলে আপন মনে কাগজে আঁকি-বুকি করছে; তিনি বুঝে গেলেন মুখে ভাষা না থাকলেও তুলির আঁচড়েই সে একদিন বিশ্বজয় করবে। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ছেলের আঁকা-আঁকির জন্য যা যা করা দরকার সব করলেন। আজ দেশে-বিদেশে কাব্যে'র আঁকা ছবি প্রদর্শনী হচ্ছে; বিক্রি হচ্ছে বহুমূল্যে।

ক. বাবা-মা'র কোন আয়োজন দেখে সুভার হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভরে উঠেছিল? ১

খ. 'তুমি আমাকে যাইতে দিও না মা'– সুভার এই অভিব্যক্তি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কাব্যে'র বাবা-মা'র সাথে 'সুভা' গল্পের বাবা-মা'র বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যে'র মতো সুভা সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারত– যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক বাবা-মার বিদেশযাত্রার আয়োজন দেখে সুভার হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভরে উঠেছিল।

খ নির্বাক সুভার অসহায়ত্ব এবং প্রকৃতির প্রতি তার নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভের বাসনার কথাটি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।

বাক্প্রতিবন্ধী সুভার আশ্রয়ের অন্যতম জগৎ প্রকৃতি। বিপুল নিস্তব্ধ প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির স্বাদ। তাই যখন কলকাতায় যাওয়ার দিন ধার্য হয় তখন অজানা ভয়ে শঙ্কিত সুভা চিরপরিচিত নদীতটে লুটিয়ে পড়ে প্রকৃতি মায়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। মূলত সে যেমন প্রকৃতিকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার অধিকারে প্রকৃতির কাছে সে আশ্রয়প্রার্থী। প্রশ্নোক্ত উক্তিতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : নির্বাক সুভার অসহায়ত্ব এবং প্রকৃতির প্রতি তার নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভের বাসনা থেকে সুভা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

গ প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'সুভা' গল্পের সুভা একজন বাক্প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিতার কারণে সমবয়েসিরা কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। এমনকি জন্মদাত্রী মাও তাকে গর্ভের কলঙ্ক বলে মনে করে। এমতাবস্থায় অসহায় সুভা বাবার কাছে স্নেহাদর পেলেও সমাজের চাপে সেই বাবাও তাকে একরকম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের কাব্য বাক্প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিলে তার বাবা-মা হীনমন্যতায় না ভোগে তাকে সস্নেহে বড়ো করে তোলেন। শুধু তাই নয়, তারা তার আঁকার প্রতিভাকেও কাজে লাগালেন। বাবা-মায়ের আন্তরিক চেষ্টায় কাব্য আজ এক সফল চিত্রশিল্পী। পক্ষান্তরে, 'সুভা' গল্পের সুভাও একজন বাক্প্রতিবন্ধী। আর সকলের মতো কথা বলতে পারে না বলে সে তার বাবা-মায়ের মনে যেন নীরব হৃদয়ভারের মতো ছিল। মা তাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন আর বাবা সমাজের চাপে মেয়ের ভবিষ্যৎকেই জলাঞ্জলী দিয়ে বসেন। তাদের এমন আচরণ কাব্যের বাবা-মায়ের আচরণের বিপরীত। এ দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যের মতো সুভাও সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারত।'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা কথা বলতে পারত না। বাক্প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজ এমনকি পরিবারও তাকে দূরে ঠেলে দেয়। ফলে সকলের অনাদর ও অবহেলা সয়ে তাকে দিনাতিপাত করতে হয়। এমতাবস্থায় ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার সুভা সকলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং নির্বাক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাঁচার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে কাব্য নামের এক বাক্প্রতিবন্ধীর কথা বলা হয়েছে। তার প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি জানার পর তার মা মিসেস শরীফা মোটেও উদ্বিগ্ন হননি। উপরন্তু তিনি তার স্বামীকেও বোঝান। তারা কাব্যকে সব সময় স্নেহাদর দিয়ে আগলে রাখেন এবং তার প্রতিভা বিকাশের প্রতি মনোযোগী হন। অবশেষে তাদের আন্তরিক চেষ্টায় কাব্য একজন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। এজন্য প্রতিবেশীরা সুভার সামনেই তার অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত। এমনকি তার মা পর্যন্ত তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করত। এমন অবস্থায় সুভা একরকম বাধ্য হয়ে অন্য সকলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের কাব্য বাবা-মার সহযোগিতায় নিজেকে যোগ্যরূপে গড়ে তোলে। আজ চিত্রশিল্পী হিসেবে দেশ-বিদেশে সে সমাদৃত। বস্তুত, বাবা-মায়ের আন্তরিক চেষ্টা ও সহযোগিতাই তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে কাব্যের মতো পরিবারের সকলের সহযোগিতা পেলে আলোচ্য গল্পের সুভাও সমাজে যোগ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যের মতো সুভাও সমাজের একজন হয়ে উঠতে সক্ষম হতো।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের গবেষণার বিষয় ছিল নাট্যসাহিত্য। নাটকের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ; নাটক লেখেন, নাট্যরূপ দেন আবার মঞ্চায়নেরও ব্যবস্থা করেন। নিজ জেলা কুষ্টিয়ার বিভিন্ন লোককবির পালাগান ও কাহিনি সংগ্রহের কাজে হাত দেন। একবার পদ্মা-গড়াই নদীর তীরবর্তী এলাকার দুইজন লোককবির লোকগাথা সংগ্রহ করে নাট্যরূপ দেন এবং নিজেই পরিচালনা ও নির্দেশনা দিয়ে সেগুলো দেশে-বিদেশে মঞ্চায়নের ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

ক. পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে কোনগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ? ১

খ. 'আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই'– লেখকের এই হতাশার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের কাজের মাধ্যমে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ যেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কাঙ্ক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সার্থক প্রতিনিধি– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে পল্লিগানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ।

খ মায়ের সেই ঘুমপাড়ানি গান, খোকাখুকির সরস ছড়া নেই বলে আজ দুঃখে-দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই।

সাহিত্যের উৎস ভূমি হলো পল্লিগ্রাম। একসময় পল্লিবাংলার সর্বত্রই লোকসাহিত্যের চর্চা ছিল। রূপকথা, পল্লিগাথা, ছড়া, প্রবাদ, ঘুমপাড়ানি গান ইত্যাদি সবার মুখে মুখে থাকত। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের প্রভাবে পল্লির মায়ের সেই ঘুমপাড়ানি গান, খোকা-খুকির মন ভুলানো ছড়া আর দেখা যায় না। মূলত পল্লিসাহিত্যের দুঃখ ও দৈন্যের কারণেই প্রাণে মানুষের সুখ নেই।

উত্তরের মূলকথা : আধুনিক সাহিত্যের প্রভাবে লোকসাহিত্যের চর্চা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ দৈন্যদশার কারণে প্রাণে সুখ অনুভব করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

গ উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের কাজের মাধ্যমে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখিত লোকসাহিত্য প্রচার ও সংরক্ষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এদেশের সমৃদ্ধ পল্লিসাহিত্যের গুণমানের উল্লেখ করে এগুলো সংরক্ষণে এগিয়ে আসার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর মতে, পল্লির নির্ভৃত কোণে লুকিয়ে থাকা এসব সাহিত্য উপাদান গুণে ও মানে অনন্য। আর তাই এগুলোর সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে সবারই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দীপকের ডক্টর মনজুর রশীদ নাট্যচর্চায় আগ্রহী। এরই অংশ হিসেবে তিনি নাটক লিখেন ও সংগ্রহ করেন। তবে নাটক লিখে বা সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন না। এর পাশাপাশি এগুলোর প্রচার-প্রসারের জন্য মঞ্চায়নেরও ব্যবস্থা করেন। একইভাবে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। শুধু তাই নয়, গুণমান বিবেচনায় এসব সাহিত্য উপাদান সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারের কথাও বলেছেন তিনি। উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের কাজের মধ্য দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের এ দিকটিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদের কাজের মাধ্যমে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখিত লোকসাহিত্য প্রচার ও সংরক্ষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ যেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সার্থক প্রতিনিধি।"– মন্তব্যটি যথাযথ।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য আঙ্গিক হিসেবে পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি পল্লিসাহিত্যের বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর একটাই প্রত্যাশা, সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশ যেন অমূল্য এই সাহিত্য ভাণ্ডার রক্ষায় সচেষ্ট হয়।

উদ্দীপকে অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ নামের এক নাট্যপ্রেমী ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল নাট্যসাহিত্য। এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে নাটকের প্রতি তাঁর অনুরাগ তৈরি হয় এবং তিনি নাটক রচনায় ও সংরক্ষণে মনোযোগী হন। শুধু তাই নয়, এসব নাটকের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি এগুলো মঞ্চায়নের ব্যবস্থাও করেন। এক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই এসব সাহিত্য-উপাদান দেশে-বিদেশে প্রচার পাচ্ছে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পল্লির পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সাহিত্য উপাদানকে অমূল্য জ্ঞান করে এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন পাশাপাশি অমূল্য এই সাহিত্য ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত ও মনোযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের হস্তক্ষেপও কামনা করেছেন, যারা সমৃদ্ধ এই সাহিত্য ভাণ্ডারকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরবে। উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ এমনই একজন আত্মসচেতন সাহিত্য অনুরাগী। একারণে এদেশের নাট্য সাহিত্য সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি দেশে-বিদেশে এগুলোর প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছেন। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অধ্যাপক ডক্টর মনজুর রশীদ যেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সার্থক প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▸ ০৫ আরাফ আর আয়মান যেন একবৃন্তে দুটি কুসুম। এইচএসসি পাসের পর দুজনই ভর্তি হলো তাদের কাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নের বুয়েটে। এর মধ্যে আয়মান আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ-খবর নেয়–কারণ, বুয়েট শেষ করে সে আমেরিকা পাড়ি জমাতে চায়। কিন্তু আরাফের এককথা পড়াশোনা শেষ করে সে দেশেই থাকবে। যা করবে দেশের জন্যই করবে– এভাবে সবাই দেশ ছেড়ে গেলে দেশই বা কীভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করবে? আজ আয়মান আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দেশের বিস্তীর্ণ মাঠ, অবারিত ধানখেত, বন্ধু-বান্ধব, ছুটোছুটি এসবের মধ্যে আরাফের সাথে কথা বললেই সে তার ফেলে যাওয়া সব কিছু নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।

ক. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিলবিন্যাস কীরূপ? ১
খ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি কপোতাক্ষ নদকে দুগ্ধস্রোতোরূপী বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের শেষাংশে আয়মানের মাধ্যমে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মনোভাবের কোন বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আরাফ ও আয়মান 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রতিফলিত মূল চেতনাকেই ধারণ করে আছে – বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিলবিন্যাস হলো– কখকখ কখখক।

খ কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

কপোতাক্ষ কবির স্মৃতিবিজড়িত একটি নদ। মা যেমন তার সন্তানকে নিবিড় মমতায় বুকের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, তেমনি কপোতাক্ষের জল বাংলার জনপদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করে। তাই কবি কপোতাক্ষ নদের জলকে 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

গ উদ্দীপকের শেষাংশে আয়মানের মাধ্যমে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির স্মৃতিকাতরতার দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

'কপোতাক্ষ নদ' একটি স্মৃতিচারণমূলক কবিতা। এ কবিতায় শৈশবের প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে ঘিরে কবি তার হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে মূলত কবির অকৃত্রিম দেশাত্মবোধই প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকের আয়মান বুয়েটে পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকায় পাড়ি জমান। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমেরিকায় এসে আজ তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। তবে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা লাভের পরও তিনি নিজ দেশকে বিস্মৃত হতে পরেননি। আর তাই শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও দেশমাতৃকা এবং পরিজনদের স্মৃতি তার বারবার মনে পড়ে। একইভাবে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবিও শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষের কথা ভেবে আকুল। প্রিয় কপোতাক্ষের কলধ্বনি যেন সর্বদাই তার কানে বাজে। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের শেষাংশে আয়মানের দেশের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে আলোচ্য কবিতার কবির স্মৃতিকাতরতার দিকটিই ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শেষাংশে আরমানের মাধ্যমে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির স্মৃতিকাতরতার দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের আরাফ ও আয়মান 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রতিফলিত মূল চেতনাকেই ধারণ করে আছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির শৈশবের প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকাতরতার অন্তরালে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির পুরোভাগ জুড়ে এ বিষয়টিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

উদ্দীপকে আরাফ এবং আয়মান নামের দুই বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার পর এই দুজন মেধাবী ছাত্র বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি হয়। এর মধ্যে আরাফ দেশকে ভালোবেসে দেশে থেকে গেলেও আয়মান উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমেরিকায় পড়ি জমায়। তবে সেখানে গিয়েও সে তার নিজ দেশকে, দেশের প্রকৃতি ও পরিজনদের ভুলতে পারে না। তাই ফেলে আসা এসব দিনের স্মৃতি চিন্তা করে সে অপ্লুত হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় স্মৃতিকাতরতার আড়ালে কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কবি সুদূর ফ্রান্সে পাড়ি জমান। কিন্তু প্রবাসে অবস্থান করেও তিনি জন্মভূমির প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে ভুলতে পারেননি। একইভাবে উদ্দীপকের আরাফ মাতৃভূমির টানে দেশে থেকে গেলেও আয়মান প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় আমেরিকায় চলে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সে দেশের প্রকৃতি এবং পরিজনদের কথা ভেবে আপ্লুত হয়। এক্ষেত্রে দেশাত্মবোধই আয়মানের স্মৃতিকাতরতার কারণ, যা আলোচ্য কবিতারও মূলভাব। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আরাফ ও আয়মান 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রতিফলিতক মূল চেতনাকেই ধারণ করে আছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ছেলের অসুস্থতার খরব পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন পাগল প্রায় ফারহানা–ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় স্বামীকেও খবর পাঠান। ঘরে ফিরে দেখেন জ্বরে ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে। ঝাঁড়ফুকের জন্য তার শাশুড়ি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লাকে নিয়ে এসেছেন। এসব বাদ দিয়ে ফারহানা ছেলেকে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন; ডেঙ্গু আশঙ্কা করে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দিলেন। পরদিন পরীক্ষার রিপোর্ট ডেঙ্গু শনাক্ত হয় এবং ছেলের প্লাটিলেট দ্রুত কমতে থাকে। ফারহানা ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাক্ষণ ছেলের সেবা করে তাকে সারিয়ে তোলেন। এদিকে তার শাশুড়ি নাতির রোগমুক্তি কামনা করে মসজিদে দান করার মানত করেন।

ক. জসীম উদ্‌দীনের কোন গ্রন্থটি বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়? ১

খ. 'যে কথা ভাবিতে পরান শিহরে তাই ভাসে হিয়াকোণে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার যে বিশেষ দিকের প্রতিফেলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ফারহানা ও 'পল্লিজননী' একসূত্রে গাঁথা–বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' গ্রন্থটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়।

খ প্রশ্নোক্ত লাইনটিতে ছেলের মৃত্যুশঙ্কা মায়ের মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তা বোঝানো হয়েছে।

রুগ্‌ণ ছেলের অনেক কথা মা শোনে এবং ছেলেকে ঘুমাতে বলে। কিন্তু ছেলের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। মা ছেলের জন্য কত মানত করে দরগায়, কত আদরযত্ন ঢেলে দেয় ছেলেকে। কিন্তু এরপরও তার মনে ছেলেকে হারানোর ভয় জেগে ওঠে। মায়ের চোখের সামনে ছেলে বিনা চিকিৎসায় চলে যাবে পৃথিবী ছেড়ে এ যেন মায়ের বুকে শেলের মতো বিঁধে। এমন কথা ভাবতেই মায়ের মন আঁতকে ওঠে কিন্তু এমন ভাবনায় যেন মাকে সর্বক্ষণ ভাবায়।

উত্তরের মূলকথা : সন্তান হারানোর কথা মায়ের ভেতরে জাগ্রত হলে কোনো মা তা সহ্য করতে পারেন না। সন্তান হারানোর সে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে প্রশ্নোক্ত লাইনটিতে।

গ উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা এবং কুসংস্কারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি অসুস্থ সন্তানের পাশে রাত জাগা এক মায়ের মনোকষ্ট এবং অসহায়ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের কারণে সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে তার খেদের অন্ত নেই। অসহায় মা তাই ছেলের সুস্থতা কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানান এবং দরগায় দান মানেন।

উদ্দীপকের শাশুড়ি বয়স্ক ও সনাতন চিন্তাধারার মানুষ। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তার ধারণা কম। আর তাই অসুস্থ নাতির রোগমুক্তির জন্য তিনি ঝাঁড়ফুঁকের মতো কুসংস্কারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একই সাথে নাতির সুস্থতা কামনায় তিনি মসজিদে দানও মানত করেন। একইভাবে 'পল্লিজননী' কবিতার অসহায় মাও সন্তানের সুস্থতার জন্য মসজিদে মোমবাতি এবং দরগায় দান মানে। পাশাপাশি ঝাঁড়ফুঁকে বিশ্বাস এবং হুতুম পেঁচার ডাককে অকল্যাণকর মনে করার মতো কুসংস্কারেও সে বিশ্বাস করে। উদ্দীপকের শাশুড়ির মাঝে পল্লিমায়ের এই ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা এবং কুসংস্কারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও অপত্যস্নেহের দিক থেকে উদ্দীপকের ফারহানা ও 'পল্লিজননী' কবিতার মা একসূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি অসুস্থ সন্তানের শয্যার পাশে বিনিদ্র রাত যাপনকারী এক মায়ের অন্তর্যাতনার মধ্য দিয়ে মাতৃস্নেহের চিরন্তন রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্যের কারণে মা তার সন্তানের চিকিৎসা বা ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এ কারণে সন্তান হারানোর শঙ্কায় মায়ের মন আজ ভারাক্রান্ত। এমতাবস্থায় মা তার বুকের সবটুকু স্নেহ-ভালোবাসা সন্তানকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

উদ্দীপকের ফারহানা একজন স্নেহশীলা মা। তাই ছেলের অসুস্থতার খবর তাকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। আর অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য ছেলেকে নিয়ে তিনি দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ছেলের ডেঙ্গুজ্বর ধরা পড়লে তিনি ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং রাত জেগে তার শুশ্রূষা করেন। এমন আচরণের মধ্য দিয়ে ফারহানার মাতৃমনের পরিচয় মেলে।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি এক অসহায় ও দরিদ্র মায়ের দুরবস্থার মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাকে মূর্ত করে তুলেছেন। অভাবের কারণে রোগাক্রান্ত ছেলের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলেও বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে সন্তানকে সে আগলে রাখে। শুধু তাই নয়, মৃত্যু পথযাত্রী ছেলের সুস্থতা কামনায় আল্লাহর দরবারে কেঁদে বুক ভাসায়। একইভাবে, উদ্দীপকের ফারহানাও সন্তানের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে ছেলের শয্যার পাশে বিনিদ্র রাত জাগেন। এক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা এবং প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় মায়ের মধ্যে অপত্যস্নেহের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও অপত্যস্নেহের দিক থেকে উদ্দীপকের ফারহানা ও 'পল্লিজননী' কবিতার মা একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▸ ০৭ মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পায়নি বলে সুইটি নাওয়া-খাওয়া সব বাদ দিয়েছে; যোগাযোগ বন্ধ করেছে বন্ধু-বান্ধবের সাথেও। তার সেই এক কথা 'আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না'-সে আর পড়াশোনাও করতে চায় না। মেয়ের কথা শুনে বাবা হাসেন– বলেন, মানবজীবনই হলো সংগ্রামের, মেডিকেলে পড়াই জীবনের সব নয়, তুমি তোমার মেধা যে-কোনো কাজে লাগিয়ে সফল হতে পারে। কোনো সাধারণ বিষয়ে পড়াশোনা করে তুমি 'অসাধারণ' হয়ে উঠতে পারো, প্রতিটি দায়িত্বশীল ও সময়ানুবর্তী মানুষ পৃথিবীতে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাবার কথা মেনে সুইটি আজ একজন সফল বিসিএস কর্মকর্তা। অনেকের আদর্শ-অনুকরণীয়।

ক. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় আয়ুকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. 'সংসারে সংসারী সাজ' – কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. সুইটির মেডিকেলে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার মনোবেদনা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সাথে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সাধনা ও পরমধৈর্য মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সফলতার উচ্চ শিখরে'–উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় আয়ুকে শৈবালের নীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ 'সারে সংসারী সাজ' বলতে কবি মানবজীবনে সংসারধর্ম পালনের গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন।

কবি মনে করেন, সংসার করতে হলে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। কারণ, মানবজীবনে সংসারধর্ম পালন করা অনিবার্য। এখানে বৈরাগ্যভাবের কোনো স্থান নেই। সংসারে প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো দায়িত্ব রয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাদের নিজ নিজ কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা। কারণ এর মাধ্যমেই জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। প্রশ্নোক্ত পংক্তিটি দ্বারা কবি এ বিষয়ীটকেই বুঝিয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : 'সংসারে সংসারী সাজ' বলতে কবি মানবজীবনে সংসারধর্ম পালনের গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন।

গ সুইটির মেডিকেলে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার মনোবেদনা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সাথে নৈরাশ্যবাদীদের মনোভাব তুলে ধরার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদীদের মনোভাবকেও উন্মোচন করেছেন। এ প্রকৃতির মানুষেরা মনে করেন মানব জীবন শৈবালের নীরের মতো ক্ষণস্থায়ী। আর তা নিশার স্বপনের মতোই অর্থহীন।

উদ্দীপকের সুইটি মেডিকেলে পড়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তাই মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ায় নিজেকে সে ব্যার্থ মনে করে এবং অন্য সকলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা তার এই হতাশা ও আত্মগ্লানির দিকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার নৈরাশ্যবাদীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেননা, সুইটির মতো তারাও ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। তাই জীবনকে নিরর্থক মনে করে তারা হা-হুতাশ করে। এ বিবেচনায়, উদ্দীপকের সুইটির মেডিকেলে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার মনোবেদনা আলোচ্য কবিতায় উল্লিখিত নৈরাশ্যবাদীদের মানসিকতা তুলে ধরার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : সুইটির মেডিকেলে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার মনোবেদনা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সাথে নৈরাশ্যবাদীদের মনোভাব তুলে ধরার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'সাধনা ও পরম ধৈর্য মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সফলতার উচ্চ শিখরে'–উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যৌক্তিক বলেই মনে করি।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি মানব জীবনের তাৎপর্যকে আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন, মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা অত্যন্ত মূল্যবান। আর তাই ধৈর্য ও সাধনার দ্বারা মহৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ ও সফল করে তুলতে হবে।

উদ্দীপকে সুইটি নামের এক মেডিকেল ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর কথা বলা হয়েছে। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং হতাশায় মগ্ন হয়। এমতাবস্থায় তার বাবা তাকে বোঝান এবং যে-কোনো বিষয় নিয়ে পড়েও যে সফল হওয়া যায় এ বিষয়ে পরামর্শ দেন। বাবার পরামর্শ ও উৎসাহে সে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে নিজ চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা আজ সে একজন সফল বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি মানব জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, মানব জীবন নিছক স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ নয়। আর তাই বৃথা সময় নষ্ট না করে মহৎকর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে হবে। পৃথিবীর সকল মহামানবগণও এমনটিই করে গেছেন। যার মূলে রয়েছে তাদের অগাধ ত্যাগ, ধৈর্য ও সাধনা। উদ্দীপকের সুইটির মাঝেও বিষয়টি একইভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেননা, নিরন্তর চেষ্টা, ধৈর্য ও সাধনার বলেই আজ সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : 'সাধনা ও পরম ধৈর্য মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সফলতার উচ্চ শিখরে'–উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ১৯৭১ সালের কথা। কিশোর আবিদ মাঠে খেলা করছিল। হঠাৎ দেখে তার গ্রামের টিপু মোল্লা বুট-হেলমেট পরা একদল লোককে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে বলতে বীরদর্পে গ্রামে ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। টিপু মোল্লা গ্রামেরই লোক, তাই আবিদ ভাবলো গ্রামের ভালোর জন্যই সে এই মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরই দেখল দাউ দাউ করে সারা গ্রাম জ্বলছে। দৌড়ে আবিদ বাড়ি ফিরল। ফিরে গিয়ে যে দৃশ্য সে দেখল তাতে, যেন সে শোকে পাথর হয়ে গেল। তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছে টিপু মোল্লার সাথে আসা লোকেরা। সর্বস্ব হারিয়ে উদ্‌বাস্তু হয়ে পড়ে আবিদ। প্রতিশোধ নেওয়া আর দেশকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিল সে। প্রথম অভিযানে পুড়িয়ে দিল টিপু মোল্লার বাড়ি। তারপর গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দিল ঐ লোকগুলোর ক্যাম্প। দৃষ্টিজুড়ে তার সফল্যের হাসি।

ক. বুধাকে 'কাকতাড়ুয়া' নাম দিয়েছিল কারা? ১
খ. 'মরণের কথা চিন্তা করলে যুদ্ধ করা যায় না।'–কুন্তি কেন এ কথা বলেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের আবিদের উদ্‌বাস্তু হওয়ার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার জীবন বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আবিদ ও বুধা একই চেতনার ধারক।'–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধাকে কাকতাড়ুয়া নাম দিয়েছিল গাঁয়ের লোকেরা।

খ 'মরণের কথা চিন্তা করলে যুদ্ধ করা যায় না'– কুন্তির এ কথার মধ্য দিয়ে ভয় নিয়ে যুদ্ধ করলে যে পরাজয় নিশ্চিত– এ কথা বোঝানো হয়েছে।

যুদ্ধ মানেই জীবন-মরণের প্রশ্ন। যুদ্ধে গেলে মানুষের মৃত্যু হবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য যারা যুদ্ধে যেতে চায় তাদের মধ্যে কোনো মৃত্যু ভয় থাকা চলবে না। কিংবা যুদ্ধচলার সময়েও মরণের কথা স্মরণ করা যাবে না। এতে মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হবে। মানসিক মনোবল সুদৃঢ় থাকবে না। ফলে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা কুন্তির কথায় অসীম সাহসের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

গ প্রিয়জন হারানোর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্দীপকের আবিদের উদ্বাস্তু হওয়ার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার জীবন বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা নামের এক কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যেই বুধা বাবা-মা সহ পরিবারের সকলকে হারায়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে চাচির সংসারে সে ঠাঁই পেলেও অভাবের কারণে একপর্যায়ে চাচিও তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই তাকে ছন্নছাড়া জীবন গ্রহণ করতে হয়।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের দেওয়া আগুনে আবিদের বাবা-মা মারা যায়। ফলে তাকে উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য উপন্যাসের বুধা এবং উদ্দীপকের আবিদ উভয়কে পিতা-মাতা হারিয়ে ছন্নছাড়া জীবনে নামতে হলেও এর কারণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এদিক থেকে তাদের জীবন বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : প্রিয়জন হারানোর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্দীপকের আবিদের উদ্বাস্তু হওয়ার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার জীবন বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আবিদ ও বুধা একই চেতনার ধারক।"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বুধা নামের গ্রামের এক কিশোরকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতাকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। এ উপন্যাসে পিতৃমাতৃহীন কিশোর বুধা এক অকুতোভয় খুদে মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের মানুষকে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য সে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

উদ্দীপকে আবিদ নামের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসররা তাদের গ্রামে আগুন দেয়। সেই আগুনে আবিদের পরিবারের সকলে নিহত হয়। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং বীরত্বের সাথে দেশি-বিদেশি সকল শত্রুদের মোকাবিলা করে। দেশ ও জাতির শত্রুদের ধ্বংস করে তাই সে সাফল্যের হাসি হাসে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বুধা নামের এক এতিম কিশোরকে অবলম্বন করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতাকে উত্থাপন করেছেন। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এতিম বুধা তার ছন্নছাড়া জীবনে গ্রামবাসীকেই আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু তার চোখের সামনেই পাকিস্তানি সৈন্যরা সেই গ্রামবাসীর ওপর অমানুষিক নিপীড়ণ ও হত্যযজ্ঞ চালায়। এ ঘটনায় বুধা হতবাক হয়ে যায়। তাই এসকল শত্রুর হাত থেকে গ্রামবাসীসহ দেশকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। একইভাবে, উদ্দীপকের আবিদও পিতৃমাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অর্থাৎ প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল এক। আর তা হলো দেশকে মুক্ত করা। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আবিদ ও বুধা একই চেতনার ধারক।"— 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **উদ্দীপক অংশ (i) :**
শত শত মুখ হায় একাত্তর যশোর রোড যে কত কথা বলে
এত মরামুখ আধমরা পায়ে পূর্ববাংলা কোলকাতা চলে।
সময় চলছে রাজপথ ধরে যশোর রোডেতে মানুষের মিছিল
সেপ্টেম্বর হায় একাত্তর গোরুগাড়ি কাদা রাস্তা পিছিল
লক্ষ মানুষ ভাত চেয়ে মরে, লক্ষ মানুষ শোকে ভেসে যায়
ঘরহীন ভাসে শতশত লোক লক্ষ জননী পাগলপ্রায়।

উদ্দীপক অংশ (ii) :
আমরা হারবো না, হারবো না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না
আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গঘাঁটি গড়তে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি

ক. বুধা দুঃখকে কী ভাবে? ১
খ. চাচির প্রতি বুধা কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন? ২
গ. উদ্দীপক অংশ (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত কোন বিশেষ দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপক অংশ (ii) যেন উপন্যাসে আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের দৃপ্ত উচ্চারণ'— মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধা দুঃখকে হিংস্র শকুন ভাবে।

খ চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে বলে বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

বেকার চাচার সংসারে বোঝাস্বরূপ বুধার কাছে মুক্তি চায় চাচি। বুধাও চলে যায় চাচির সংসার থেকে। বুধা চাচির কথায় সংসার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপন করে। বুধা উপলব্ধি করতে পারে মুক্তির স্বাদ। তাই বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

উত্তরের মূলকথা : চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দেওয়ায় বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপক অংশ (i) -এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীর এলাকা ছেড়ে পালানোর দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একটি প্রত্যন্ত গ্রামকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায়, পাকিস্তানি সৈন্যরা বিনা কারণে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর ওপর আক্রমণ চালায়। তারা গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রামবাসী তাই ভিটেবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে।

উদ্দীপকের (i) নং কবিতাংশটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন যশোর রোড ধরে চলা উদ্বাস্তু মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভিটেমাটিহারা ও ক্ষুধার্ত এসকল মানুষের যন্ত্রণা ও হাহাকার যেন বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক হানাদারদের অন্যায়-আগ্রাসনের মুখে গ্রামবাসির এলাকা ছেড়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। বস্তুত, হানাদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতেই তারা ভিটেমাটি ছেড়ে পালাচ্ছিল। উদ্দীপকের (i) নং কবিতাংশে যশোর রোডে উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকারের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের পলায়নপর এসকল মানুষের অন্তর্যাতনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক অংশ (i) -এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীর এলাকা ছেড়ে পালানোর দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ "উদ্দীপক অংশ (ii) যেন উপন্যাসে আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের দৃপ্ত উচ্চারণ।"— 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একটি প্রত্যন্ত গ্রামকে উপজীব্য করে এদেশের সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের অন্যায়-আগ্রাসনের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিন চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এমন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অকুতোভয় মনোভাব এবং প্রতিরোধের কথকতাও শুনিয়েছেন।

উদ্দীপকের (ii) নং কবিতাংশটিতে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত জাতির প্রতিবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে। পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হার না মানার প্রত্যয়ও প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। বস্তুত, আত্মসচেতন বাঙালি জাতি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপস করেনি। আর তাই প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে আমরা তাদের সেই আত্মত্যাগ ও বীরত্বেরই প্রমাণ পাই। আলোচ্য কবিতাংশটিতেও কবি সেই প্রতিবাদী চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশমাতৃকাকে আশ্বস্থ করেছেন।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার একটি বিশ্বস্ত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যায়, শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর ওপর পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও অমানুষিক নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। তাদের আগ্রাসনে সেখানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, গ্রামবাসী তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এমতাবস্থায় আলোচ্য উপন্যাসের বুধা, আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের মতো মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে নামে। উদ্দীপকের (ii) নং কবিতাংশেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করে মাতৃভূমিকে আশ্বস্ত করার মধ্য দিয়ে একইরূপ মনোভাব ফুটে উঠেছে। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের অংশ (ii) যেন উপন্যাসে আলি, মিঠু ও শাহাবুদ্দিনের দৃপ্ত উচ্চারণ।"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ কতই বা বয়স তখন বিথীর? আট বা দশ। স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় রিক্‌শা থেকে মা ছিটকে পড়লেন। তারপর আর কিছু মনে নেই। এরপর নতুন মা-ই তার সব। বাবার এনে দেওয়া নতুন মা তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছেন। পরম যত্নে তাকে লালন-পালন করে আগলে রেখেছেন। আজ বিথীর এসএসসি পরীক্ষা। দাদির কড়া নির্দেশ বাসায় কারও খাবারের পাতে যেন ডিম না থাকে। বিথীর পরীক্ষা ভালো হবে এই কামনা করে তেলপড়া, পানিপড়া এনেছেন– বলে রেখেছেন পরীক্ষা শেষে নাতনির বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিথীর নতুন মায়ের ঘোর আপত্তি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "মেয়ের আমার পড়াশোনা শেষ হবে; সমাজের একজন হয়ে উঠবে– তবেই বিয়ে।"

ক. বহিপীরের মতে, কোনটি মাঠের ভাষা? ১
খ. খোদেজা কেন তাহেরাকে 'শাবাশ মেয়ে' বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকের দাদির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটি লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'তাহেরার সৎ মা বিথীর নতুন মায়ের ভূমিকায় থাকলে তাহেরাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না'–মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, কথ্য ভাষা হলো মাঠের ভাষা।

খ তাহেরাকে ভর্ৎসনা করতে খোদেজা তাহেরার উক্তিটি করেন।

বহিপীরের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ায় তাহেরা পালিয়েছিল। সে জানত না কোথায় পালাবে, শুধু জানত বাড়ি ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। এই দুঃসাহস তার আশ্রয়দাতা খোদেজাকে আশ্চর্যান্বিত করে। মেয়ে মানুষ হয়েও ভয়হীনভাবে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বলে খোদেজা তাহেরাকে 'শাবাশ মেয়ে তুমি' বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার প্রথাবিরুদ্ধ কাজ খোদেজার পছন্দ না হওয়ায় ভর্ৎসনা করে খোদেজা আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ উদ্দীপকের দাদির মধ্যে জমিদার পত্নী খোদেজা এবং তাহেরার বাবা-মায়ের পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের দিকটি লক্ষণীয়।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা এবং তাহেরার বাবা-মা ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের অধিকারী। এ কারণে তাহেরার বাবা-মা পীরের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণ নিহিত বলে মনে করে। ফলে মেয়ে তাহেরার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বৃদ্ধ পীরকে খুশি করতে তারা সেই পীরের সঙ্গে তাহেরার বিয়ে দিতে চায়।

উদ্দীপকের দাদি পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন মানুষ। এ কারণেই তিনি পরীক্ষার দিন ডিম না খাওয়াসহ ঝাঁড়ফুঁকে বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, নাতনি বিথীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে কিশোরী বয়সেই তিনি তাকে বিয়ে দিতে চান। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মাও বৃদ্ধ পীরের সন্তুষ্টির কথা ভেবে তার সাথে নিজেদের অল্পবয়েসি মেয়ের বিয়ে দিতে চান। এমনকি জমিদার পত্নী খোদেজাও তাহেরাকে পীরের সঙ্গে সংসার করার কথা বলেন। অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারই তাদের এমন মনোভাবের কারণ। সেদিক বিবেচনায়, উদ্দীপকের দাদির মধ্যে জমিদার পত্নী খোদেজা এবং তাহেরার বাবা-মায়ের পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের দিকটিই লক্ষ করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের দাদির মধ্যে জমিদার পত্নী খোদেজা এবং তাহেরার বাবা-মায়ের পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের দিকটি লক্ষণীয়।

ঘ 'তাহেরার সৎ মা বিথীর নতুন মায়ের ভূমিকায় থাকলে তাহেরাকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না।'– মন্তব্যটি যথাযথ বলেই আমি মনে করি।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা পশ্চাৎপদ মানসিকতার অধিকারী। ধর্মের প্রকৃত অর্থকে বুঝতে না পেরে তারা পীরকেই নিজেদের কাণ্ডারী বলে মনে করে। আর তাই বৃদ্ধ পীরকে খুশি করতে তাহেরার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তারা সেই পীরের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে তাহেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকে বিথী নামের এক কিশোরীর কথা বলা হয়েছে। আট-দশ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় সে তার মাকে হারায়। এরপর তার বাবা পুনরায় বিয়ে করে। তবে সৎ মা বিথীর সাথে খারাপ আচরণ না করে তাকে কাছে টেনে নেয় এবং নিজের মেয়ের মতোই স্নেহাদরে তাকে মানুষ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, এসএসসি পরীক্ষার পর বিথীর দাদি তাকে বিয়ে দিতে চাইলে তার সেই মা তাতে বাধ সাধে এবং পড়াশোনা শেষ করিয়ে তাকে সুমানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা মাতৃহীন এক কিশোরী। সৎ মা তাকে বোঝা মনে করে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। এ কারণেই বৃদ্ধ পীরের সাথে সে তাহেরার বিয়ে ঠিক করে। এক্ষেত্রে সে তাহেরার ভবিষ্যতের কথা পর্যন্ত চিন্তা করেনি। ফলে অসম ও অযাচিত এই বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে তাহেরাকে পালিয়ে যেতে হয়। পক্ষান্তরে, বিথীর সৎ মা বিথীকে সন্তানস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছে। তাকে আদর-যত্নে বড়ো করেছে। শুধু তাই নয়, মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহেরার সৎ মায়ের মানসিকতা এমন উদার হলে তাহেরাও জীবনে উন্নতি করতে পারত এবং তাকে এমন বিড়ম্বনায়ও পড়তে হতো না। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার সৎ মা বিথীর নতুন মায়ের ভূমিকায় থাকলে তাহেরাকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না।

প্রশ্ন ▸ ১১ ছোটো একটা কোম্পানির চাকরিজীবী কামাল সাহেব। তার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেয়ে কলেজে পড়ে। তাদের নিয়ে কামাল সাহেবের অনেক স্বপ্ন। ইদানীং তিনি খুব দুশ্চিন্তায় থাকেন, কারণ কোম্পানির অবস্থা ভালো না। একদিন অফিসে গিয়ে দেখেন ছাঁটাইয়ের খাতায় তার নাম। মাথায় যেন তার আকাশ ভেঙে পড়ে। ছেলের বিদেশে পড়ার স্বপ্ন, মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এসব নিয়ে চরম মানসিক বিপর্যস্ততায় ডুবে যান। ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলে-মেয়ে এক সময় সব জানতে পারে। কামাল সাহেব অপরাধীর সুরে বলেন, 'তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।' বাবার এই অবস্থায় ছেলে-মেয়ে তার পাশে দাঁড়ায়। তাদের জমানো সামান্য টাকা দিয়ে তারা 'সুতোয় বোনা স্বপ্ন' নামে ফেইসবুক পেইজ চালু করে অনলাইনে বিভিন্ন হস্তশিল্প, তৈরি পোশাক বিক্রি করে। দুই ভাই-বোন এবছর সেরা তরুণ উদ্যোক্তা পুরস্কার পেল।

ক. বহিপীরের মতে, কোনটি নেশার মতো? ১

খ. হাতেম আলি তার জমিদারিকে ঢাকের ঢোল বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কামাল সাহেবের মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকের যে দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কামাল সাহেবের ছেলে-মেয়ে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে নাটকের হাশেমের প্রতিনিধি—মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো।

খ জমিদারির অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হওয়ার কারণে হাতেম আলি নিজের জমিদারিকে ঢাকের ঢোল বলেছেন।

'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলি জমিদার হলেও তার জমিদারির অবস্থা ভালো ছিল না। খাজনার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি হারানোর মতো অবস্থা। জমিদারি রক্ষার জন্য টাকা ধার করতে শহরে গিয়েও নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। এ অবস্থায় তার জমিদারির করুণ পরিণতি বোঝানোর জন্যই হাতেম আলি নিজের জমিদারিকে ঢাকের ঢোল বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : জমিদারির অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হওয়ার কারণে হাতেম আলি নিজের জমিদারিকে ঢাকের ঢোল বলেছেন।

গ উদ্দীপকের কামাল সাহেবের মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলির দায়িত্ববোধ ও দুশ্চিন্তার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম চরিত্র হাতেম আলি। রেশমপুরে তার অল্পবিস্তর জমিদারি রয়েছে। কিন্তু সময়মতো খাজনার ব্যবস্থা করতে না পারায় সূর্যাস্ত আইনের কবলে পড়ে সেই জমিদারিও নিলামে উঠতে চলেছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী-সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় তিনি ভেঙে পড়েন।

উদ্দীপকের কামাল সাহেব একটি বেসরকারি অফিসে চাকুরি করেন। তার ছেলে-মেয়েরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন কর্মী ছাটাইয়ের খাতায় নিজের নাম দেখতে পান তিনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলিও জমিদারি হারানোর শঙ্কায় বিচলিত। একমাত্র সন্তান হাশেম আলির ভবিষ্যৎ কী হবে— এটাই ছিল তার মূল চিন্তা, যা উদ্দীপকের কামাল সাহেবের ভাবনারই অনুগামী। এ বিবেচনায় কামাল সাহেবের মাধ্যমে আলোচ্য নাটকের জমিদার হাতেম আলির দায়িত্ববোধ ও দুশ্চিন্তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কামাল সাহেবের মাধ্যমে 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলির দায়িত্ববোধ ও দুশ্চিন্তার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ 'কামাল সাহেবের ছেলেমেয়ে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধি।'— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম চরিত্র হাশেম আলি। এ নাটকে নাট্যকার হাশেম আলিকে উত্থাপন করেছেন একজন প্রগতিশীল, প্রথাবিরুদ্ধ ও আত্মসচেতন যুবক হিসেবে। বাবার জমিদারি হারানোর কথা শুনে তিনি মোটেও চিন্তিত নন; বরং তিনি চিন্তিত হয়েছেন পিতার দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের কথা ভেবে।

উদ্দীপকে কামাল সাহেব নামের এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি একটি কোম্পানিতে তিনি চাকরি করেন। তার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেয়ে কলেজে পড়ে। এমতাবস্থায় একদিন কর্মী ছাটাইয়ের খাতায় তিনি নিজের নাম দেখতে পান এবং সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সন্তানরা তার পাশে দাঁড়ায় এবং নিজেদের জমানো টাকায় ব্যবসায় শুরু করে সফলতা লাভ করে।

'বহিপীর' নাটকে হাশেম আলি একজন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুবক। আর তাই নাটকের পুরোভাগ জুড়ে আমরা হাশেম আলিকে যুক্তিবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাই। শুধু তাই নয়, জমিদারি হারানোর সংবাদে পিতার মর্মপীড়াকেও তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল সে। এ কারণে বহিপীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝেও পিতার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল থেকেছে সে। শিক্ষিত মানুষ হিসেবে একটা কিছু করে নিজেকে দাঁড় করাবার কথাও ভেবেছে। একইভাবে, উদ্দীপকের কামাল সাহেবের ছেলেমেয়েরাও বিপদে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছে, তাকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে সামান্য পুঁজি নিয়েই ব্যবসায় নেমেছে, যা অনেকাংশে আলোচ্য নাটকের হাশেম আলির মনোভাবেরই সমান্তরাল। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : কামাল সাহেবের ছেলেমেয়ে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধি।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৪

সেট : খ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময়–৩০ মিনিট **পূর্ণমান–৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **'জমিদারি থাক বা না থাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।'– 'বহিপীর' নাটকে সংলাপটি কার?**
ক হাশেম আলির খ হাতেম আলির গ খোদেজার ঘ তাহেরার

২. **'ধরি মাছ না ছুঁই পানি।'–এটি কোন ধরনের পল্লিসাহিত্য?**
ক ছড়ার গান খ প্রবাদবাক্য গ খনার বচন ঘ ডাকের কথা

৩. **সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।'–কোন ধরনের রচনা?**
ক গল্প খ উপন্যাস গ নাটক ঘ প্রবন্ধ

৪. **রানারের কাছে পৃথিবীটা কালো ধোঁয়া মনে হয় কেন?**
ক প্রিয়ার অভিমানে খ দস্যুর ভয়ে
গ রাতের নির্জনতায় ঘ অভাবের কারণে

৫. **'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা।'–সুভায় এ কথায় কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক আকুলতা খ অস্থিরতা গ প্রার্থনা ঘ চঞ্চলতা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ধনী হওয়া সত্ত্বেও শিহাব কঠোর পরিশ্রম করেন। তা দেখে বন্ধু সুমিত তাকে বলেন–দু'দিনের পৃথিবী এত পরিশ্রম করে কী লাভ? উত্তরে শিহাব বলেন– 'পৃথিবী হচ্ছে বিশাল কর্মক্ষেত্র।'

৬. **'জীবন-সংগীত' কবিতা অনুসারে উদ্দীপকের সুমিতের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে–**
i. বৈরাগ্য ii. আধ্যাত্মিকতা iii. হতাশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **উদ্দীপকের শিহাবের জীবনভাবনা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?**
ক এ জীবন নিশার স্বপন খ তুমি কার কে তোমার
গ সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করো দৃঢ় পণে
ঘ আয়ু যেন শৈবালের নীর

৮. **স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে মারাত্মক বলার কারণ কী?**
ক জীবনী শক্তি নষ্ট করে দেয় বলে
খ সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে বলে
গ জাতি যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে না বলে
ঘ স্বশিক্ষিত হবার শক্তি নষ্ট করে দেয় বলে

৯. **নোরা মনে করে ক্ষুদ্র কোণে অবস্থান করে সংসার করাই নারীর একমাত্র কাজ নয়। সে চায় বৃহত্তর সমাজজীবনের মধ্যে আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে।**
উদ্দীপকের নোরার মানসিকতা তোমার পঠিত কোন গল্পে দেখা যায়?
ক মমতাদি খ সুভা
গ আম-আঁটির ভেঁপু ঘ নিয়তি

১০. **কাজী নজরুল ইসলামের 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে–**
i. সাম্যবাদী মানসিকতা ii. মর্যাদাবান জাতি গঠন
iii. বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **ইংরেজ বেনিয়া শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিরাজদ্দৌলা হিন্দু-মুসলমানকে যে ডাক দিয়েছিলেন, তাতে ফুটে উঠেছে–**
ক স্বাজাত্যবোধ খ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা
গ অসাম্প্রদায়িকতা ঘ জাতীয়তাবাদী চেতনা

১২. **হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত চলচ্চিত্র কোনটি?**
ক নন্দিত নরকে খ নীল অপরাজিতা
গ অয়োময় ঘ আগুনের পরশমণি

১৩. **'আমি কোনো আগন্তুক নই'–কবিতায় কবির অস্তিত্বে কী গাঁথা আছে?**
ক নদীর কিনার খ জলজ বাতাস
গ কার্তিকের ধান ঘ স্নিগ্ধ মাটির সুবাস

১৪. **'প্রবাস বন্ধু' রচনায় লেখক কোন খাবারটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন?**
ক আঙুর খ ফালুদা গ সবুজ চা ঘ আখরোট

১৫. **'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি কাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?**
i. যারা মারফতি ii. যারা পরগাছা স্বভাবের iii. যারা শিকড়হীন ব্যক্তিত্বের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রজত সাহেব সামান্য বেতনের কর্মচারী। তার ছেলে বুয়েটে পড়ায় সুযোগ পেলেও খরচের কথা ভেবে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ কথা জেনে এক ঠিকাদার রজত সাহেবকে অর্থের বিনিময়ে অন্যায় প্রস্তাব দিলেও তিনি রাজি হননি।

১৬. **উদ্দীপকের রজত সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক তাহেরা খ বহিপীর গ খোদেজা ঘ হাতেম আলি

১৭. **উদ্দীপকের মূলভাবের মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?**
ক নৈতিকতা খ মনোবেদনা গ স্বার্থপরতা ঘ দুঃখকথা

১৮. **'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার 'সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে'–এ পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে কোন ভাবটি ফুটে উঠেছে?**
ক স্বদেশপ্রেম খ স্মৃতিকাতরতা গ ভ্রান্তির ছলনা ঘ মায়ের স্নেহডোর

১৯. **ওই ফুল ফোটে বনে**
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময়তো নাই।
'ঝরনার গান' কবিতার ঝরনা ও উদ্দীপকের মধ্যে কোন দিকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
ক সৌন্দর্য পিপাসা খ মুগ্ধতা গ গতিময়তা ঘ সৃষ্টির আনন্দ

২০. **'সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি'–পঙ্‌ক্তিতে কবি 'মাঠ' বলতে কী বুঝিয়েছেন?**
ক জীবনপ্রবাহ খ সভ্যতার অবস্থান
গ মানুষের স্বপ্নভূমি ঘ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

২১. **হজরত মুহম্মদ (স.)-এর অন্তরের লৌহকপাটে কোনটি আহত হয়ে ফিরে যেতো?**
ক শত্রুর নিষ্ঠুরতা খ অপমানের শর্ত
গ বৈরিতার বিষাক্ত বান ঘ অরাতির অভিশাপ

২২. **'চরমপত্রে'র লেখক কে?**
ক আলমগীর কবির খ এম.আর.আকতার মুকুল
গ কামরুল হাসান ঘ ফয়েজ আহমেদ

২৩. **'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?**
ক কল্পনা খ ক্ষণিকা গ সোনার তরী ঘ বলাকা

২৪. **'আশা' কবিতাটি অনুসারে মানুষের আয়ু কমে কেন?**
ক দুরাশায় গ্লানিতে খ বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায়
গ সারাদিনের পরিশ্রমে ঘ সম্পদের অভাবে

২৫. **'আয় তোকে রূপকথা বলি'–'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কথাটি কেন বলা হয়েছে?**
ক সন্তানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য খ সন্তানকে স্বপ্ন দেখানোর জন্য
গ সন্তান বাৎসল্যের কারণে ঘ সন্তানের অনুরোধ রক্ষায়

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্ত পারে ছোটে মানুষ।'

২৬. **উদ্দীপকের 'সীমান্ত পারে ছোটা মানুষ' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক আলি খ মিঠু গ কুন্তি ঘ হারিকাকু

২৭. **উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র ও উদ্দীপকের মানুষের ছুটে যাওয়ার কারণ কী?**
ক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ খ অভাবের তাড়না
গ দেশের প্রতি মমত্ববোধ ঘ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

২৮. **'বুকের ভেতর ধরে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধ।'–বুধার প্রতি শাহাবুদ্দিনের এই উক্তির কারণ কী?**
ক উপস্থিত বুদ্ধি খ দেশপ্রেম গ প্রতিশোধ ঘ আত্মবিশ্বাস

২৯. **হরিদাস মণ্ডল সামান্য বেতনের কর্মচারী। অফিসে উপরি উপার্জনের সুযোগ থাকলেও তিনি তা করেন না বরং অফিস শেষে টিউশনি করে বাড়তি উপার্জন করেন।**
উদ্দীপকের হরিদাস মণ্ডলের ক্ষেত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে কথাটি প্রযোজ্য–
i. শিক্ষা তার জীবনে সোনা ফলিয়েছে
ii. শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার iii. শিক্ষা তার অন্তরের ব্যাপার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **'সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!'–'মানুষ' কবিতার উক্ত চরণে কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক অভিমান খ অনুযোগ গ ঘৃণা ঘ ক্ষোভ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০১

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী শিহাব পরীক্ষা শেষে গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে যায়। স্থানীয় হাটে সে দেখে একজন বীণ বাজাচ্ছেন আর অন্য একজন তার সাথে বেহুলা-লখিন্দরের করুণ কাহিনি শোনাচ্ছেন। এগুলো ভালো লাগে তার। কিছুক্ষণ শোনার পর ঘরে ফিরে মায়ের কাছে পুরো কাহিনি জানতে চাইলে মা বলেন, 'এগুলো সেকেলে। তোমার এগুলো শেখার দরকার নেই। তুমি বরং পাঠ্যবইয়ের প্রতি মনোযোগী হও।' কিন্তু শিহাব দমে না গিয়ে পরের দিন আবার হাটে যায় এবং সেখানে শিল্পীদের পরিবেশিত 'মহুয়ার' পালাটি মোবাইলে ভিডিয়ো করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয়। দুই দিনের মধ্যে ভিডিয়োটি পাঁচ হাজারের বেশি লাইক ও শেয়ার পায়। বিস্ময়ে অভিভূত হয় শিহাব।

ক. ভূয়োদর্শন কী? ১
খ. 'পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার'– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২। (i) আমার ক'জন দুষ্টু ছেলের দল,
গাছের তলায় গড়েছি মোদের আস্তানা।
পাঠশালার শাসন-বারণ ভেঙেছি মেলা,
বড়ো দিঘির পানিতে ভাসিয়েছি ভেলা।

(ii) নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, চাল আনতে ডাল,
মাসের মধ্যেও কেনা হয়ে ওঠে না;
আদা পেঁয়াজ আর ঝাল।

ক. 'রোয়াক' কী? ১
খ. সর্বজয়ার কথা বন্ধ হবার উপক্রম হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (*i*)-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে চিত্র ধরা পড়েছে–তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (*ii*) কে ছাপিয়ে উদ্দীপক (*i*)-এর ভাবার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাস সিএনজি চালিত অটোরিক্সাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয় এবং অপর চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন পথচারী নিহত ও আহত যাত্রীদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। অথচ পাশ্ববর্তী স্কুলের একজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে এসে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেন। পাশাপাশি তিনি আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ক. 'হামেশা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়ো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। –মূল্যায়ন করো। ৪

৪। সিয়ামের বাবা রাঙামাটি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। এসএসসি পরীক্ষা শেষে সে বাবার কাছে রাঙামাটি বেড়াতে যায়। সেখানে জঙ্গলাবৃত পাহাড়ি পরিবেশ। বিকাল হতে না হতেই বুনো মশাদের উপদ্রব শুরু হয়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু যেন সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতের অন্ধকার নামলেই শোনা যায় বিভিন্ন বন্য প্রাণীর ডাক। ভয়ে গা ছমছম করে তার। আছে সাপের ভয়ও। দিনের বেলাতেও একাকী বাইরে বেড়ানো যায় না। এ অবস্থা ভালো লাগে না তার। তাই কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে নিজ বাসা ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

ক. জগদলের দিনগুলি আনন্দময় হবার প্রধান কারণ কী ছিল? ১
খ. মহারাজার কুকুরটিকে খানদানি বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল উপজীব্য নয়''–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। **স্তবক-১ :** একবার যেতে দে না আমায় ছোট্ট সোনার গাঁয়
যেথায় কোকিল ডাকে কুহু
দোয়েল ডাকে মুহু মুহু
নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়।

স্তবক-২ : মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।

ক. সনেটের কোন অংশে ভাবের প্রবর্তনা থাকে? ১
খ. 'আর কী হে হবে দেখা?'-এ অংশে কবিমনের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. স্তবক-১ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে ভাবের ইঙ্গিত বহন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্তবক-২ যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকেই ধারণ করেছে। মূল্যায়ন করো। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।

দৃশ্যকল্প-২ : কারার ঐ লৌহকপাট,
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট
শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।

ক. কার নেতৃত্বে বারো ভুঁইয়ারা ঐক্যবন্ধ হয়ে ওঠে? ১
খ. বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এ 'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত বাঙালি চেতনার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২-এর চেতনার ওপর ভর করেই যেন আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের এই বাংলায়।' মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৭। **স্তবক-১ :** মহাত্মা গান্ধী উদার মানসিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজ স্বার্থ ভুলে তিনি তাদেরকে ভাই বলে, বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাদেরকে না খাওয়াতে পারলে নিজেও না খেয়ে থেকেছেন। এখানে তিনি ধনী-গরিব, জাতি-ধর্ম বিচার করেননি।

স্তবক-২ : আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পে দেখা যায়, মহাজনেরা বিভিন্ন অজুহাতে গরিব বর্গাচাষিদের কষ্টের ফসল অধিকাংশই কেড়ে নেয়। সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে মিথ্যে দেনার দায়ে তাদের সর্বহারা করে ছাড়ে। হাড়ভাঙ্গা খাটনি খেটেও উসমানের মতো বর্গাচাষিরা দু-বেলা পেটপুরে খেতে পায় না।

ক. 'মানুষ' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত? ১
খ. "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" – বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. স্তবক-১-এ 'মানুষ' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্তবক-২ এর 'মহাজন ও মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। **অংশ-১ :** 'প্লাবনের চেয়ে মারিভয় চেয়ে শতগুণ ভয়াবহ,
নরঘাতীদের লেলিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়া অহরহ।
প্রতিদিন এরা নরহত্যার যে-কাহিনি এঁকে যায়,
তৈমুর লং নাদির যা দেখে শিহরিত লজ্জায়।'

অংশ-২ : 'একটি ছেলে পাগল ছেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত,
চোখ দুটি তার চোখ যেন নয় ছবিতে বিমূর্ত।
সবাই তাকে বাসতো ভালো সবার ছিল মিত্র,
মুখ জুড়ে তার আঁকা ছিল স্বপ্নের মানচিত্র।
সেই ছেলেটি ভেবেছিল, দিন যেভাবেই যাক না,
একদিন ঠিক পেয়ে যাবে পাখির মতো পাখনা।'

ক. মধু কীভাবে মারা যায়? ১
খ. 'এবার বড়ো যুদ্ধ করতে হবে'–কথাটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অংশ-১-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অংশ-২-এ যেন বুধা চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৯। মেঘলা নদীতে ট্রলার ডুবে মারা যায় আসিফের মা-বাবা। ঘটনাক্রমে বাড়িতে থাকায় বেঁচে যায় আসিফ ও তার ছোটো ভাই আবির। অসহায় আসিফ ছোটো ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনা শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। তাদের আর গ্যারেজে কাজ করতে হয়নি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহাদরে তারা দুজনেই এখন লেখাপড়া শিখছে।

ক. বুধা কোথায় বসে সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল? ১
খ. 'এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ট্রলার ডুবি ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। এলাকার মানুষের আস্থার প্রতীক শহর আলি কবিরাজ। রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশায় সবাই ছোটে তার শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ ও পানি পড়ার জন্য। তিনিও কাউকে ফিরান না। হাদিয়া হিসেবে সবাই যা দেয় তাতে স্বচ্ছলভাবে চলে তার পরিবার। কিন্তু একাজ পছন্দ করে না তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মোবারক। সে মনে করে এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাহলে সারা পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞান এগুলোকে স্বীকৃতি দিত। তাই সে বাবাকে এসব কাজ ছেড়ে দিতে বলে।

ক. তাহেরার মতে পির সাহেব কোন ধরনের লোক? ১
খ. 'আসলে বেড়ালের ভাব'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শহর আলি কবিরাজ 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মোবারক ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী"–মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১১। রাজিয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। ডাক্তার হবার স্বপ্ন তার। পরিবার তেমন সচ্ছল ছিল না। হঠাৎ তার বাবা প্রবাসী মাঝ বয়সি বিপত্নীক এক লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। রাজিয়া তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে বান্ধবীদের সাথে পরামর্শ করে। বিয়ের দিন বান্ধবীরা পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বাল্যবিবাহের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। রাজিয়া এখন তার স্বপ্ন পূরণে উদ্যমী।

ক. বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসেছিল কে? ১
খ. 'আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে'–এ অকৃতজ্ঞতার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাজিয়ার বাবা যে দিক থেকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রাজিয়া ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা মানসিকতার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	L	৩	M	৪	N	৫	K	৬	L	৭	M	৮	N	৯	K	১০	N	১১	M	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	K	১৮	L	১৯	M	২০	N	২১	K	২২	L	২৩	K	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	K	২৮	L	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী শিহাব পরীক্ষা শেষে গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে যায়। স্থানীয় হাটে সে দেখে একজন বীণ বাজাচ্ছেন আর অন্য একজন তার সাথে বেহুলা-লখিন্দরের করুণ কাহিনি শোনাচ্ছেন। এগুলো ভালো লাগে তার। কিছুক্ষণ শোনার পর ঘরে ফিরে মায়ের কাছে পুরো কাহিনি জানতে চাইলে মা বলেন, 'এগুলো সেকেলে। তোমার এগুলো শেখার দরকার নেই। তুমি বরং পাঠ্যবইয়ের প্রতি মনোযোগী হও।' কিন্তু শিহাব দমে না গিয়ে পরের দিন আবার হাটে যায় এবং সেখানে শিল্পীদের পরিবেশিত 'মহুয়ার' পালাটি মোবাইলে ভিডিয়ো করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয়। দুই দিনের মধ্যে ভিডিয়োটি পাঁচ হাজারের বেশি লাইক ও শেয়ার পায়। বিস্ময়ে অভিভূত হয় শিহাব।

ক. ভূয়োদর্শন কী? ১

খ. 'পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু-মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার'– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'ভূয়োদর্শন' অর্থ– প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

খ আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে লেখক পল্লিসাহিত্যের সর্বজনীনতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

'পল্লিসাহিত্য' বলতে গ্রামবাংলার সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে। গ্রামবাংলায় যেমন হিন্দু-মুসলমান সবারই থাকার অধিকার আছে। তেমনি গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার গাথা নিয়ে রচিত পল্লিসাহিত্যেও সবার অধিকার সমান। সবাইকে এ ধারার সাহিত্য সংরক্ষণ করতে হবে। শুধু শহুরে সাহিত্যে নয়, আবহমান গ্রামবাংলার ছড়া, গান, গাথায় রয়েছে সর্বজনীন মানুষের আবেগ-অনুভূতি, প্রকৃত জীবনাচরণ। তাই পল্লিসাহিত্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্ব শ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্য এর চর্চা ও বিস্তৃতি ঘটানো আবশ্যক।

উত্তরের মূলকথা : পল্লিসাহিত্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্য এর চর্চা ও বিস্তৃতি ঘটানো আবশ্যক।

গ উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো– পল্লির অমূল্য সম্পদ পল্লিগানের প্রতি অবজ্ঞা।

পল্লিসাহিত্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। পল্লির পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গান, যা আমাদের পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু বিদেশি সাহিত্যের অনুপ্রবেশে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের অনেকেই পল্লিসাহিত্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, যা কখনোই কাম্য নয়।

উদ্দীপকের শিহাবের মা আমাদের পল্লিবাংলার সন্তান হয়েও পল্লির অমূল্য সম্পদ পল্লিগানগুলো পছন্দ করে না। তার মতে, গ্রামবাংলার পালাগান সেকেলে। এগুলো শিহাবের শেখার দরকার নেই। তার মতো লোকদেরকে ইঙ্গিত করেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক এ দেশের অমূল্য রত্নবিশেষ পল্লির পালাগানের প্রতি অবহেলার কথা বলেছেন। পল্লির মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, রাখালি, মারফতি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি বাংলা গান আর বেহুলা লখিন্দর ও মহুয়ার পালা। কিন্তু অবহেলার কারণে এসব অমূল্য সম্পদ আজ হারাতে বসেছে। শহুরে গানের প্রভাবে এসব গানকে সেকেলে বলে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে পল্লিসাহিত্যকে অবহেলার দিকটি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের পালা গান অবহেলার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিসাহিত্য' আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এতে সকল শ্রেণির মানুষের জীবনাচরণ প্রতিফলিত হয়। পল্লির পরতে পরতে যে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে তা আমাদের প্রাণের স্পন্দন। নাগরিক সাহিত্যে সেই প্রাণের ছোঁয়া নেই।

উদ্দীপকের শিহাব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী। সে পরীক্ষা শেষে গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় হাটে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি শুনতে পায়। কিছুক্ষণ শুনে বাড়ি এসে মায়ের কাছে পুরো কাহিনি জানতে চায়। তখন মা তাকে নিরুৎসাহিত করে বলেন, এগুলো সেকেলে। এসব তোমার জানা-শোনার এবং শেখার দরকার নেই। এতে শিহাবের মায়ের উন্মাসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। পালাগানের প্রতি মায়ের এ অবজ্ঞাকে আমলে না নিয়ে শিহাব পরের দিন মহুয়া পালা মোবাইলে ধারণ করে ইউটিউবে পোস্ট করে। পালাগানের প্রতি শিহাবের আকর্ষণ দুর্বার বিধায় মায়ের বারণ অবজ্ঞা করে সে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোর মূল্যায়ন করা। উদ্দীপকের শিহাবের মধ্যেও একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই এ প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই।

উত্তরের মূলকথা : শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০২ (i) আমার ক'জন দুষ্টু ছেলের দল,
গাছের তলায় গড়েছি মোদের আস্তানা।
পাঠশালার শাসন-বারণ ভেঙেছি মেলা,
বড়ো দিঘির পানিতে ভাসিয়েছি ভেলা।

(ii) নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, চাল আনতে ডাল,
মাসের মধ্যেও কেনা হয়ে ওঠে না;
আদা পেঁয়াজ আর ঝাল।

ক. 'রোয়াক' কী? ১

খ. সর্বজয়ার কথা বন্ধ হবার উপক্রম হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (*i*)-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে চিত্র ধরা পড়েছে—তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (*ii*) কে ছাপিয়ে উদ্দীপক (*i*)-এর ভাবার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দাকে বলে রোয়াক।

খ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিক সংবাদের আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে হরিহর গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করেন। সেদিন হরিহর তাগাদার কাজে দশঘরায় গিয়েছিল। একজন মাতবর ধরনের পয়সাওয়ালা লোক মন্তর নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং গাঁয়ে বামুন নেই বলে এক ঘর বামুন বসানোর খুবই ইচ্ছে তাদের। এজন্য হরিহর যদি যায় তবে জায়গা-জমি দিবে, কিছু ধানের জমিও দিতে রাজি তারা। এসব কথা শুনে অতি আহ্লাদে সর্বজয়া ভাষাহীন হয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত এমন প্রাপ্তির সংবাদে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়া উপক্রম হয়।

উত্তরের মূলকথা : সর্বজয়ার কল্পনার অধিক প্রাপ্তির সংবাদে তৎক্ষণাৎ ভাষাহীন হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে (i)এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার দুরন্তপনার চিত্র ধরা পড়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে বর্ণিত, প্রকৃতির বুকে বাধা বন্ধনহীনভাবে অগাধ বিচরণ দুর্গার। মায়ের কড়া শাসন তার পায়ে শেকল পরাতে পারে না। চৈত্র মাসের রোদের তীব্র দহন প্রকৃতিকে পুড়িয়ে দেয়। মানুষ তখন আশ্রয় নেয় ঘরের কোণে। কিন্তু এরূপ উত্তাপও দুর্গাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। শৈশবের অনন্ত আনন্দকে উপভোগ করতে সে বাড়ির বাইরে চলে যায়, ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে।

উদ্দীপকে দুষ্ট ছেলের দল গাছের তলায় ওদের আস্তানা গেড়েছে। পাঠশালার শাসন-বারণ ভেঙে ওরা মেলা বসিয়েছে, বড়ো দিঘির পানিতে ভেলা ভাসিয়ে ওরা অবাধ দুরন্তপনায় মেতেছে। এদের বন্ধনহীন খেলার সাথে মিলে যায় দুর্গার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। কেননা ওরা চিরন্তন চঞ্চল। তারা শৈশবের পৃথিবীকে নতুন করে চিনতে শিখে। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি অনুষঙ্গেই তারা অনাবিল আনন্দের উপকরণ খুঁজে পায়। তাদের মধ্যে বাধা-বন্ধন, ভয়-ডর কাজ করে না। কোনো প্রতিকূলতাই তাদের অপার আনন্দকে দমিয়ে রাখতে পারে না। উদ্দীপকের ছেলেদের সাথে এভাবেই গল্পের দুর্গা চরিত্রের সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)এ যে চিত্র ধরা পড়েছে তা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার দুরন্তপনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপক (ii)কে ছাপিয়ে উদ্দীপক (i)এর ভাবার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' একটি নিটোল শৈশবের দুরন্তপনা ও গ্রামীণ জীবনের গল্প। ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্ক, চঞ্চলতা, আনন্দ, দুরন্তপনা, নিম্নবিত্ত অসহায় পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র, হরিহরের নিম্নবিত্ত জীবন ও জীবিকা নির্বাহের নানা চিত্রসহ বেশ কিছু দিক ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পে।
উদ্দীপক (ii)এ আছে অভাবের নগ্ন চিত্র। এখানে বর্ণিত হয়েছে অভাবের নৃশংসরূপ। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, চাল আনতে ডাল। আবার মাসের মধ্যেও কেনা হয় না আদা, পেঁয়াজ, মরিচ। এমনই নিদারুণ অবস্থার বর্ণনাসমৃদ্ধ উদ্দীপকটি। অন্যদিকে উদ্দীপক (i)এ ও লক্ষণীয়। উদ্দীপকের ছেলেদের আনন্দময় বিচরণ ফুটে উঠেছে। শিশু-কিশোর মনের চঞ্চলতা, আনন্দময়তা উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : (i)এর ভাবার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাস সিএনজি চালিত অটোরিক্সাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয় এবং অপর চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন পথচারী নিহত ও আহত যাত্রীদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। অথচ পাশ্ববর্তী স্কুলের একজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে এসে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেন। পাশাপাশি তিনি আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ক. 'হামেশা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়ো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। —মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'হামেশা' শব্দের অর্থ সবসময়, সর্বক্ষণ।

খ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্রের লোভে কারারুদ্ধ জীবনের চেয়ে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বড়ো মনে করে।

জীবসত্তাকে রক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু খাওয়া পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। তাই মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্রের লোভে কারারুদ্ধ না হয়ে মুক্ত জীবনকেই বেছে নেয়। কারণ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি মানুষের কোনো মূল্য নেই। এজন্য বলা হয়েছে, 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো।'

উত্তরের মূলকথা : জীবসত্তার অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মনুষ্যত্ববোধ ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক বড়ো।

গ উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতা বা অমানবিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবসত্তার প্রয়োজনে মানুষ যেমন অর্থচিন্তা বা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তেমনি মানবসত্তা মানুষকে মনুষ্যত্ব লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর শিক্ষা মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে মানুষকে মানবিক গুণসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের পথচারী দুর্ঘটনাস্থলে নিহত ও আহত যাত্রীদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিপদগ্রস্থ মানুষদের সহযোগিতার পরিবর্তে সে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র আত্মসাৎ করে। পথচারী প্রকৃত শিক্ষার দেখা পায়নি বলে তার জীবনে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেনি। তাই সে মানুষের চরম বিপদের সময় নিজে স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করেছে। শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটায় পথচারী এমন হীন আচরণ করতে পেরেছে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে প্রকৃত শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আর সে মনুষ্যত্বের বিকাশ বা মূল্যবোধের কথা প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পথচারী তার দেখা পায়নি। তাই পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের অমানবিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।"– উক্তিটি যথার্থ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনকে দুটি সত্তায় ভাগ করেছেন। তার একটি হলো জীবসত্তা আর অন্যটি হলো মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। মানবসত্তা দ্বারা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাবন্ধিকের মতে, শিক্ষা লাভের ফলে মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি।

উদ্দীপকে দুর্ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী স্কুলের একজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি এসে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেন। পাশাপাশি তিনি আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেননি কিংবা পথচারীর মতো আহত কিংবা নিহতদের সর্বস্ব লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েননি। তিনি যা করা প্রয়োজন তা করার মাধ্যমে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ ও আলোচ্য উদ্দীপকে শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যবোধের গুরুত্ব সকলের সামনে উপস্থাপন করা। আর তা যে কেবল সুশিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন– প্রকৃত শিক্ষাই পারে মানুষকে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ দিতে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে ও মানবিক টানে সাড়া দিয়ে মানবতার কাজে ঝাপিয়ে পড়তে। উদ্দীপকের শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছেন বলেই তিনি দুর্ঘটনাকবলিত মানুষের সহযোগিতায় দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং যা করা দরকার তিনি তা করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সিয়ামের বাবা রাঙামাটি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। এসএসসি পরীক্ষা শেষে সে বাবার কাছে রাঙামাটি বেড়াতে যায়। সেখানে জঙ্গলাবৃত পাহাড়ি পরিবেশ। বিকাল হতে না হতেই বুনো মশাদের উপদ্রব শুরু হয়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু যেন সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতের অন্ধকার নামলেই শোনা যায় বিভিন্ন বন্য প্রাণীর ডাক। ভয়ে গা ছমছম করে তার। আছে সাপের ভয়ও। দিনের বেলাতেও একাকী বাইরে বেড়ানো যায় না। এ অবস্থা ভালো লাগে না তার। তাই কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে নিজ বাসা ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

ক. জগদলের দিনগুলি আনন্দময় হবার প্রধান কারণ কী ছিল? ১

খ. মহারাজার কুকুরটিকে খানদানি বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ''সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল উপজীব্য নয়"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক জগদলের দিনগুলো আনন্দময় হওয়ার অনেকগুলো কারণের প্রধান কারণ স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

খ মহারাজার কুকুরটির আদব-কায়দা এবং রাজকীয় হওয়ায় লেখক কুকুরটিকে খানদানি বলেছেন।

জগদলে যে মহারাজের বসতবাড়িতে লেখকের পরিবার বসবাস করত, সেখানে মহারাজার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটির নাম ছিল বেঙ্গাল টাইগার। কুকুরটির আদব-কায়দা বেশ ভালো ছিল। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না, থালায় দিতে হয়। শুধু তা-ই নয়, খাবার দেওয়ার পর তাকে মুখে খাওয়ার কথা বলে দিতে হতো। এই সব কারণেই লেখক কুকুরটিকে খানদানি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : মহারাজার কুকুরটির আদব-কায়দা এবং রাজকীয় হওয়ায় লেখক কুকুরটিকে খানদানি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো– বনের হিংস্র পরিবেশ ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু।

প্রকৃতির সান্নিধ্য সবাইকে আনন্দ দেয়। তাই মানুষ সময় পেলেই ছুটে যায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে। প্রকৃতির মাঝে মানুষ খুঁজে বেড়ায় অনাবিল আনন্দ। প্রকৃতিই মানুষের সকল অপূর্ণতা, ব্যর্থতা ও ব্যথা ভুলিয়ে পূর্ণ, সার্থক ও আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার সহায়ক শক্তি। প্রকৃতির মাঝেই মানুষ খুঁজে নেয় শান্তি, সুখের অমলিন ধারা।

উদ্দীপকের সিয়ামের বাবা রাঙামাটি বন বিভাগের কর্মকর্তা। তিনি যেখানে থাকেন সেখানে জঙ্গলাবৃত পাহাড়ি পরিবেশ। বিকাল হতে না হতেই মশার উপদ্রব শুরু হয়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু যেন সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতের অন্ধকার নামলেই শোনা যায় বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর ডাক আছে সাপের ভয়ও। অনুরূপ চিত্র আমরা দেখতে পাই 'নিয়তি' গল্পে। সেখানেও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিদিনই লেখকের বাবা কাঁধে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন, চল বনে বেড়াতে যাই। কাঁধে বন্দুক নেওয়ার কারণ, প্রায়ই বাঘ বের হয়। বিশেষ করে চিতাবাঘ। রাতে অনেক বিচিত্র শব্দ আসত বন থেকে। আতঙ্কে লেখক শিউরে উঠতেন। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক পরিবেশ ও ম্যালেরিয়া।

উত্তরের মূলকথা : গল্পের প্রেক্ষাপট, পরিবেশ ও ম্যালেরিয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্প সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল উপজীব্য নয়।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'নিয়তি' গল্পে লেখক শৈশবের জগদলের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। গল্পের বিবরণে মুখ্য হয়ে উঠেছে 'বেঙ্গাল টাইগার' নামক কুকুরটির দুঃখজনক পরিণতি। এ গল্পে রয়েছে গল্পের প্রেক্ষাপট, পরিবেশ বর্ণনা। কুকুরের পরিণতির মতো সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির বর্ণনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জঙ্গালের ভয়ার্ত পরিবেশ, মশার উৎপাত, ম্যালেরিয়ার আক্রমণসহ নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে গল্পে। কিন্তু উদ্দীপকটি শুধু গল্পের অরণ্যময় পরিবেশ ও মশার উৎপাতে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বিষয়ক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সে জঙ্গালাবৃত পাহাড়ি পরিবেশ। ম্যালেরিয়ার মৃত্যু যেন সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। 'নিয়তি' গল্পেও ম্যালেরিয়ার মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়া কিছু পাহাড়ি বা বন্য জন্তুর কথা আছে উদ্দীপকে এবং গল্পে। কিন্তু যে কুকুরটি নিয়ে 'নিয়জিত' গল্প সে প্রসঙ্গে কোনো কথা উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায়, সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল উপজীব্য নয়।

উত্তরের মূলকথা : নিয়তি গল্পের বিস্তৃতি অনেক। উদ্দীপকটি শুধু এ গল্পের খন্ডাংশ নিয়ে, মূল ঘটনা নিয়ে নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **স্তবক-১ :** একবার যেতে দে না আমায় ছোট্ট সোনার গাঁয়
যেথায় কোকিল ডাকে কুহু
দোয়েল ডাকে মুহু মুহু
নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়।

স্তবক-২ : মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।

ক. সনেটের কোন অংশে ভাবের প্রবর্তনা থাকে? ১
খ. 'আর কী হে হবে দেখা?'-এ অংশে কবিমনের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. স্তবক-১ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে ভাবের ইঙ্গিত বহন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্তবক-২ যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকেই ধারণ করেছে। মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক সনেটের অষ্টকে ভাবের প্রবর্তনা থাকে।

খ কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

কবি তাঁর মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। আর তাই প্রবাসে থেকেও তিনি মাতৃভূমির প্রিয় নদ কপোতাক্ষের কথা ভেবে বিভোর হন। কপোতাক্ষের মধুর স্মৃতি তাঁর মনে সদা জাগরূক। সংগত কারণেই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে প্রিয় নদের সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতা থেকে তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, তিনি আর কপোতাক্ষের দেখা পাবেন কি না।

উত্তরের মূলকথা : কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

গ স্তবক-১ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় ফুটে ওঠা কবির জন্মভূমিপ্রীতির দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবনে নদী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নদী তীরের প্রকৃতি ও রূপবৈচিত্র্য এদেশের মানুষের শৈশব ও কৈশোরের জীবনকে আনন্দমুখর করে তোলে। মানুষ যে প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে সেটা অজান্তেই তার মনে গভীর রেখাপাত করে।

উদ্দীপকে কোকিলের কুহু কুহু, দোয়েলের মুহু মুহু ডাকে পাগল করা ছোট্ট সোনার গায়ে কবি যেতে চান, যেখানে নদী ছুটে চলে অবিরাম আপন ঠিকানায় বিলীন হতে। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও প্রবাসী কবির নিজ জন্মভূমির পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদকে মনে পড়ে। কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি কবির কাছে নিশার স্বপনে মায়ামন্ত্র ধ্বনির মতো মনে হয়। শুধু তাই নয়, তিনি বহু দেশ ঘুরে বহু নদী দেখলেও স্বদেশের কপোতাক্ষ নদীর জলই কেবল তাঁর স্নেহতৃষ্ণা মেটাতে পারে। কবিদ্বয়ের এমন অনুভব তাদের জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই তুলে ধরে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ' কবির অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। তাই প্রবাসে গিয়েও কবি তাকে ভুলতে পারেন না। উদ্দীপকের কবিও জন্মভূমির সঙ্গে গভীর বন্ধনের কারণে যে কোনো মূল্যে তিনি ফিরে আসতে চান। এ দিক থেকে কবিতা ও উদ্দীপক ভাবগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "স্তবক-২ যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকেই ধারণ করেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

জন্মভূমি প্রতিটি মানুষের কাছে পরম ভালোবাসার। জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ কখনো ভালো থাকতে পারে না। দেশের আলো-বাতাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। তাই মাতৃভূমির সাথে প্রতিটি মানুষের রয়েছে গভীর সম্পর্ক।

উদ্দীপকে স্বদেশ বা জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানে সম্পদের চেয়ে দেশপ্রেমকে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হলে স্বদেশের অনুভূতি হৃদয়কে আন্দোলিত করে। এ জন্য 'কপোতাক্ষ নদ; কবিতায় কবি প্রবাসজীবনেও কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কবি অনেক দেশের নদনদী দেখেছেন, অনেক দেশ ঘুরেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আর কোনো দেশ ও নদনদী তাঁকে বিমোহিত করতে পারেনি।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় স্মৃতিকাতরতার আবরণে মূলত কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলত 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশের প্রতি কবির গভীর হৃদয়ের আর্তিই স্তবক-২ এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই কবি শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদকে ভুলতে পরেননি। এ নদ কবিকে অনন্য ভালোবাসায় সিক্ত করেছে, মায়ের স্নেহডোরে বেঁধে তাঁর শৈশবস্মৃতি জাগ্রত করেছে। সুদূর প্রবাসে বসে কবি কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। তাইতো ভালোবাসা প্রত্যাশী কবি এই নদের স্নেহধারায় মিশে ফিরে আসতে চান তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে।

উত্তরের মূলকথা : স্তবক-২ যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকেই ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **দৃশ্যকল্প-১ :** হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।

দৃশ্যকল্প-২ : কারার ঐ লৌহকপাট,
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট
শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।

ক. কার নেতৃত্বে বারো ভূঁইয়ারা ঐক্যবন্ধ হয়ে ওঠে? ১

খ. বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ 'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত বাঙালি চেতনার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২-এর চেতনার ওপর ভর করেই যেন আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের এই বাংলায়।'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক ঈশা খাঁর নেতৃত্বে বারো ভূঁইয়ারা ঐক্যবন্ধ হয়ে ওঠে।

খ 'বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি'– বলতে গ্রামবালার পথঘাট, ধানখেতের আল দিয়ে হেঁটে চলাকে বোঝানো হয়েছে।

বাঙালির আত্মপরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে বহু পুরানো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার পথঘাট, ধানখেতের আলপথে হেঁটে চলার কথাও বলেছেন তিনি। এতে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের আদি যোগাযোগের পথনির্দেশ করেছেন তিনি। বাঙালির কৃষিকাজ এবং মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : কবি আত্মপরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রামবাংলার ধানখেতের আলপথ দিয়ে হেঁটে চলা হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১এ 'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত বাঙালির সাম্যবাদী চেতনার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি জাতি চিরকাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তাই বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণে সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব এখানে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা এ বক্তব্যটিই আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে বাণীরূপ লাভ করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় লক্ষ করা যায়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম পরিচয়ের উর্ধ্বে বাঙালি হিসেবে অভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের নিরিখে সকলকে মূল্যায়ন করেছেন কবি। তিনি মনে করেন, হিন্দু বা মুসলিম নয়, আমরা সবাই বাঙালি। তাছাড়া আমাদের সবচেয়ে

বড়ো পরিচয় হলো আমরা মানুষ। 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও বাঙালি হিসেবে কবির এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সেখানে তিনি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা অনুষজ্ঞা তুলে ধরে বাঙালি জাতির মূলমন্ত্র হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে স্থান দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতার এ দিকটির সাথেই উদ্দীপকটি সম্পর্কিত।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালি জাতি চিরকাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা এ বক্তব্যটিই উদ্দীপকের কবিতাংশে বাণীরূপ লাভ করেছে।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২এর চেতনার ওপর ভর করেই যেন আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের এই বাংলায়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহু বছরের পুরোনো। বিশেষ কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ করে বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ধারাপ্রবাহে তার আগমন। এই ধারাপ্রবাহ ধরেই বাঙালির জাতিসত্তা টিকে আছে।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। কোনো শক্তিই বাঙালিকে পদাবনত করে রাখতে পারেনি। কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে বাঙালি তার আপন অধিকার বুঝে নিয়েছে। এদেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গো মিশে যাওয়া মর্মবাণী হচ্ছে প্রতিরোধের সম্প্রীতি। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে, প্রতিহিংসা ত্যাগ করে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের মাধ্যমে এক আদর্শ গড়ে তুলেছে।

উদ্দীপকের বাঙালির মতো 'আমার পরিচয়' কবিতার বাঙালিও একই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ ও সংহতি সাধন হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়, হয়েছি আজকের বাঙালি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বাংলার চিরন্তন ও শাশ্বত রূপ এবং বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। তাই 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি যে বাঙালির পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা উদ্দীপকের বাঙালির প্রতিরূপ। কারণ যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ ও সংহতি সাধন হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **স্তবক-১ :** মহাত্মা গান্ধী উদার মানসিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজ স্বার্থ ভুলে তিনি তাদেরকে ভাই বলে, বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাদেরকে না খাওয়াতে পারলে নিজেও না খেয়ে থেকেছেন। এখানে তিনি ধনী-গরিব, জাতি-ধর্ম বিচার করেননি।

স্তবক-২ : আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পে দেখা যায়, মহাজনেরা বিভিন্ন অজুহাতে গরিব বর্গাচাষিদের কষ্টের ফসল অধিকাংশই কেড়ে নেয়। সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে মিথ্যে দেনার দায়ে তাদের সর্বহারা করে ছাড়ে। হাড়ভাঙ্গা খাটনি খেটেও উসমানের মতো বর্গাচাষিরা দু-বেলা পেটপুরে খেতে পায় না।

ক. 'মানুষ' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত? ১
খ. "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" – বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. স্তবক-১-এ 'মানুষ' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্তবক-২ এর 'মহাজন ও মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'মানুষ' কবিতাটি কবির 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত।

খ মন্দিরকে কেন্দ্র করে পূজারির ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা।

সৃষ্টিকর্তা ধনী-গরীব সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। আর ধর্মীয় উপাসনালয়ে সকল শ্রেণির মানুষের সমাবেশ ঘটবে — এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান ধর্মগুরুদের ব্যক্তিস্বার্থে উপাসনালয় ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'মানুষ' কবিতায় ক্ষুধার্ত এক ব্যক্তির প্রতি মন্দিরের পূজারি অমানবিক আচরণ করে বলে ব্যক্তিটি ক্ষুব্ধ হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করে।

উত্তরের মূলকথা : মন্দিরের পূজারির হীন স্বার্থ লক্ষ করে ভুখারি অভিযোগের সুরে উক্তিটি করেছেন।

গ স্তবক-১এ 'মানুষ' কবিতার অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে জাত-ধর্ম-বর্ণের যে পার্থক্য দেখা যায় তা মানুষের তৈরি। সাম্যবাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। যারা এ সত্যকে অস্বীকার করে তারা স্বার্থপর। অমানবিক। যারা মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করে তারা স্রষ্টার প্রিয়পাত্র। উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর উদার মানসিকতার কথা বলা হয়েছে। তিনি নিজ স্বার্থ ভুলে মানুষকে ভাই বলে, বন্ধু বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাদেরকে না খাওয়াতে পারলে তিনি নিজেও না খেয়ে থেকেছেন। তিনি কখনো ধনী-গরিব, জাতি-ধর্ম বিচার করেননি। এই আত্মপর ভেদ না থাকার বিষয়টি 'মানুষ' কবিতার মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিষয়টির সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় কবি সাম্যবাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষকে এক ও অভিন্ন বিবেচনা করেছেন। তাঁর কাছে জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। উদ্দীপকে জাতি-ধর্ম-বর্ণের বৈষম্য দূর করে যে মানবিক পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে, তা 'মানুষ' কবিতার অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : 'মানুষ' কবিতায় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে কবি পৃথিবীর সব মানুষকে অভিন্ন এক জাতি মনে করেছেন। এই ভাবের সঙ্গো উদ্দীপকের স্তবক-১এর ভাব সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্তবক-২এর 'মহাজন' ও 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এই মানুষকে অবজ্ঞা করে স্রষ্টাকে খুশি করা যায় না। স্বার্থপর ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীরা এ সত্য স্বীকার করতে চায় না। তাই তারা আত্মস্বার্থে ধর্ম ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে ব্যবহার করে থাকে। তারা দেশ ও জাতির শত্রু। তাদের কাছ থেকে সবাইকে সাবধান থাকা উচিত।

উদ্দীপকের স্তবক-২এ দেখা যায় মহাজনেরা বিভিন্ন অজুহাতে গরিব বর্গাচাষীদের কষ্টের ফসল অধিকাংশই কেড়ে নেয়। এটা সম্পূর্ণ অন্যায় কাজ। সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে মিথ্যে দেনার দায়ে তাদের সর্বহারা করে ছাড়ে। হাড়ভাঙা খাটনি খেটেও উসমানের মতো বর্গাচাষীরা দু'বেলা পেটপুরে খেতে পায় না। এমন অবিচার করতে দেখা যায় 'মানুষ' কবিতায় ধর্মব্যবসায়ীদের। ধর্মের অজুহাত দিয়ে তারা উপাসনালয়ের দরজা থেকে নিরন্ন ভিখারিকে ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ ধর্মবিরোধী ও স্বার্থলোভী মানসিকতার দিক থেকে 'মহাজন' ও 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।

উদ্দীপকে শোষক ও অত্যাচারী মহাজনের অত্যাচার ও শোষণের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে 'মানুষ' কবিতায় যে মোল্লা পুরোহিতের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তা আচরণগত দিক থেকে আলাদা করা কঠিন। সবাই নিজ স্বার্থে শোষক। তাই বলা যায় প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্তবক-২এর 'মহাজন' ও 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।

উত্তরের মূলকথা : "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্তবক-২এর 'মহাজন' ও 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বরূপ একই।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **অংশ-১ :** 'প্লাবনের চেয়ে মারিভয় চেয়ে শতগুণ ভয়াবহ,
নরঘাতীদের লেলিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়া অহরহ।
প্রতিদিন এরা নরহত্যার যে-কাহিনি এঁকে যায়,
তৈমুর লং নাদির যা দেখে শিহরিত লজ্জায়।'

অংশ-২ : 'একটি ছেলে পাগল ছেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত,
চোখ দুটি তার চোখ যেন নয় ছবিতে বিমূর্ত।
সবাই তাকে বাসতো ভালো সবার ছিল মিত্র,
মুখ জুড়ে তার আঁকা ছিল স্বপ্নের মানচিত্র।
সেই ছেলেটি ভেবেছিল, দিন যেভাবেই যাক না,
একদিন ঠিক পেয়ে যাবে পাখির মতো পাখনা।'

ক. মধু কীভাবে মারা যায়? ১
খ. 'এবার বড়ো যুদ্ধ করতে হবে'–কথাটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অংশ-১-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অংশ-২-এ যেন বুধা চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক মিলিটারির ব্রাশফায়ারে নিহত হয় মধু।

খ এতো দিন বুধা বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ করেছে। এখন মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়ে বড়ো যুদ্ধ করতে হবে বলে শাহাবুদ্দিন মনে করে। বুধা আত্মীয়-স্বজনহীন হলেও বাজারে আগুন লাগানো ও নির্বিচারে গুলি করে অসংখ্য মানুষকে হত্যার পর প্রতিশোধের নেশায় দুরন্ত হয়ে ওঠে। সে অনেক রাজাকারদের বাড়িতে আগুন দেয়। তার এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার শাহাবুদ্দিন যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। শাহাবুদ্দিনের মতে, এ গাঁয়ে একাই বুধা যুদ্ধ করছে। এখন আরো বড়ো যুদ্ধ করতে হবে বুধাকে। সেটা হলো মিলিটারি ক্যাম্প রেকি করা। কয়টা সেপাই পাহারা দেয়, কয়জন তাঁবুর ভেতর থাকে, মেশিনগানটা কোথায় ফিট করা ইত্যাদি সব খবর আনাটাই বুধার জন্য বড়ো যুদ্ধ।

উত্তরের মূলকথা : এতোদিন ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ে যুদ্ধ করলেও এখন মিলিটারি ক্যাম্পটা রেকি করা বুধার জন্য বড়ো যুদ্ধ।

গ উদ্দীপকের অংশ-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত ভয়াবহ আক্রমণ ও জ্বালাও পোড়াও এর মতো নির্মমতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এদেশের মানুষকে চিরদিন পরাধীনতার শিকলে বন্দী করে রাখার জন্য তারা নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। তারা চেয়েছিল তাদের অত্যাচারের ভয়ে বাঙালি জাতি যেন স্বাধীনতার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। পাক হানাদার বাহিনী গ্রাম ও শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিরীহ মানুষের ওপর তারা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বুধার মতো একজন কিশোর চরম প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের অংশ-১এ পাকিস্তানিদের অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা এদেশের মানুষকে পাখির মতো গুলি করে মারতে থাকে। তাদের আচরণে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যেন হার মেনে যায়। সবুজ-শ্যামল বাংলাকে তারা শ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বর্ণিত হয়েছে। পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতার দিকটি উদ্দীপকের অংশ-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মতো একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অংশ-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অংশ-২এ যেন বুধা চরিত্রের সার্থক রূপায়ন ঘটেছে।'– মন্তব্যটি যৌক্তিক।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একটি প্রতিবাদী চরিত্র হলো কিশোর বুধা। বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে অত্যন্ত সাহসী, তার মনে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। মৃত্যুভয়হীন বুধা অনেক অসাধ্য সাধন করে মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম সফল করেছে। মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করা, বাংকারে মাইন পুঁতে রাখার মতো অনেক দুঃসাহসী অভিযানে সে অংশ নিয়েছে। তার মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠেছিল। পাক হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য দেখে তার বুকে প্রতিশোধের নেশা জেগে ওঠে। রাগে-ক্ষোভে তার চোখ দুটো লাল হয়ে যায়।

উদ্দীপকের অংশ-২এ একটি ছেলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ছেলেটি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। তার চোখ দুটি কোনো সাধারণ চোখ ছিল না। ছেলেটিকে সবাই ভালোবাসত। সবার সাথেই তার মিত্রতা ছিল। তার মুখ জুড়ে যেন স্বপ্নের মানচিত্র আঁকা ছিল। তার মনে স্বাধীনতার বাসনা ছিল। সে চেয়েছিল পাখির মতো স্বাধীনভাবে নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে। ভাবুক ছেলেটির ভাবনাগুলো প্রতিনিয়ত তার মনে দোলা দিত। রঙিন স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে থাকত।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা আর উদ্দীপকের অংশ-২এর ছেলেটি যেন একে অপরের পরিপূরক। বুধাও অংশ-২এর ছেলেটির মতো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত। বুধার চোখ দুটি ছেলেটির চোখের মতো বিমূর্ত ছিল। বুধার কোনো শত্রু ছিল না। সবাই তার আপনজন ছিল। সে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত। সুতরাং অংশ-২এ যেন বুধা চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে–মন্তব্যটি যৌক্তিক।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অংশ-২ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল চরিত্র বুধার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৯ মেঘলা নদীতে ট্রলার ডুবে মারা যায় আসিফের মা-বাবা। ঘটনাক্রমে বাড়িতে থাকায় বেঁচে যায় আসিফ ও তার ছোটো ভাই আবির। অসহায় আসিফ ছোটো ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনা শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। তাদের আর গ্যারেজে কাজ করতে হয়নি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহাদরে তারা দুজনেই এখন লেখাপড়া শিখছে।

ক. বুধা কোথায় বসে সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল? ১
খ. 'এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ট্রলার ডুবি ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধা কানু দয়ালের বাড়িতে বসে সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল।

খ গ্রামের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানি মিলিটারিদের বর্বরতাকে প্রত্যক্ষ করে বুধা প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

তৎকালীন গ্রামগুলোতে সামান্য রোগব্যাধি মহামারি রূপ ধারণ করত। এমনই এক মহামারি সৃষ্টি করেছিল কলেরা, যে মহামারিতে বুধার পরিবারসহ তার গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষের মৃত্যু হয়। এই মহামারির মাত্র দুই বছর পর পাকিস্তানি মিলিটারি বাংলার বুকে গণহত্যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে নতুন এক মহামারি। পাকবাহিনীর এই গণহত্যা দেখে বুধা মনে মনে বলে, 'এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ।'

উত্তরের মূলকথা : পাকিস্তানি মিলিটারিদের চালানো গণহত্যা দেখে বুধা উপর্যুক্ত উক্তিটি করেছে।

গ উদ্দীপকের ট্রলার ডুবি ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কলেরা মহামারির ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত বুধা পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ কিশোর। কলেরায় সে তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে হারায়। কষ্ট ও অধিক শোক তাকে কঠিন ও সাহসী করে তুলেছে। আবার যখন গ্রামে মিলিটারি হানা দেয় তা দেখেও তার চোখ ক্রোধে, ঘৃণায় লাল হয়ে যায়। প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয় তার। বুধার একমাত্র প্রত্যাশা স্বাধীনতা, যার জন্য সে জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয়নি।

উদ্দীপকে মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবে আসিফের মা-বাবা মারা যায়। সে একাকী হয়ে পড়ে বুধার মতোই। এখন সে বড়ো অসহায়, অতি কষ্টে কাটে তার জীবন। জীবন চলে জীবনের নিয়মে। এ জীবনে দুঃখ-কষ্ট যেমন আছে, তেমনি আছে সুখও। কারো সুখ অনুভব করা যায়, কারোরটা যায় না। বুধার জীবন যেমন অভিভাবকহীন নিঃসঙ্গ, আসিফের জীবনও নিসঙ্গ, একাকী। এদের একজন যেমন ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অন্যজন ছোটো ভাইয়ের দায়িত্ব নিতে গ্যারেজে কাজ নেয়। বুধার নেই কোনো দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে আসিফ দায়িত্বের জন্য নিজে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কলেরা মহামারির ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কলেরা মহামারির ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ "'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধার এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের এক বৈচিত্র্যময় চরিত্র বুধা। সে গ্রামের সহজ-সরল ও সাধারণ ছেলে। গ্রামের সকলের সাথে তার রয়েছে সখ্যতা। কোনো এক রাতে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বুধা তার পরিবারের সবাইকে হারায়। পরবর্তীতে চাচির কাছে তার আশ্রয় হলেও সেটা বেশি দিন টেকেনি। স্বজন হারানোর বেদনা বুধাকে শক্ত করে দেয়।

উদ্দীপকের আসিফের ছিল সুখের সংসার। কিন্তু মেঘনার বুকে ট্রলার ডুবিতে বাবা-মাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে সে। দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকা আসিফ নিজের ছোটো ভাইটিকে নিয়ে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনা শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। তাদের আর গ্যারেজে কাজ করতে হয়নি। মালিক ও তার স্ত্রীর স্নেহাদরে তারা দুজনেই এখন লেখাপড়া শিখছে। যা বুধার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারতো যদি বুধার চাচি গ্যারেজের মালিকের স্ত্রীর মতো হতো।

বুধা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আপনজনহারা, সহায়-সম্বলহীন বুধা গাঁয়ের সহজ-সরল কিশোর। মা-বাবা, ভাই-বোন না থাকলেও গ্রামের সবাই তার আপনজন। অভাবের কারণে চাচি তাকে খাবার দিতে না চাইলেও তার খাবারের অভাব হয় না। কিন্তু সে কোনো সহায়তা পায়না, যেমনটি পেয়েছে আসিফ। বুধা যদি আসিফের মতো বুধার চাচির কাছ থেকে সহায়তা পেতো তাহলে হয়তো তাকে এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না।

উত্তরের মূলকথা : বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধার এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না।

প্রশ্ন ▸ ১০ এলাকার মানুষের আস্থার প্রতীক শহর আলি কবিরাজ। রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশায় সবাই ছোটে তার শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ ও পানি পড়ার জন্য। তিনিও কাউকে ফিরান না। হাদিয়া হিসেবে সবাই যা দেয় তাতে স্বচ্ছলভাবে চলে তার পরিবার। কিন্তু একাজ পছন্দ করে না তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মোবারক। সে মনে করে এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাহলে সারা পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞান এগুলোকে স্বীকৃতি দিত। তাই সে বাবাকে এসব কাজ ছেড়ে দিতে বলে।

ক. তাহেরার মতে, পির সাহেব কোন ধরনের লোক? ১
খ. 'আসলে বেড়ালের ভাব'—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শহর আলি কবিরাজ 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মোবারক ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী"—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক তাহেরার মতে, পির সাহেব বুদ্ধিমান লোক।

খ বেড়ালের ভাব বলতে, পির সাহেবের আপাতশান্ত ও কৌশলি ভাবমূর্তিকে বোঝানো হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীর নিজে বৃদ্ধ হয়েও বিয়ে করেন তরুণী তাহেরাকে। তাহেরা এ বিয়ে মেনে না নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় খোদেজা ও হাশেমদের বজরায়। এদিকে বহিপীরও তাহেরাকে খুঁজতে এসে দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে ঐ বজরায়ই আশ্রয় নেয়। তারপর বহিপীর খোদেজার কাছ থেকে জানতে পারে তার স্ত্রী তাহেরা এ বজরাতেই আছে। খবরটি শুনে পীর সাহেব শোকর আদায় করে সংযত হয়ে রইলেন। অথচ হাশেম ভেবেছিল খবরটি শুনে পির সাহেব কিছু একটা করে বসবেন। কিন্তু পির সাহেব সাবধানী লোক। খবরটি শুনে তিনি তেমন উত্তেজিত হননি। তিনি এমন ভাব দেখালেন, যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবই ঠিক আছে। এ ভাবটিকে হাশেম পির সাহেবের বেড়ালের ভাব বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বেড়ালের ভাব বলতে, পির সাহেবের আপাতশান্ত ও কৌশলি ভাবমূর্তিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের শহর আলি কবিরাজ 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজের অনেক মানুষই ধর্মভীরু। এদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নানা সমস্যা মোকাবিলা ও সওয়াবের আশায় পিরের মুরিদ হয়। এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে হলেও পিরের সেবা করে। অথচ তারা জানে না যে, তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ভণ্ড পিরেরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়।

উদ্দীপকে ধর্মভীরুতা ও কুসংস্কারের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এখানে শহর আলি কবিরাজকে এলাকার মানুষের আস্থার প্রতিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্শশায় সবাই ছোটো তার শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ ও পানি পড়ার জন্য। এখানে আমরা যে চিত্র দেখতে পাই তাতে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের পিরের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে ওঠেছে। এখানে মানুষ পিরকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে তারা সেবা করে ও নানা কর্মকাণ্ডে পিরের অলৌকিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অপরদিকে, 'বহিপীর' নাটকেও তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষকে পিরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগস্বীকারের কথা উঠে এসেছে। এমনকি তাহেরার বাবা-মা একজন বুড়ো পিরের কাছে তাদের মেয়েকে বিয়ে দিতেও পিছপা হয় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শহর আলি কবিরাজ বহিপীরের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শহর আলি কবিরাজ বহিপীরের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মোবারক ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের মোবারক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মানবিক গুণে গুণান্বিত একটি চরিত্র। তাই তার মধ্যে বাস্তবতার নিরিখে কুসংস্কারমুক্ত চিন্তা-চেতনার লক্ষণ প্রকাশিত। অপরদিকে 'বহিপীর' নাটকের হাশেমও সমচেতনায় বিশ্বাসী। সেও কোনোরূপ কুসংস্কার সমর্থন করে না। তার মধ্যেও আমরা আধুনিক ও বাস্তববাদী চেতনা লক্ষ্য করি।

উদ্দীপকের মোবারক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলে। সে তার বাবার কর্মকান্ড সমর্থন করে না। সে তার বাবার শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ ও পানি পড়াকে বিশ্বাস করে না। তার মতে, এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এসবের যদি গ্রহণযোগ্যতা থাকত তবে সারা পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকৃতি দিত। তাই সে তার বাবাকে এসব ছেড়ে দিতে বলে। 'বহিপীর' নাটকে হাশেম বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়েকে সমর্থন করে না। এ নিয়ে সে তার মায়ের সাথে বিভিন্ন যুক্তিতর্কে সামিল হয়। সে তার মাকে বুঝাতে চেষ্টা করে তাহেরা এ বিয়েতে রাজি নয়। তাই এ বিয়ে হয়নি। তার মা বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ বিয়ে হয়েছে এবং তাহেরাকে পিরের সাথেই চলে যেতে হবে। হাশেম প্রতিবাদ করে এবং দরকার হলে নিজে তাহেরাকে বিয়ে করে পিরের গ্রাস থেকে মুক্তি দিবে। যা তার মা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এক্ষেত্রে সে চরম অবাধ্য হতেও প্রস্তুত। তাই বলা যায়, "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মোবারক ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মোবারক ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আধুনিক, বাস্তববাদী ও কুসংস্কারমুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১১ রাজিয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। ডাক্তার হবার স্বপ্ন তার। পরিবার তেমন সচ্ছল ছিল না। হঠাৎ তার বাবা প্রবাসী মাঝ বয়সি বিপত্নীক এক লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। রাজিয়া তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে বান্ধবীদের সাথে পরামর্শ করে। বিয়ের দিন বান্ধবীরা পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বাল্যবিবাহের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। রাজিয়া এখন তার স্বপ্ন পূরণে উদ্যমী।

ক. বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসেছিল কে? ১

খ. 'আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে'—এ অকৃতজ্ঞতার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রাজিয়ার বাবা যে দিক থেকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের রাজিয়া ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা মানসিকতার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসেছিল হাতেম আলি।

খ ঝোঁকের বশে হাশেম তাহেরাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং তাহেরা এ প্রসঙ্গে অমত করাকে খোদেজার দৃষ্টিতে সেটা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় বলে মনে হয়।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে হওয়ায় তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে হামেশদের বজরায় আশ্রয় পায়। সেখানে রয়েছে হাশেম, তার মা এবং বাবা। তাহেরার এ পালিয়ে আসাকে হাশেম সমর্থন করলেও তার মা খোদেজা তা মেনে নিতে পারেন না। তিনি বিভিন্নভাবে তাহেরাকে বহিপীরের কাছে ফিরে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। কিন্তু এর প্রতিবাদ করে হাশেম। সে বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়েটাকে অস্বীকার করে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চায়। প্রয়োজনে হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত বলে তার মাকে জানায়। একথা শুনে তাহেরা এর প্রতিবাদ করে। এ জন্য খোদেজা তাহেরাকে অকৃতজ্ঞ হিসেবে আখ্যা দেয়। কিন্তু তাহেরা ঝোঁকের বশে হাশেমের প্রস্তাব সমর্থন করে না। সে মনে করে হাশেমের ঝোঁক কেটে গেলে তার মনে হতে পারে সে ভুল করেছে। তাই তাহেরা অকৃজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

উত্তরের মূলকথা : বিয়ের মতো এতো বড়ো সিদ্ধান্ত ঝোঁকের মাথায় নেওয়া উচিত নয় বলে মনে করে তাহেরা। তাই সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

গ রাজিয়ার বাবা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার দিক থেকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

'বহিপীর' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। বাবা ও সৎমা বহিপীরের সাথে তাহেরার অমতে বিয়ে দেন। জীবনসচেতন তাহেরা তাই পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়।

উদ্দীপকের রাজিয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন তার। তার পরিবার তেমন স্বচ্ছল ছিল না। হঠাৎ তার বাবা মাঝবয়সী বিপত্নীক এক প্রবাসী লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। রাজিয়া তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে বান্ধবীরা বিয়ের দিন পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বাল্যবিবাহের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। অতএব দেখা যায়, নাটকের তাহেরা ও উদ্দীপকের রাজিয়া দুজনেই জীবনসচেতন। তারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এবং সে আলোকে তারা ভিন্ন পথের পথিক হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাজিয়ার বাবা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে চেয়ে নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার অমতে বয়স্ক পিরের সাথে বিয়ে দেওয়ার দিকটি উদ্দীপকের রাজিয়ার বাবার দিকটি প্রতিফলিত করে।

ঘ "উদ্দীপকের রাজিয়া ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা মানসিকতার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা-মা বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে তাহেরাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু এ বিয়ে ছিল অসমতার এবং তাহেরার কোনো মতামতও এখানে গ্রহণ করা হয়নি। তাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা তাহেরা বিয়ে করতে অসম্মত হয়ে বিয়ের পরই আসর থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি ঘটনাচক্রে বহিপীরের মুখোমুখি হলেও তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না। এর মধ্য দিয়ে তাহেরা চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকে দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী রাজিয়া। সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন লালন করে। কিন্তু তার বাবা হঠাৎ মাঝবয়সী বিপত্নীক প্রবাসীর সাথে তার বিয়ে দিতে চায়। রাজিয়া এখন বিয়ে করতে চায় না আর সে এ বিয়েতে সম্মত নয়। একথা বাবাকে সে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে বান্ধবীদের সহায়তায় পুলিশ দিয়ে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পায়। রাজিয়া এখন তার স্বপ্ন পূরণে উদ্যমী।

'বহিপীর' নাটক ও আলোচ্য উদ্দীপকের কাহিনি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই, তাহেরা ও রাজিয়া উভয়েই স্বাধীন সত্তার অধিকারিনী। কারণ তারা দুজনেই অন্যের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নিজের মনের ভাবনাকে প্রাধানর‍্য দিয়েছে। তাই বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে তাহেরা আশ্রয় পেয়েছে হাতেম আলির বজরায় আর রাজিয়া নিজের স্বপ্ন পূরণে উদ্যমী। প্রবল বক্তিত্বসম্পন্ন না হলে তাহেরা বিয়ের আসর থেকে যেমন পালাতো না তেমনি রাজিয়াও বান্ধবীদের সহায়তায় পুলিশ এনে বিয়ে বন্ধ করে নিজের স্বপ্ন পূরণে উদ্যমী হতো না। সুতরাং প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার দিক থেকে উভয়ে এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাজিয়া ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা মানসিকতার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

যশোর বোর্ড–২০২৪

সেট : খ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. কবি কোনটিকে নিয়ে চিন্তা করে কাতর না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন?
ক সোনালি ভবিষ্যৎ খ বর্তমান অবস্থা
গ অতীত দুঃখের দিন ঘ অতীত সুখের দিন

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সকালে সন্ধ্যায়
দুইখানা রুটি দেয়
ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসে না।

২. উদ্দীপকের 'জ্বালা'টি তোমার পঠিত 'মানুষ' কবিতার কোন চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান?
ক পান্থ খ মোল্লা গ পুরোহিত ঘ কালাপাহাড়

৩. উক্ত চরিত্রটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে–
i. ক্ষোভ ii. অসহায়ত্ব iii. ঘৃণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. হাশেম আলিকে যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে–
ক শিক্ষা খ বাবা-মা গ জমিদারি ঘ সমাজ ব্যবস্থা

৫. 'নদীর একুল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমির রে ভাই, ফকির সন্ধ্যা বেলা'।
উদ্দীপকের পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক হাতেম আলি খ হাশেম আলী গ বহিপীর ঘ তাহেরা

৬. পল্লিসাহিত্য অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে, এর মূল কারণ–
ক বিদেশি সাহিত্যের প্রচলন খ ফোকলোর সোসাইটির অভাব
গ স্বেচ্ছাসেবা ও সংরক্ষণের অভাব ঘ সময় ও রুচির পরিবর্তন

৭. শিক্ষার আসল কাজ কী?
ক সংস্কৃতিচর্চা খ জ্ঞান পরিবেশন
গ মূল্যবোধ সৃষ্টি ঘ জ্ঞানের ভিত গড়া

৮. 'দুর ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরান উঠিছে ভরি'–
এ চরণে পুত্রের জন্য ফুটে উঠেছে মায়ের–
ক ভালোবাসা খ ক্ষোভ গ অসহায়ত্ব ঘ আশঙ্কা

৯. 'ওরভোয়া' শব্দের অর্থ কী?
ক আজ বিদায় খ আবার আসিও
গ আবার দেখা হবে ঘ আবার কথা হবে

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ২৬শে মার্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে বললেন "আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দিনের পর দিন বন্দুক, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে বনে-জঙ্গালে কাটিয়েছি।"

১০. উদ্দীপকের মকবুল সাহেব 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?
ক তেজি তরুণ খ জোয়ান কৃষক গ দক্ষ মাঝি ঘ সাহসী জেলে

১১. কোন সভ্যতা ধুলো হয়ে আছে?
ক ব্যাবিলনীয় খ সুমেরীয় গ ক্যালডীয় ঘ এশিরিয়া

১২. তিন ভাই-বোন কোথায় বসে রোদ মাখে?
ক উঠোনের ঘাসে খ বৈঠকখানায়
গ মন্দিরের চাতালে ঘ ঘরের বারান্দায়

১৩. জাহানারা ইমাম রুমির জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর নিকট 'মার্সি পিটিশন' করেননি কেন?
ক রুমির আত্মমর্যাদা রক্ষার কারণে খ ছেলেকে ফিরে না পাওয়ার হতাশায়
গ রুমির জীবনের ঝুঁকি হবে বলে ঘ পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতা বুঝতে পেরে

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আমি মানি না কোনো বাধা
করি না কাউকে ভয়,
অবিরাম পথ চলাতেই আমি শান্তি খুঁজে পাই।

১৪. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন কবিতার ভাববস্তুকে ধারণ করে?
ক ঝরনার গান খ জীবন-সঙ্গীত গ মানুষ ঘ রানার

১৫. 'মারফত' শব্দটির অর্থ কী?
ক গুণের সাধনা খ প্রবল সাধনা
গ নিরঞ্জনের সাধনা ঘ মরমি সাধনা

১৬. সুভা কার পায়ের কাছে বসে মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল?
ক মায়ের খ বাবার গ সর্বশীর ঘ পাঙ্গুলির

১৭. বুধা ধান খেতের কাদায় মিশে গিয়েছিল কেন?
ক আনন্দে খ হতাশায় গ ভয়ে ঘ বিস্ময়ে

১৮. ধুলা দূর করতে কতটি ঝাঁটা কেনা হয়েছিল?
ক পনেরো লক্ষ খ সাড়ে সতেরো লক্ষ
গ সাড়ে আঠারো লক্ষ ঘ একুশ লক্ষ

১৯. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই–
ক বিদ্বান খ জ্ঞানী গ পণ্ডিত ঘ স্বশিক্ষিত

২০. 'প্রতিটি মানুষ তার নিজের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন'– কীভাবে?
ক লাইব্রেরির বদান্যতায় খ স্কুল-কলেজের মাধ্যমে
গ শিক্ষকের কল্যাণে ঘ পারিবারিক শিক্ষায়

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শত্রু এলো দলে দলে
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর পুড়ল বন্দর,
গ্রাম যে শত শত।

২১. উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ খ রাজাকারদের সহযোগিতা
গ স্বাধীনতার আগমনী বার্তা ঘ পাক-বাহিনীর নৃশংসতা

২২. ফুটে ওঠা দিকটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–
i. বাজারের দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া ii. আহাদ মুন্সির চাটুকারিতা
iii. মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. হাজী শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলনকে 'ফরায়েজি আন্দোলন' বলার কারণ কী?
ক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
খ ধর্মাশ্রয়ী কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলান
গ সামাজিক কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন
ঘ রাজনৈতিক সংস্কার বিরোধী আন্দোলন

২৪. মমতাদি হয়তো বেতন আশা করেছিল–
ক ১০ টাকা খ ১২ টাকা গ ১৫ টাকা ঘ ১৮ টাকা

২৫. চতুর্দশপদী কবিতার অষ্টকে কী থাকে?
ক ভাবের গভীরতা খ ভাবের প্রাসঙ্গিকতা
গ ভাবের প্রবর্তনা ঘ ভাবের পরিণতি

২৬. অখিলচন্দ্র সম্পদের মোহে না থেকে সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি অনুরক্ত। উদ্দীপকের অখিলচন্দ্রের মনোভাবে 'আশা' কবিতার কোন ভাব ধরা পড়েছে?
ক নির্মোহ খ ত্যাগ গ মনুষ্যত্ববোধ ঘ সাম্যবাদ

২৭. হাতেম আলীর কোথায় জমিদারি ছিল?
ক ডেমরায় খ সুনামগঞ্জে গ চাটগাঁয়ে ঘ রেশমপুরে

২৮. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'– এ উক্তিতে হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর কোন গুণ প্রকাশ পেয়েছে?
ক উদারতা খ মহানুভবতা গ সহনশীলতা ঘ বিচক্ষণতা

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সন্তানহীনা বিধবা আয়াতুন বিবির পোড়োভিটা পাহারা দিতে দিতেই বুড়ো হয়েছে পোষা কুকুর ভুলু, খেয়ে না খেয়েই দিন কাটে তাদের। ভুলুকে কেউ খাবারের লোভ দেখিয়েও নিয়ে যেতে পারে না।

২৯. উদ্দীপকের ভুলুর সাথে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউ যে দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ–
ক পরোপকারে খ প্রয়োজনীয়তায় গ আত্মত্যাগে ঘ অবদানে

৩০. উক্ত সাদৃশ্যের উদাহরণ নিচের কোন উক্তিতে মেলে?
i. কিন্তু মাটির গভীরে তার শিকড়
ii. ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়
iii. বাড়ির পিছনের আবর্জনার স্তূপে দাঁড়িয়ে রইলো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০১

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। শৈশবে সড়ক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে সাবিনা। বাবা-মা তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পড়াশোনা করে সে আজ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক। সে এখন সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ।

ক. সুভা কীসের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন? ১
খ. পিতা-মাতার মনে সুভা সর্বদাই জাগরুক ছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাবিনার সাথে সুভার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কারো। ৩
ঘ. "'সুভা' গল্পে সুভার বাবা-মা যদি উদ্দীপকের সাবিনার বাবা-মায়ের মতো হতো তাহলে সুভাকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হতো না।" – মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২। পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে পৌরমেয়র তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন, 'আমার বন্ধুগণ, এ জয় আমার নয়, আপনাদের। আজ থেকে এ পৌরসভার প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার আমি। এখন থেকে সকলে মিলেমিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করব। আপনারাই আমার শক্তি।'

ক. তথাকথিত ছোটোলোক সম্প্রদায়ের কাজ করতে না পারার কারণ কী? ১
খ. 'তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর মহা-আত্মার অংশ।' –এখানে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবেন্ধর বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গিই 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের মূলসুর'। – উক্তিটির যৌক্তিকতা যাচাই করো। ৪

৩। অতীতে পয়লা বৈশাখ গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এদিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখত, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ধোয়ামোছা করে সকালে গোসল সেরে পূত-পবিত্র হতো। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা ও ভালো পরতে পারাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতো। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ও নানারকম আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করত।

ক. নবাব সিরাজদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য কাদের ডাক দিয়েছিলেন? ১
খ. 'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। চুকনগরের গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিক্ষক সরদার মুহাম্মদ নূর আলি বলেন, 'সে এক নারকীয় দৃশ্য। ভোলা যায় না। আমাদের এলাকায় প্রায় চার মাইলব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞ চলে। কিছু লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দুর্গন্ধ এড়াতে কিছু লাশ মাটি চাপা দেওয়া হয়। এলাকার লোক দুই মাস পর্যন্ত নদীর মাছ খায়নি। ভয়ে লোকজন পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত বাজারেও আসেনি।'

ক. 'মার্সি পিটিশন' অর্থ কী? ১
খ. 'মিথ্যা ভাষণে ভরা বিবৃতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের তুলনায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক।'–উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। দুই বন্ধুর কথোপকথন–

১ম বন্ধু : জানিস বন্ধু, সমাজের সাথে তাল মেলাতে গেলে শুধু বাংলা বললেই চলে না। আমিতো ইংরেজি ভালো শিখিনি, তাই নিজের মতো করে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলি, তবে ছেলেটিকে ভর্তি করিয়েছি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

২য় বন্ধু : সমাজের সাথে তাল মেলাতে আমি মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পাই না, আমি গর্বিত বাংলা ভাষায় কথা বলি বলে। আমার সন্তানের ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অগ্রাধিকার দিয়েছি।

ক. 'আরবি-ফারসি' শাস্ত্রের প্রতি কবির কী নেই? ১
খ. বাংলা ভাষাকে যারা হিংসা করে তাদের জন্ম সম্পর্কে কবির সন্দিহান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ১ম বন্ধুর বক্তব্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন দিকের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ২য় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটি যথার্থতা বিচার করো। ৪

৬। পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

ক. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন? ১
খ. 'জীবাত্মা অনিত্য নয়'– কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি ছাড়াও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উঠে এসেছে জীবনকে সমৃদ্ধ করার একাধিক পরামর্শ"– মন্তব্যটির প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭। নয়ন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। একমাত্র ছেলে নয়নের এমন অবস্থায় মা দিশেহারা। তিনি নামাজ পড়ে ছেলের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। রোজা মানত করেন, জানের বদলে জান হিসেবে গোরু মানত করেন। অসুস্থ নয়নকে দেখতে নানারকম ফলমূল নিয়ে আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে ভীড় জমায়।

ক. ফোঁটায় ফোঁটায় কী ঝরছে? ১
খ. 'সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র, পূর্ণরূপ নয়।" –বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ২৬শে মার্চ সকালে ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট পুরান ঢাকায় তাদের অপারেশন শুরু করল। এর অগ্রবর্তী বাহিনীটি যাকেই পালাতে দেখল তাকেই লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কয়েকটি জায়গায় বাঙালিদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হলো। অগ্রবর্তী দলের পেছনেই ছিল একটি ছোটো দল, তাদের হাতে ছিল পেট্রোল। আশেপাশের বাড়িঘরে আগুন দিতে দিতে এগোতে লাগল দলের সৈন্যরা।

ক. কোন গাছের নিচে হরিকাকুর সাথে বুধার দেখা হয়? ১
খ. বুধা রানিকে 'ভীতুর ডিম' বলেছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আংশিক চিত্র মাত্র।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। ১৯৭১ সালের ৭ই অক্টোবর গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করলে, পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময় একদিন শহিদুল ইসলাম কাজের ছেলের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির ঘাঁটিতে যান। তাদের বিভিন্ন ফাই-ফরমাশ খেটে আস্থা অর্জন করেন। পরে গ্রেনেডসহ ঘাঁটিতে প্রবেশ করে সেখানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন।

ক. বুধা কোথায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে? ১
খ. 'এমন খুশি আমার জীবনে আর আসেনি।'–বুধার এমন উক্তির কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শহিদুল ইসলামের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সার্বিক বিশ্লেষণে উদ্দীপকের শহিদুল ইসলাম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।"–মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। রাফিন সংবাদপত্র খুলে প্রথমেই 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' কলামটিতে চোখ না বুলিয়ে ঘর থেকে বের হন না। ঘর থেকে বেরোবার সময় অসাবধানতাবশত হোঁচট খেলে বা হাঁচি দিলে, খানিকটা সময় বসে তারপর বাড়ি থেকে বের হন।

ক. বহিপীরের মতে, পিরের গায়ে কী লাগে না? ১
খ. 'এবার তার সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাবে'–কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকটি কীভাবে 'বহিপীর' নাটকের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূলচেতনাকে স্পর্শ করেছে কি? তোমার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। দৃশ্যকল্প-১ : চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় ॥

দৃশ্যকল্প-২ : বল কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী
পার হয় তোমাকে ধরে
দুর্বল মানুষ যদি।

ক. বহিপীরের প্রথম স্ত্রী কত বছর আগে এন্তেকাল করেন? ১
খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছিল কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের কোন পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২-এর চেতনা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনারই ধারক।"–মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	K	৪	K	৫	K	৬	N	৭	M	৮	N	৯	M	১০	K	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	K	১৫	N
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	K	২১	N	২২	L	২৩	L	২৪	L	২৫	M	২৬	K	২৭	N	২৮	L	২৯	M	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ শৈশবে সড়ক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে সাবিনা। বাবা-মা তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পড়াশোনা করে সে আজ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক। সে এখন সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ।

ক. সুভা কীসের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন? ১

খ. পিতা-মাতার মনে সুভা সর্বদাই জাগরুক ছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সাবিনার সাথে সুভার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কারো। ৩

ঘ. "'সুভা' গল্পে সুভার বাবা-মা যদি উদ্দীপকের সাবিনার বাবা-মায়ের মতো হতো তাহলে সুভাকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হতো না।" – মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'সুভা' নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

খ সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার ভবিষ্যতের পরিণতি চিন্তায় পিতামাতার মনে সে সর্বদা জাগরূক ছিল।

বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ায় সুভা নিজেকে সব সময় সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বলে মনে করত। সুভার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার বাবা-মা যেমন উদ্‌বিগ্ন থাকতেন তেমনি প্রতিবেশীদের মাঝেও তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। মা সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করতেন। সুভার এই প্রতিবন্ধিত্বের কারণে সর্বদাই সে তার পিতামাতার মনে অস্বস্তি হিসেবে জাগরূক ছিল।

উত্তরের মূলকথা : সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার ভবিষ্যতের পরিণতি চিন্তায় পিতামাতার মনে সে সর্বদা জাগরূক ছিল।

গ প্রতিবন্ধী সন্তানকে যথাযথ সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের সাবিনার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'সুভা' গল্পের সুভা কথা বলতে পারে না। সে জন্ম থেকেই বাক্‌প্রতিবন্ধী। তার এ কথা বলার অক্ষমতাকে মা নিজের গর্ভের কলঙ্ক হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাই তিনি মেয়ের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করেন। মায়ের এমন নিষ্ঠুর মনোভাব ও আচরণ সুভার মাঝে তীব্র হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করে। এজন্য সর্বদা নিজেকে আড়াল করে রাখতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

অন্যদিকে উদ্দীপকের সাবিনা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও বাবা মা তার প্রতি খুবই আন্তরিক। তারা তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করায় এবং নির্বিঘ্নে তারা পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে। ফলে সে ঐ স্কুলের একজন শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই সে এখন সমাজের বোঝা হওয়ার পরিবর্তে সম্পদে পরিণত হয়েছে। বিপরীতে সুভার প্রতি তার মায়ের একচ্ছত্র অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই প্রতিবন্ধী কন্যাকে সহযোগিতার পরিবর্তে তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। সুভা সকলের অবহেলা পেয়েছে, সহযোগিতা ও ভালোবাসা পায়নি। তাই 'সুভা' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের সাবিনার অনুকূল পরিবেশের দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবন্ধী সন্তানকে উপযুক্ত সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের সাবিনার সাথে সুভার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ 'সুভা' গল্পে সুভার বাবা-মা যদি উদ্দীপকের সাবিনার বাবা-মায়ের মতো হতো তাহলে সুভাকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হতো না।

প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর অন্যতম উদাহরণ 'সুভা' গল্পটি। এ গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভার মধ্য দিয়ে লেখক প্রতিবন্ধীদের মর্মবেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যায়, বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভাকে নিয়ে সকলেই বিব্রত। তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে সকলেই চিন্তিত। কিন্তু তার সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথকে মসৃণ ও সুগম করতে কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি।

উদ্দীপকের সাবিনা 'সুভা' গল্পের সুভার তুলনায় অনেক ভাগ্যবতী। শৈশবে সড়ক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও বাবা-মায়ের সহযোগিতা পেয়েছে। তার মা তাকে অবজ্ঞা করেনি। তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সব রকমের সহযোগিতা করেছে। তাই সে আজ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক। এমন সহযোগিতা পেলে সুভাকে হয়ত গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হতো না।

প্রতিবন্ধীরা সমাজের অংশ। সমাজ গঠনে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষমতা। তাদের মাঝে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা উদ্‌ঘাটন করলেই তারা সমাজের মূলধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। উদ্দীপকের সাবিনার মা-বাবা ঠিক এই কাজটিই করেছেন। এর ফলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়েও সাবিনার জীবন সাফল্যের আলোয় আলোকিত। অন্যদিকে, স্বজনদের অবহেলা সুভার জীবনকে হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তার কচি মনের স্বপ্নগুলো ডানা মেলার আগে অঙ্কুরেই সব ঝরে পড়েছে। যদি সাবিনার মতো সুভাকে তার মা-বাবা সঠিক উপায়ে সমর্থন প্রদান করে যেত, তাহলে হয়তো তাকে কলকাতায় যেতে হতো না। সেও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের অধিকারী হতে পারত।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবন্ধীরাও সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারলেই তারা মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ০২ পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে পৌরমেয়র তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন, 'আমার বন্ধুগণ, এ জয় আমার নয়, আপনাদের। আজ থেকে এ পৌরসভার প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার আমি। এখন থেকে সকলে মিলেমিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করব। আপনারাই আমার শক্তি।'

ক. তথাকথিত ছোটোলোক সম্প্রদায়ের কাজ করতে না পারার কারণ কী? ১
খ. 'তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর মহা-আত্মার অংশ।' –এখানে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গিই 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের মূলসুর'। – উক্তিটির যৌক্তিকতা যাচাই করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক তথাকথিত ছোটোলোক সম্প্রদায়ের কাজ করতে না পারার কারণ ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার।

খ তাহার আত্মা বলতে লেখক ছোটোলোকদের আত্মাকে বুঝিয়েছেন। আর একটু গভীরভাবে ভাবলে সে আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর এবং মহা-আত্মার অংশ।

পৃথিবীতে সব মানুষই সমান। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মধ্যে অযথাই বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। যাদেরকে ছোটোলোক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, তারাও মানুষ। তাদের কাতারে নিজেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তাদের আত্মা নিজেদের আত্মার মতোই ভাস্বর। তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অযথাই তাদেরকে ছোটো জ্ঞান করে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তা না করে মানুষ হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করলে সমাজে কোনো বৈসম্য থাকবে না। ছোটো বড়োর বিভেদ ঘুচে গিয়ে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই। তাই লেখক কাউকে ছোটো জ্ঞান করার আগে নিজেকে ঐ কাতারে বিবেচনা করার কথা বলেছেন। তাহলে দেখা যাবে, আর কোনো ভেদাভেদ বা পার্থক্য থাকবে না। মনে হবে, সকলে একই মহা-আত্মার অংশ।

উত্তরের মূলকথা : দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখার আগে নিজেকে তাদের মতো ভাবলে বোঝা যাবে তারাও মানুষ এবং মহা-আত্মার অংশ।

গ সাম্যবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান করেছেন। কেননা কাউকে উপেক্ষা করে ছোটোলোক ভাবার পক্ষে নন তিনি। তাঁর মতে, সকলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

উদ্দীপকের পৌরমেয়র নিজের জয়কে জনগণের বিজয় হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি পৌরসভার প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে চান। পৌরসভার সকলকে নিজের শক্তি হিসেবে অভিহিত করে তিনি সকলে মিলে মিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক পৌরমেয়রের মতো ব্যক্তি প্রত্যাশা করলেও সেখানে অভিজাত সম্প্রদায় তথাকথিত 'নিচুশ্রেণির লোক' আখ্যা দিয়ে কিছু মানুষকে একঘরে করে রাখছে। ফলে সেই মানুষগুলো হীনম্মন্যতায় ভুগে সমাজের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। আলোচ্য প্রবন্ধে অভিজাত্য গর্বিত মানুষ তাদের স্বার্থের জন্য তথাকথিত নিচু শ্রেণির মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ দেয় না। যা উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সকল মানুষকে আপন করে নেওয়ার ভাবনার দিক থেকে উদ্দীপকের পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুর।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখকের সাম্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মতে, সমাজের সব মানুষ মিলেই জনশক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষকে অবহেলা করা হয়। অথচ একটি দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ওপর।

উদ্দীপকে পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা পৌরমেয়র সকল নাগরিককে এ জয়ের কৃতিত্ব দেন এবং এ বিজয় জনগণের বলে ঘোষণা দেন। এ পৌরসভার প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে চান। সকলে মিলেমিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করতে চান। পৌরবাসীকে নিজের শক্তি হিসেবে অভিহিত করে সকলে মিলেমিশি থাকতে চান। কোনোরূপ বৈসম্য বা ভেদাভেদ তিনি সমর্থন করেন না। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' রচনায় লেখকও এমনটি প্রত্যাশা করেছেন। লেখকের মতে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হবে নির্মল, নিঃশর্ত। উদ্দীপকের পৌরমেয়রের মতো সোনার মানুষই লেখকের প্রত্যাশা এবং রচনার মূলসুর।

উত্তরের মূলকথা : সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুর।

প্রশ্ন ▶ ০৩ অতীতে পয়লা বৈশাখ গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এদিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখত, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ধোয়ামোছা করে সকালে গোসল সেরে পূত-পবিত্র হতো। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা ও ভালো পরতে পারাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতো। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ও নানারকম আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করত।

ক. নবাব সিরাজদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য কাদের ডাক দিয়েছিলেন? ১
খ. 'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক নবাব সিরাজদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কে ডাক দিয়েছিলেন।

খ প্রশ্নোক্ত বাক্যটিতে বিগত দিনের অপবাদ ও গ্লানি ধুয়ে মুছে পুত-পবিত্র হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

নববর্ষ হলো পুরোনো জীর্ণ জীবনকে বিদায় দিয়ে সতেজ-সজীব নবীণ এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। পুরাতন স্মৃতি ভুলে নতুন আহ্বানে সাড়া দেওয়া, বিগত দিনের ব্যর্থতার অপবাদ ভুলে যাওয়ার মধ্যে নববর্ষের মাহাত্ম্য নিহিত। কবিও প্রত্যাশা করেছেন, পুরাতন দিনের ব্যর্থতা, অপবাদ, ঘুচে অগ্নিস্নানে পবিত্র হওয়ার বাসনা। নতুন দিনে নতুন আশা নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে পথ চলার প্রত্যাশা নববর্ষে।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ নব উদ্যমে সবকিছু ভুলে, পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো নববর্ষ উদ্‌যাপনের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধ।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষিনির্ভর এদেশে প্রাচীনকাল থেকে বাংলা নববর্ষের ধারণা চলে এসেছে। এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এ উৎসবে আনন্দের সাথে অংশ নেয়। ধনী-গরিব, উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সবাই নতুন পোশাক পরে বছরের প্রথম দিনকে স্বাগত জানায়।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বাঙালির হৃদয়ে জাগে সুরের মূর্ছনা। একে অপরের প্রতি প্রকাশ করে সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য। পুরাতনের গ্লানি ভুলে নতুন উদ্যমে নতুনের প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বৈশাখের আনন্দ ছাড়াও বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে। এ উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ বাঙালি চেতনাকে ধারণ করে আনন্দে মেতে ওঠে। দোকানে দোকানে চলে হালখাতা ও মিষ্টি খাওয়ার উৎসব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, যা প্রবন্ধে থাকলেও উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

ঘ "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।"– বাংলা নববর্ষ পালনের ঐতিহ্য বিবেচনায় মন্তব্যটি যথার্থ।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে লেখক তার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন সাবলীল ভাষায়। বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। এটি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রাচীনকাল থেকেই উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। উৎসব শুধু বিত্তবান, মধ্যবিত্ত ও দীন-দরিদ্র কৃষকের নয়, এ উৎসব বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষের।

উদ্দীপকে অতীতের নববর্ষ উদ্‌যাপন বর্ণিত হয়েছে। নববর্ষের দিন সাধারণ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করত, সমস্ত জিনিসপত্র ধোয়ামোছা শেষে গোসল করে পুত-পবিত্র হতো। এদিনে ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভালো পরতে সবাই চেষ্টা করত। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ছিল সাধারণ ঘটনা।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে উদ্দীপকের মতোই নববর্ষ উদ্‌যপানের কথা বলা আছে। তবে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক। এ অভিমত ব্যক্ত করে লেখক পয়লা বৈশাখের জয়গান গেয়েছেন। সুতরাং উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলে ও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি। এ মন্তব্য যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : পয়লা বৈশাখ যে ঐতিহ্যপূর্ণ, ঐতিহাসিক পটভূমি সমৃদ্ধ তা উদ্দীপকে ধরা পড়ে না। তাই মন্তব্যটি যথাযথ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ চুকনগরের গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিক্ষক সরদার মুহাম্মদ নূর আলি বলেন, 'সে এক নারকীয় দৃশ্য। ভোলা যায় না। আমাদের এলাকায় প্রায় চার মাইলব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞ চলে। কিছু লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দুর্গন্ধ এড়াতে কিছু লাশ মাটি চাপা দেওয়া হয়। এলাকার লোক দুই মাস পর্যন্ত নদীর মাছ খায়নি। ভয়ে লোকজন পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত বাজারেও আসেনি।'

ক. 'মার্সি পিটিশন' অর্থ কী? ১
খ. 'মিথ্যা ভাষণে ভরা বিবৃতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের তুলনায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক।'–উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'মার্সিপিটিশন' অর্থ হচ্ছে শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন।

খ 'মিথ্যা ভাষণে ভরা বিবৃতি' বলতে ১৯৭১ সালে এদেশের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের যে বিবৃতি দিতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য করেছিল সেই বিবৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার রেডিয়ো-টিভিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। এসব অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল অত্যাচারী পাকিস্তান সরকারের গুণকীর্তন করা। পাকিস্তান সরকার যখন দেখল যে, এতে তাদের সুবিধা হচ্ছে না, তখন খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করতে থাকে এবং এতে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই বিবৃতি সম্পর্কেই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : 'মিথ্যা ভাষণে ভরা বিবৃতি' বলতে ১৯৭১ সালে এদেশের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের যে বিবৃতি দিতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য করেছিল সেই বিবৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মাছ খাওয়া বাদ দেওয়ার বিষয়টি উপস্থিত।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। সেসময় পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলায় প্রথমেই ঢাকার নগর জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পরেই শহরের আশেপাশের নদীতে মানুষের লাশ ভাসতে থাকে। হত্যা-লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ছিল প্রতি মুহূর্তের ঘটনা। পাকিস্তানি বর্বর সেনারা কত পরিবারকে যে স্বজনহারা করেছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

উদ্দীপকে শিক্ষক সরদার মুহাম্মদ নূর আলি চুকনগরের গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সে এক নারকীয় দৃশ্য। ঐ এলাকার প্রায় চার মাইল ব্যাপী গণহত্যা চলে। কিন্তু লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দুর্গন্ধ এড়াতে কিছু লাশ মাটি চাপা দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ দুই মাস পর্যন্ত নদীর মাছ খায়নি এবং ভয়ে বাজারেও আসেনি। অন্যদিকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় এরূপ বর্ণনা রয়েছে। সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে শত শত মানুষ মেরে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলছে। পচা লাশের দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যেত না। সেজন্য মানুষ নদী থেকে ধরা মাছ না খেতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব উদ্দীপকের সাথে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মানুষ হত্যার বিভৎস্য দিক এবং নদীর মাছ না খাওয়ার দিকটি উপস্থিত।

উত্তরের মূলকথা : নদীতে ভেসে যাওয়া মৃতদেহের পচা গন্ধ এবং এজন্য অনেকদিন নদীর মাছ না খাওয়ার বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় উপস্থিত।

ঘ "উদ্দীপকের তুলনায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক।"—মন্তব্যটি যথার্থ।

আলোচ্য উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দিকটি ফুযটে উঠেছে। চুকনগরের গণহত্যার বর্ণনা রয়েছে উদ্দীপকে। সেখানে চার মাইলব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞ চলে। অনেক লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এলাকার লোকজন দুইমাস পর্যন্ত নদীর মাছ খায়নি। অন্যদিকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় উল্লেখ আছে সদরঘাট, সোয়ারীঘাট এলাকায় পচা লাশের দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না। এজন্য মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছেন লেখিকা। এ বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

আলোচ্য রচনায় গভীর বেদনার সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে মাতৃহৃদয়ের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় প্রথমেই যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য রচনায়। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার জোর করে স্কুল-কলেজ খোলা রাখে— সকল কিছু স্বাভাবিক এটা বোঝানোর জন্য। জোর করে রেডিয়োতে, পত্রিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবৃতি প্রচার করা হয়। তারপর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ— এসব কিছুই নেই আলোচ্য উদ্দীপকে। সুতরাং বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা উপলব্ধি করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উদ্দীপকের তুলনায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের তুলনায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক।

প্রশ্ন ▸ ০৫ দুই বন্ধুর কথোপকথন—

১ম বন্ধু : জানিস বন্ধু, সমাজের সাথে তাল মেলাতে গেলে শুধু বাংলা বললেই চলে না। আমিতো ইংরেজি ভালো শিখিনি, তাই নিজের মতো করে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলি, তবে ছেলেটিকে ভর্তি করিয়েছি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

২য় বন্ধু : সমাজের সাথে তাল মেলাতে আমি মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পাই না, আমি গর্বিত বাংলা ভাষায় কথা বলি বলে। আমার সন্তানের ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অগ্রাধিকার দিয়েছি।

ক. 'আরবি-ফারসি' শাস্ত্রের প্রতি কবির কী নেই? ১

খ. বাংলা ভাষাকে যারা হিংসা করে তাদের জন্ম সম্পর্কে কবির সন্দিহান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম বন্ধুর বক্তব্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন দিকের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ২য় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা"— মন্তব্যটি যথার্থতা বিচার করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক আরবি-ফারসি শাস্ত্রের প্রতি কবি আবদুল হাকিমের কোনো রাগ নেই।

খ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান।

কবি আবদুল হাকিমের সামসময়িক অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করত। তারা বাংলাকে 'হিন্দুর অক্ষর' মনে করে ঘৃণা করত এবং আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এসব মানুষকে শিকড়হীন পরগাছার সাথে তুলনা করা যায়। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর বক্তব্য 'বঙ্গবাণী' কবিতায় বর্ণিত অন্য ভাষার প্রতি অনুরাগের কারণে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা করার দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। বিদেশি ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেশ নেই। কিন্তু যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করার পরও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে কবি তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ এবং তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাদের এই অকৃতজ্ঞ মনোভাব কবিকে ব্যথিত করে। আর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ থেকেই কবি বাংলা ভাষায় বিদ্বেষীদের প্রতি তীব্র নিন্দা ব্যক্ত করেন।

উদ্দীপকে প্রথম বন্ধু তার ছেলেটিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা অর্জন তার কাছে নিতান্তই গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত। তাই সে গর্ব করে তার ছেলেকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্জনের বিষয়টি বলে। তার মানসিকতায় বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকটি চিত্রিত হয়েছে। নিজ মাতৃভাষার প্রতি তার কোনো গুরুত্ব নেই। নিজে উচ্চ শিক্ষিত নয়, তাই অনর্গল ইংরেজি বলতে পারে না। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলে। এমন মানসিকতার মাধ্যমে উদ্দীপকের প্রথম বন্ধু এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতায় অকৃতজ্ঞ মানুষদের আচরণে ভাষার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব ফুটে ওঠেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের প্রথম বন্ধু কবিতায় বর্ণিত মাতৃভাষার প্রতি যাদের মমত্ববোধ নেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর বক্তব্যে কবিতায় বর্ণিত অন্য ভাষার প্রতি অনুরাগের কারণে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ নিজ ভাষার প্রতি অনুরাগ সূত্রে উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব মাতৃভাষাপ্রীতি। বাংলা ভাষার সঙ্গে কবিহৃদয়ের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পুরো কবিতা জুড়েই মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন কবি। অন্য ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি কবির তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না।

উদ্দীপকে দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্যে মাতৃভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। যে কারো কাছে তার মাতৃভাষা খুবই তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা মানুষকে অবাধ, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করে। মাতৃভাষা ছাড়া কোনোভাবেই সহজ সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাই উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধু তার ছেলেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী। কেননা সে মনে করে, নিজ ভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্য ভাষায় আগ্রহী হলেই সাফল্য অর্জন করা যায় না।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশের পাশাপাশি মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মাতৃভাষা বাংলার সাথে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে এ ভাষাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই মাতৃভাষার প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। তবুও যারা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষার অনুকরণ করতে চায়, এমন হীন লোকদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর মধ্যে এমন চেতনা পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব, একথা যথার্থ যে, উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : নিজ ভাষার প্রতি একচ্ছত্র অনুরাগ সূত্রে উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য আলোচ্য কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▸ ০৬ পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

ক. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন? ১
খ. 'জীবাত্মা অনিত্য নয়'– কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি ছাড়াও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উঠে এসেছে জীবনকে সমৃদ্ধ করার একাধিক পরামর্শ"– মন্তব্যটির প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

খ জীবাত্মা অনিত্য নয়, কারণ জীবকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক করে তোলা যায় জগতে কল্যাণকর কর্মের মাধ্যমে। মানুষকে এ পৃথিবীতে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। আবার মৃত্যুকে অনিবার্য জেনে জীবন-বিমুখ হলেও চলবে না। কারণ মানবজন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। জগতে কল্যাণকর কর্মের মাধ্যমে মানবজীবনকে সার্থক করে তোলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : 'জীবাত্মা অনিত্য নয়', কারণ জীবকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে সুখ আন্বেষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি অনর্থক সুখের প্রত্যাশা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং সংসারের কাজে মনোযোগী হতে হবে ও পৃথিবীর উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। কবি মনে করেন, অতীত সুখের জন্য ব্যাকুল না হয়ে পৃথিবীর কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকৃত সুখ।

উদ্দীপকের কবি পরের কল্যাণে কাজ করার মধ্যেই সুখ খুঁজে ফিরেছেন। তাই তিনি সুখ সুখ করে বৃথা কাঁদতে নিষেধ করেছেন। কেননা নিজেকে নিয়ে ভাবলে কেবল মনোবেদনাই বাড়ে। কবির মতে, 'পরের কারণে মরণেও সুখ।' একইভাবে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায়ও কবি জগতের কল্যাণের মধ্যেই সুখের প্রকৃত স্বরূপকে অনুভব করেছেন। এ কবিতায় অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করার মধ্যেই প্রশান্তি খুঁজেছেন তিনি। এভাবেই অপরের কল্যাণে কাজ করার মধ্যে সুখ অন্বেষণ করেছেন কবি। এ দিকটিই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে সুখ অন্বেষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়াও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উঠে এসেছে জীবনকে সমৃদ্ধ করার একাধিক পরামর্শ"– মন্তব্যটি যথার্থ।

জীবন স্বপ্নের মতো অলীক নয়। পৃথিবী মায়ার জগৎ নয়। তাই এখানে দুঃখে বিচলিত না হয়ে সংসার নামক সমরাঙ্গনে সংগ্রাম করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হবে। মহামানবেরা যেভাবে অমরত্ব লাভ করেছেন, আমাদেরও উচিত সেভাবে কাজের মাধ্যমে জীবনকে তাৎপর্যময় করে তোলা। উদ্দীপকে জীবনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করতে সুখ প্রত্যাশা ত্যাগ করে অপরের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে। আর 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি জীবনকে সার্থক করে তোলতে জীবনকে সমৃদ্ধ করার একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন। কবি মনে করেন, বৈরাগ্য সাধনে কোনো মুক্তি নেই। আমাদের জীবন শৈবালের উপরের শিশিরবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী, অথচ মহামূল্যবান। তাই মানুষকে এই পৃথিবীতে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি বলেছেন, সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। কারণ সংসারেই বিভিন্ন সমস্যা-সংকট দেখা দিতে পারে। চলার পথে জীবনের সেইসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,

ধর্মীয়, পারিবারিক ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রতিদিন সামনে আসে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলেই সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবি তাই মনে করেন। কিন্তু উদ্দীপকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তাই আমরা মন্তব্যটিকে যথার্থ বলতে পারি।

উত্তরের মূলকথা : মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে সুখ অন্বেষণের দিক ছাড়াও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় জীবনকে সমৃদ্ধ করার একাধিক পরামর্শ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ নয়ন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। একমাত্র ছেলে নয়নের এমন অবস্থায় মা দিশেহারা। তিনি নামাজ পড়ে ছেলের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। রোজা মানত করেন, জানের বদলে জান হিসেবে গোরু মানত করেন। অসুস্থ নয়নকে দেখতে নানারকম ফলমূল নিয়ে আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে ভীড় জমায়।

ক. ফোঁটায় ফোঁটায় কী ঝরছে? ১
খ. 'সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র, পূর্ণরূপ নয়।" –বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরছে।

খ পল্লিমায়ের মনে পুত্র হারানোর যে শঙ্কা তা-ই ফুটে উঠতে দেখি 'সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা'– চরণটির মাধ্যমে।

রুগ্ণ পুত্রের শিয়রে বসে রাতজাগা এক দরিদ্র পল্লিমায়ের কথা 'পল্লিজননী' কবিতায় আমরা পাই। দারিদ্র্যের কারণে ছেলের ভালো পথ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। অসুস্থ ছেলে যখন নানান আবদার করে তখন তার মনে অনেক কথা জাগে। অনাগত দিনেও মা কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না; সেখানেও যেন অবস্থান করছে অর্থের অভাব। উদ্ধৃত চরণে মায়ের এ অবস্থাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা পল্লিমায়ের সন্তান হারানোর শঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে।

গ রোগশয্যায় সন্তানকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের নয়নের মায়ের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক অসহায় মা তার রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসে ছেলের আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সংসারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ছেলের কোনো আবদার পূরণ করতে পারেননি, পারেননি অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা করাতে। এমনকি এই মৃত্যুশয্যায় তার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কাতরভাবে মিনতি জানাচ্ছেন, তার সন্তানকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য।

উদ্দীপকের নয়ন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে তাকে শহরের অনেক নামী ও বিখ্যাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একমাত্র ছেলে বলে মা সন্তানের এ অবস্থায় দিশেহারা। অসুস্থ নয়নকে দেখতে নানারকম ফলমূল নিয়ে আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে ভীড় জমায়। কিন্তু 'পল্লিজননী' কবিতায় অসুস্থ ছেলের মা চরম দারিদ্রক্লিষ্ট। দারিদ্র্যের কারণে মা তার অসুস্থ ছেলেকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা দিতে পারছেন না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অসচ্ছলতার কারণে সন্তানকে যথোপযুক্ত সেবা দিতে না পেরে মায়ের মন দুঃখভারাক্রান্ত। দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট অভাববোধ উদ্দীপকের নয়নের মায়ের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : রোগশয্যায় সন্তানকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের নয়নের মায়ের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র, পূর্ণরূপ নয়।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা অকৃত্রিম। মায়ের কাছে তার সন্তান অমূল্য ধন। মাতৃস্নেহের কোনো তুলনা হয় না। মায়ের স্নেহ-মমতায় কোনো স্বার্থ নেই। সন্তানের অসুখে মায়ের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সন্তানের কষ্টে সে যন্ত্রণাকাতর হয়। সন্তান যখন সুস্থ ছিল তখন সে কী আবদার করত, মায়ের বারণ সত্ত্বেও দুষ্টুমি করত, সেসব কথা মায়ের স্মৃতিতে যখন ভেসে ওঠে, আর মায়ের মন তখন খারাপ হয়ে যায়।

উদ্দীপকে একমাত্র ছেলে নয়ন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে তাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, মা নামাজ পড়ে ছেলের সুস্থ্যতার জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছেন, মানত করছেন, জানের বদলে জান হিসেবে গোরু মানত করেন। অন্যদিকে কবিতায় মা তার রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসে থাকে মৃত্যুর আশঙ্কায়।

'পল্লিজননী' কবিতায় রুগ্ণ পুত্রের শিয়রে বসে রাতজাগা এক মায়ের মনঃকষ্ট বন্ধনা করা হয়েছে। সন্তান হারানোর মতো বেদনাবিধুর পরিস্থিতির মুখোমুখি সে। তাইতো কানাকুয়োর ডাক, বাদুরের পাখা ঝাপটানিতে মায়ের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। যা উদ্দীপকে নেই। মেলার দিনে অভাবী মা টাকার জন্য সন্তানের সাথে বাহানা করেন, যা উদ্দীপকে নেই। কোথাও খেলতে গিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরায় সন্তানের চিন্তায় মায়ের অস্থির মনের যন্ত্রণাও উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার খন্ডচিত্র মাত্র, পূর্ণরূপ নয়।'

উত্তরের মূলকথা : দুই মায়ের মধ্যে মাতৃস্নেহের আপত্য দিকটি ফুটে উঠলেও উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার পূর্ণরূপ নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ২৬শে মার্চ সকালে ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট পুরান ঢাকায় তাদের অপারেশন শুরু করল। এর অগ্রবর্তী বাহিনীটি যাকেই পালাতে দেখল তাকেই লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কয়েকটি জায়গায় বাঙালিদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হলো। অগ্রবর্তী দলের পেছনেই ছিল একটি ছোটো দল, তাদের হাতে ছিল পেট্রোল। আশেপাশের বাড়িঘরে আগুন দিতে দিতে এগোতে লাগল দলের সৈন্যরা।

ক. কোন গাছের নিচে হরিকাকুর সাথে বুধার দেখা হয়? ১
খ. বুধা রানিকে 'ভীতুর ডিম' বলেছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আংশিক চিত্র মাত্র।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক বড়ো জামগাছটার নিচে হরিকাকুর সাথে বুধার দেখা হয়।

খ মিলিটারির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে বলে বুধা রানিকে একটা ভীতুর ডিম বলেছে।

গ্রামে মিলিটারি এসে অনেককে গুলি করে মারে এবং বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে বাজারের অনেক ঘর পুড়ে যায়। মিলিটারি চলে গেলে গ্রামের মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় দল বেধে পরিবার পরিজন নিয়ে পালাতে থাকে। নোলক বুয়া, হরিকাকু অনেকেই পালিয়ে যায়। এ দলে যোগ হয় রনি ও তার পরিবার। রানি বুধাকে অনেক ভালোবাসে। তাই বুধাকে সাবধানে থাকার নানা পরামর্শ দেয়। কিন্তু বুধা জানে কখন কি করতে হবে। আর সে চায় না সবাই পালিয়ে যাক। তাই রানিকে ভীতুর ডিম বলে বুধা তিরস্কার করে।

উত্তরের মূলকথা : বুধা চায় না সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাক। আর রানির অতিরিক্ত আতঙ্ক দেখে বুধা তাকে ভীতুর ডিম হিসেবে আখ্যা দেয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে চিত্রিত হানাদার বাহিনীর অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিনিধিত্ব করে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রাম বাংলার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। সে সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিত। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করত। তাদের এ অত্যাচারের ভয়ে মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। উপন্যাসটিতে এমন অবরুদ্ধ পরিস্থিতির চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে ২৬শে মার্চ সকালের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেদিন ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট পুরোনো ঢাকায় তাদের যে অপারেশন পরিচালনা করে সে কথা বর্ণিত হয়েছে। এই অপারেশনের অগ্রবর্তী বাহিনী যাকেই পালাতে দেখেছে, তাকেই গুলি করে হত্যা করে। কয়েক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তাদের পেছনে ছিল ছোটো দল, তারা আশেপাশের বাড়ি-ঘরে আগুন দিতে দিতে এগোতে থাকে। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা হানাদারদের পৈশাচিক আক্রমণের দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ওঠে এসেছে। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী বুধাদের গ্রামের বাজার পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে অনেক মানুষকে। প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় অধিকাংশ মানুষ। অর্থাৎ আলোচ্য উপন্যাস এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের চিত্র ফুটে ওঠেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের দিকটি ফুটে ওঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আংশিক চিত্র মাত্র।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনার আগে এক কিশোরের জীবনের ও স্বপ্নের করুণ আখ্যান বয়ান করা হয়েছে। মিলিটারিদের আক্রমণ, তাদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের চিত্রও ওঠে এসেছে।

উদ্দীপকে মিলিটারিদের সীমাহীন অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ওরা কাউকে পালিয়ে যেতে দেখলে দল বেঁধে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। ওদের পেছনে যে পেট্রোল নিয়ে ছোটো দলটি থাকে, ওরা আশেপাশে আগুন দিতে দিতে এগোতে থাকে। যা উক্ত উপন্যাসে বুধাদের গ্রামের ও বাজারের সাথে সজ্ঞাতিপূর্ণ। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের যে চিত্র উঠে এসেছে তা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের খণ্ডচিত্র। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস দুটি অংশে বিভক্ত– যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধপরবর্তী অবস্থা। বুধার জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা এ দুটি অবস্থার পরিপূর্ণ বিবরণ পাই। বুধার মাধ্যমেই বাংলাদেশের মানুষের করুণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আবার তার মানসিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক মুক্তিযুদ্ধ, যা এ উপন্যাসের মূল শক্তি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে দিক উঠে এসেছে তা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের খণ্ডিত চিত্র মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : পাক বাহিনীর অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আংশিক চিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ১৯৭১ সালের ৭ই অক্টোবর গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করলে, পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময় একদিন শহিদুল ইসলাম কাজের ছেলের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির ঘাঁটিতে যান। তাদের বিভিন্ন ফাই-ফরমাশ খেটে আস্থা অর্জন করেন। পরে গ্রেনেডসহ ঘাঁটিতে প্রবেশ করে সেখানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন।

ক. বুধা কোথায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে? ১

খ. 'এমন খুশি আমার জীবনে আর আসেনি।'–বুধার এমন উক্তির কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শহিদুল ইসলামের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সার্বিক বিশ্লেষণে উদ্দীপকের শহিদুল ইসলাম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।"–মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধা নৌকার পাটাতনে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

খ রাজাকার আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দিয়ে বুধা আনন্দ প্রকাশ করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর বুধা খুশি হতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু রাজাকার আহাদ মুন্সির বসতবাড়িতে আগুন দিয়ে বুধা হারানো খুশি ফেরত পেয়েছে। কারণ অত্যাচারী ও হত্যাকারী মিলিটারিদের সজ্গে হাত মিলিয়েছিল আহাদ মুন্সি। শান্তি কমিটির নামে, সে গ্রামের মানুষের হত্যাকারীদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করত। তাই তার বাড়ি পুড়িয়ে খুশি হয়েছিল বুধা।

উত্তরের মূলকথা : রাজাকার কমান্ডার আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দিয়ে বুধা খুব আনন্দ অনুভব করে।

গ উদ্দীপকের শহীদুল ইসলামের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গেরিলা আক্রমণের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কিশোর বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ আক্রমণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সুকৌশলে সে মিলিটারি ক্যাম্পে প্রবেশ করে ও মাইন বিস্ফোরণের মাধ্যমে ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায় গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ করলে ওরা ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এসময় শহিদুল ইসলাম কাজের ছেলের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে যায় এবং তাদের বিভিন্ন ফাই-ফরমেশ খেটে আস্থা অর্জন করে। পরে গ্রেনেডসহ ঘাঁটিতে প্রবেশ করে সেখানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বর্ণনায় দেখা যায়, গ্রামে মিলিটারি আক্রমণ করে। তারা গ্রামের বেশকিছু মানুষকে হত্যা করে। ঘটনাটি বুধার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। সংগত কারণেই সে দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের পরামর্শে সে মিলিটারি ক্যাম্পে যায়। মাটিকাটা দলের সঙ্গে কাজের জন্য যোগ দিয়ে কৌশলে বাংকারে মাইন পুতে আসে। পাকিস্তানি মিলিটারি বাংকারে নামামাত্র তাদের পায়ের চাপে মাইন বিস্ফোরিত হয়। এতে উড়ে যায় মিলিটারি ক্যাম্প। মাইন বিস্ফোরণের এ ঘটনা মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলার অংশ। উদ্দীপকে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা নির্যাতনের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধার গেরিলা আক্রমণের দিকটি ফুটে উঠেছে। সে বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের শহিদুল ইসলামের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাক বাহিনী নিধন আর উপন্যাসে বুধার মাইন বিস্ফোরণ ঘটানো একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ সার্বিক বিশ্লেষণে উদ্দীপকের শহীদুল ইসলাম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, বুধা চরিত্রের বুদ্ধি, জীবনভাবনা, বিস্তৃতি, গতি আরও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। উপন্যাসের শুরুতে আমরা তাকে আত্মপ্রত্যয়ী বালক হিসেবে স্বাধীনতভাবে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখি। কলেরায় তার বাবা, মা, ভাইবোন সকলকে হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যায়। সময়ের পটপরিবর্তনে সে হয়ে ওঠে সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তিযোদ্ধা। তার সাহসিতা অপ্রতিরোধ্য। বুধা পাক বাহিনীর অত্যাচার, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দেখে যুদ্ধ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে রাজাকারের বাড়িতে আগুন দেয়, পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রাখার মতো চরম দুঃসাহসিক কাজ করে অবলীলায়। রাজাকার ও পাকিস্তানিদের ভয়ে সে গ্রাম ছেড়ে যায় না। এভাবে পরিবারহীন বুধা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার মাধ্যমে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল চরিত্রে রূপ লাভ করে।

উদ্দীপকে শহীদুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনাঘাঁটিতে কাজের ছেলে হিসেবে কাজ নেয়। সে মিলিটারিদের আস্থা অর্জন করে। সুযোগ বুঝে ক্যাম্পে গ্রেনেডসহ প্রবেশ করে এবং সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা ছিল বাস্তবতার নিপীড়নে পিষ্ট হওয়া এক সাহসী কিশোরের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার গল্প। বুধার জীবনভাবনা ও চিন্তার প্রসারতা ছিল। কিন্তু উদ্দীপকটিতে শহীদুল ইসলামের চরিত্র বুধার মতো ব্যাপকতা ও বিস্তৃত লাভ করতে পারেনি। জীবনভাবনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনাতেও বুধা এবং শহীদুল ইসলাম চরিত্রের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায় সার্বিক বিশ্লেষণে উদ্দীপকের শহীদুল ইসলাম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।– মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : সার্বিক বিশ্লেষণে উদ্দীপকের শহীদুল ইসলাম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ রাফিন সংবাদপত্র খুলে প্রথমেই 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' কলামটিতে চোখ না বুলিয়ে ঘর থেকে বের হন না। ঘর থেকে বেরোবার সময় অসাবধানতাবশত হোঁচট খেলে বা হাঁচি দিলে, খানিকটা সময় বসে তারপর বাড়ি থেকে বের হন।

ক. বহিপীরের মতে, পিরের গায়ে কী লাগে না? ১
খ. 'এবার তার সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাবে'–কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকটি কীভাবে 'বহিপীর' নাটকের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূলচেতনাকে স্পর্শ করেছে কি? তোমার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, পীরের গায়ে কোনো বদদোয়া লাগে না।

খ হাতেম আলি তার ছেলে হাশেমের ছাপাখানার স্বপ্ন নস্যাৎ হওয়া সম্পর্কে একথা বলেছেন।

হাতেম আলি জমিদারি বাঁচানোর জন্য ছেলে ও স্ত্রীকে অসুখের মিথ্যা কথা বলে শহরে আসেন টাকা জোগাড় করতে। চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাকে জমিদারির আশা ছেড়ে দিতে হয়। তার ছেলে হাশেমের খুব আশা ছিল যে, সে একটা ছাপাখানা দেবে। হাতেম আলি ছেলেকে ছাপাখানা স্থাপন করার টাকা দেবেন। কিন্তু জমিদারি চলে গেলে হাতেম আলি আর ছাপাখানা ব্যবসায়ের জন্য টাকা দিতে পারবেন না। তখন তার ছেলের আশা ভঙ্গ হবে, সে কষ্ট পাবে। এটি বোঝাতেই হাতেম আলি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : টাকা দিতে না পারলে তার ছেলের ছাপাখানা দেওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কথা ভেবে হাতেম আলি মনের কষ্টে একথা বলেছেন।

গ অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সাথে সম্পর্কিত।

'বহিপীর' নাটকে পিরপ্রথার ভয়াবহতা ও কদর্য রূপ বর্ণিত হয়েছে। নাটকে পিরপ্রথার ধারক ও বাহক বহিপীর মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষকে ঠকায়। তার মুরিদরা তার সেবা করার জন্য পাগল। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নিজ কন্যাকে দান করতেও তারা পিছপা হয় না। মূলত নাটকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পতনকে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে রাফিন সংবাদপত্র খুলে প্রথমেই 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' অর্থাৎ রাশিফল কলামটি অবশ্যই দেখে তারপর ঘর থেকে বের হন। যাওয়ার পথে কোনো অমঙ্গলসূচক আচরণ দেখলে কিছুক্ষণ বসে তারপর বের হন। যা আধুনিকতার পরিপন্থি। উদ্দীপকের এরূপ সমাজের বাস্তব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি পঠিত 'বহিপীর' নাটকে। অন্ধ পিরভক্তির কারণে তাহেরার বাবা ও সৎমা মিলে কিশোরী তাহেরাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দেয়। তা না হলে পিরের বদদোয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার জমিদার পত্নী খোদেজা পিরের হাত থেকে পালানো তাহেরাকে পুনরায় পিরের হাতে তুলে দিয়ে পুণ্য লাভ করতে ও পিরের বদদোয়া থেকে মুক্ত হতে চায়। আর এভাবেই উদ্দপিকটি 'বহিপীর' নাটকের সাথে সম্পর্কিত।

উত্তরের মূলকথা : নিজের মনগড়া বিশ্বাস আর কুসংস্কার অনুসরণের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সাথে সম্পর্কিত।

ঘ উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূলচেতনাকে স্পর্শ করেছে বলেই মনে করি।

'বহিপীর' নাটকটি গড়ে উঠেছে বাঙালি জীবনে পির সম্প্রদায়ের প্রভাবকে কেন্দ্র করে। এ নাটকে বাঙালি মুসলিম সমাজে জেঁকে বসা পিরপ্রথার কথা ওঠে এসেছে। অন্যদিকে ওঠে এসেছে নতুন দিনের প্রতীকস্বরূপ এক বালিকার পিরের প্রতি বিদ্রোহ ও প্রতিবাদী চেতনা।

উদ্দীপকের রাফিন গোড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অনগ্রসর মানসিকতার পরিচায়ক। সে তার নিজস্ব চিন্তাধারার অনুসরক। সে বিশ্বাস করে সংবাদপত্রের 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' কলাম। জ্যোতিষির কথাকে সে একবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে। ঘর থেকে বেরোবার সময় অসাবধানতাবশত হোঁচট খেলে বা হাঁচি দিলে, তখনই বেরিয়ে যায় না। কিছুটা সময় বসে তারপর যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। এমনই মানসিকতা নাটকে তাহেরার বাবা-মা ও জমিদার পত্নী খোদেজার মধ্যে দেখা যায়। তারা পির পুজায় ব্যতিব্যস্ত। পিরের সুনজর পাওয়ার জন্য তাহেরার বাবা-মা নিজের মেয়েকে বিসর্জন দেয়, খোদেজা যে-কোনো মূল্যে পিরের বিরাগভাজন হতে চায় না। 'বহিপীর' নাটকের মূলচেতনা হলো সামাজিক অসঙ্গতি তুলে ধরা। যে অসঙ্গতি যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। কোনো সমস্যার প্রতিকার কিংবা সমাধান নাটকের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দীপকটিও কিছু সমস্যা ও অসঙ্গতির বাস্তব চিত্র উপস্থাপক। এটিও কোনো সমস্যার সমাধান নয়। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি নাটকের মূলচেতনাকে স্পর্শ করেছে।

উত্তরের মূলকথা : কুসংস্কার আর অন্ধ অনুকরণের দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূলচেতনাকে স্পর্শ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ দৃশ্যকল্প-১ : চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় ॥

দৃশ্যকল্প-২ : বল কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী
পার হয় তোমাকে ধরে
দুর্বল মানুষ যদি।

ক. বহিপীরের প্রথম স্ত্রী কত বছর আগে এন্তেকাল করেন? ১
খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছিল কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের কোন পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২-এর চেতনা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনারই ধারক।"—মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের প্রথম স্ত্রী চৌদ্দ বছর আগে এন্তেকাল করেন।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছিল।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারী হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

হাতেম আলী একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠবে। নিজের জমিদারি বাঁচাতে তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে শহরে আসেন। শহরের বন্ধুর কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার বন্ধু কথা দেওয়ার পরও তাকে কোনো অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি পূর্বপুরুষের জমিদারি হারানোর ভয়ে কাতর।

উদ্দীপক-১ এ বলা হয়েছে চিরদিন কারও সমান যায় না। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। এ জীবনে একচ্ছত্র সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কল্পনা করা যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এটাই চলছে। তাই আজ যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিখারি। এমনটিই আমরা প্রত্যক্ষ করি 'বহিপীর' নাটকে। হাতেম আলী জমিদারি হারানোর বেদনায় দিশেহারা। অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারাতে বসার পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ এর চেতনা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনারই ধারক"— মন্তব্যটি যথার্থ।

সমাজে মানুষই মানুষের বিপদে এগিয়ে আসে। আবার মানুষই মানুষের শত্রু হয়ে পাশবিক আচরণ করে। কাজেই মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ আছে তা দূর করার জন্য মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো জরুরি। তাহলে মানবতা লজ্জিত হবে না। সমাজ উন্নত হবে।

দৃশ্যকল্প-২ এ সবলকে আঁকড়ে ধরে দুর্বলের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়াতে কারও কোনো ক্ষতি আছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে মূলত দুর্বল-সবলের সহাবস্থান এবং দুর্বলকে রক্ষা করার মানবিক দিকটি প্রত্যাশা করা হয়েছে। এই বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতি হাশেমের সহানুভূতির প্রকাশ, বিপদ থেকে উদ্ধারে তৎপরতা ও সংসারের স্বপ্ন দেখানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা ও সৎমা পিরভক্ত। তারা বহিপীরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে খুশি করে পুণ্য অর্জন করতে চায়। পিরের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই তারা মেয়ে তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তাহেরা বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে তার বিয়ে মেনে নিতে পারে না। ফলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং জমিদারের বজরায় তার আশ্রয় হয়। সেখানে জমিদারপুত্র হাশেমকে সে সব ঘটনা জানায় এবং হাশেমও তার অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাহেরার মানসিক অবস্থা এবং তার অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে হাশেম তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তাহেরার প্রতি হাশেমের মনোভাব দৃশ্যকল্প-২ এর অনুরূপ হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে অসহায় দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার চেতনাটি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনাকেই ধারণ করেছে।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

সেট : খ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা কোনটি?**
ক নাটক খ উপন্যাস গ কবিতা ঘ ছোটোগল্প

২. **কবি সৈয়দ শামসুল হকের মতে, বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রে নিহিত আছে–**
i. ঐক্য ii. শৌর্য iii. সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. **নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি 'নিয়তি' গল্পের বেঙ্গল টাইগারের নয়?**
ক নিয়তির নির্মম পরিহাসের শিকার খ থালায় করে খাবার দিতে হয়
গ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে হয় ঘ অল্প বয়স, মজবুত শরীর

৪. **'নামে তাল পুকুর, ঘটি ডোবে না'–এ প্রবাদের ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকে কোন চরিত্রে প্রতীয়মান?**
ক বহিপীর খ হাতেম আলি গ হাশেম আলি ঘ খোদেজা

৫. **'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতায় সগীর আলী কে ছিলেন?**
ক শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক খ জেলেপাড়ার সাহসী লোক
গ মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি ঘ ঢাকার রিকশাওয়ালা

৬. **শুধালো সে জন, 'সাগর হইতে কে অধিক ধনবান?' জ্ঞানী বলে, 'বাছা, তুষ্ট হৃদয় তারো চেয়ে গরীয়ান।'– চরণদুটির ভাবের সাথে তোমার পাঠ্য কোন কবিতার ভাবের মিল আছে?**
ক জীবন-সঙ্গীত খ রানার গ আশা ঘ পল্লিজননী

৭. **'নিমগাছ' কোন ধরনের গল্প?**
ক রম্য গল্প খ অনুগল্প গ জীবনমুখী গল্প ঘ প্রতীকী গল্প

৮. **চোখ লাল হলে বুধার ভিতর কী জাগে?**
ক কান্নার আবেগ খ অতীত স্মৃতি গ কিছু করার ইচ্ছা ঘ তীব্র ঘৃণাবোধ

৯. **"সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"–কবি আবদুল হাকিম কাদের সম্পর্কে এ উক্তিটি করেছেন?**
ক দেশি ভাষার প্রতি যাদের অনুরাগ নেই।
খ বাংলায় জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে।
গ দেশি ভাষায় বিদ্যা লাভ করে যারা তৃপ্ত নয়।
ঘ নিজ দেশ ত্যাগ করে যারা বিদেশে যায়।

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'মহেশ' গল্পের গফুর ব্রাহ্মণ তর্করত্নের পায়ের কাছে বসিয়া কাহন-দুই খড় ধার চাহিতে গেলে তর্করত্ন তীরবৎ পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, 'আ মর, ছুঁয়ে ফেলবি না কি?'

১০. **উদ্দীপকের তর্করত্নের আচরণে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?**
ক সামন্তবাদ খ জাতিভেদ গ নিপীড়ন ঘ পণপ্রথা

১১. **উক্ত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে যে বাক্যে–**
i. মুখে একটু নুড়ো জেলে নিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দেগে
ii. সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়।
iii. দুলের মড়ার কাঠ কী হবে শুনি?
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. **'দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষাক্ষেত্র'–'বহিপীর' নাটকে উক্তিটি কে করেছে?**
ক বহিপীর খ হাতেম আলি গ হাশেম আলি ঘ খোদেজা

১৩. **'সে যেন ছায়াময়ী মানবী।'–মমতাদি সম্পর্কে লেখকের এ মন্তব্যের কারণ হলো, মমতাদির–**
i. মৌনতা ii. লৌকিকতা iii. কর্মনিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কপোতাক্ষ নদের কাছে কী মিনতি করেছেন?**
ক নিরবধি বয়ে চলতে খ বঙ্গজ জনের কানে গান গাইতে
গ প্রজারূপে রাজাকে কর দিতে ঘ প্রেমভাবে তাঁকে স্মরণ করতে

১৫. **নিচের কোন চরিত্রটি পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপ হয়ে উঠেছে?**
ক জাহানারা ইমাম খ অভাগী গ সর্বজয়া ঘ খোদেজা

১৬. **কাদের চেহারা বুধার বুকের ভেতর গেঁথে আছে?**
ক যারা কলেরায় মারা গেছে খ যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে
গ যারা মিলিটারিদের সাহায্য করছে ঘ যারা মিলিটারির গুলিতে মারা গেছে

১৭. **'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'**
কবিতাংশটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার যে ভাবের প্রতিফল ঘটায় তা হলো–
i. সংসার-বিবাগী হওয়ার প্রতি নিরুৎসাহ
ii. পারিবারিক মায়ায় আবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা
iii. দারা-পুত্র-পরিবারের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. **'অরাতি'–শব্দের অর্থ কী?**
ক শত্রু খ ঘাড় গ অত্যাচার ঘ অভিভূত

১৯. **'পল্লিজননী' কবিতায় কোনটিকে অকল্যাণের প্রতীক বলা হয়েছে?**
ক মশার ভনভন খ হুতুমের ডাক
গ কানাকুয়োর ডাক ঘ বাদুড়ের পাখা ঝাপটানি

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখো নিজ প্রাণ,
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।'

২০. **কবিতাংশটি 'মানুষ' কবিতার কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক সামাজিক দায়বদ্ধতা খ প্রতিবাদী চেতনা
গ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘ স্রষ্টার মাহাত্ম্য

২১. **উক্ত ভাব নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?**
ক মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
খ সব দেশে সব কালে ঘরে-তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
গ সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।
ঘ তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।

২২. **'কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করতে পারে।'–'বহিপীর' নাটকে উক্তিটি কে করেছে?**
ক তাহেরা খ হাশেম আলি গ বহিপীর ঘ হাতেম আলি

২৩. **সুভা সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিল কেন?**
ক পিতামাতার নীরব হৃদয়তার ভেবে খ বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ মনে করে
গ তাদেরকে এক-ঘরে করতে চায় বলে ঘ সে মায়ের গর্ভকলঙ্ক-এ কথা মনে করে

২৪. **'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?**
ক চিত্রা খ বলাকা গ কল্পনা ঘ ক্ষণিকা

২৫. **'আজ আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না'–বলতে বোঝানো হয়েছে–**
i. সভ্যতার উন্নয়নে প্রাকৃতজনের অবদান ii. দেশগঠনে আমজনতার প্রয়োজনীয়তা
iii. জাতিগঠনে সাধারণ মানুষের গুরুত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **'চকোর চায় চন্দ্রমায় আমরা চাই মুগ্ধ চোখ'– চরণটিতে ঝরনার কোন রূপ ফুটে উঠেছে?**
ক সৌন্দর্যপ্রিয়তা খ ছন্দময়তা
গ গতিময়তা ঘ কল্পনা-বিলাসিতা

২৭. **'আমি যার তার কাছে হাত পাতি না'–বুধার এই উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক সাহসিকতা খ অহংবোধ গ আত্মমর্যাদাবোধ ঘ তাচ্ছিলভাব

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'নির্ধন কামনা করে, শত মুদ্রা হয় তার/সহস্র পাইতে আশা, একশত আছে যার।
পাইলে হাজার, ইচ্ছা লক্ষপতি হইবার,/শতলক্ষ পায় সাধ, লক্ষপতি যিনি তার।'

২৮. **কবিতাংশের ভাব 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যেদিকটি তুলে ধরে তা হলো–**
ক লেফাফা দুরস্তি খ প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি
গ জীবসত্তার ঘরের বিশৃঙ্খলা ঘ অর্থচিন্তার নিগড়ে সবার বন্দিদশা

২৯. **উক্ত দিক আমাদেরকে–**
i. জীবসত্তার ঘরে আবদ্ধ রাখে ii. মূল্যবোধের জাগরণ ঘটায়
iii. মুক্তির স্বাদ বঞ্চিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **'আমি কোনো আগন্তুক নই'–কবিতায় স্বাজাত্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে নিচের কোন বাক্যে?**
ক আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন
খ তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই
গ খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
ঘ আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০১

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। (*i*) নুন আনতে পান্তা ফুরোয়,
চাল আনতে ডাল,
মাসের মধ্যেও কেনা হয়ে ওঠে না;
আদা পেঁয়াজ আর ঝাল।

(*ii*) আমরা ক'জন দুষ্টু ছেলের দল,
গাছের তলায় গড়েছি মোদের আস্তানা
পাঠশালার শাসন বারণ ভেঙেছি মেলা,
বড়ো দিঘির পানিতে ভাসিয়েছি ভেলা।

ক. ভেরেন্ডাকচার বেড়া কী? ১
খ. 'তুই তো একটা হাবা ছেলে'–এ কথা বলার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে (i)-কে ছাপিয়ে উদ্দীপক (ii)-এর মর্মার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে– মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

২। কালাম পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বই পড়তে ভালোবাসে। অবসর সময়ে সে নানা রকম বই পড়ে। সে মনে করে অন্যান্য বই পড়লে তার জ্ঞানের রাজ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। সে বই পড়ার আগ্রহ থেকে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সদস্য হয়। তার মা কখনো তাকে বাধা না দিলেও বাবাসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বিষয়টি ভালো চোখে দেখে না। তাঁরা মনে করে ভালো ফলাফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়াই বাঞ্ছনীয়।

ক. প্রথম চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১
খ. সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কালামের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়দের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে ভাব ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের কালাম যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মানসপুত্র।"–মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৩। **দৃশ্যপট-১ :**
'তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোটো গাঁয়,
গাছের ছায়ায় বনের লতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি।'

দৃশ্যপট-২ :
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট সম্পর্কে বলেছেন–
"বড়ো প্রয়োজন ডাকি প্রাণপণ চিৎকার করি 'কেষ্টা'
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখান দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।"

ক. 'রুজ' কী? ১
খ. 'শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. দৃশ্যপট-১-এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যপট-২-এর কেষ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বড়োদিক" বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। এসএসসি পরীক্ষা শেষে সে বাবার কাছে খাগড়াছড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে জঙ্গলাবৃত্ত পাহাড়ি পরিবেশ। বিকাল হতে না হতেই বুনো মশাদের উপদ্রব শুরু হয়। চারদিকে ডেঙ্গু জ্বরের ছড়াছড়ি যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতের অন্ধকার নামলেই শোনা যায় বিভিন্ন বন্য প্রাণীর ডাক। ভয়ে গা ছমছম করে তার। আছে সাপের ভয়ও। দিনের বেলাতেও একাকী বাইরে বেড়ানো যায় না। এ অবস্থা ভালো লাগে না তার। তাই কয়েক দিন যেতে না যেতেই সে নিজ বাসা ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

ক. মহানন্দ কী? ১
খ. একে বলি নিয়তি? কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি"–মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। **উদ্দীপক-১ :** আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।

উদ্দীপক-২ : ওগো আমার জন্মভূমি, ওগো অপরূপা
ফিরে কী আর পাবো তোমায়?
এ বিদেশ, বিভূঁয়ে তোমারে স্মরি আনমনে
আঁখি মুছি সযতনে
তবু আশা পারি না ছাড়িতে,
বেঁধে রেখেছো যে মা, তোমার স্নেহডোরে।

ক. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিল বিন্যাস কী? ১
খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে'—চরণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক-১-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপক-২ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির মনোভাব একই সূত্রে গাঁথা।''—বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। শফিক ঢাকায় একটি কোম্পানিতে নাইটগার্ডের চাকরি করে। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত তার ডিউটি। সারা রাত কোম্পানির মালামালের পাহাড়াদারীর গুরুদায়িত্ব সে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে। ছয় মাস পরপর সে ছুটিতে বাড়ি আসে। এ দিকে তার স্ত্রী-সন্তানেরা তার পথ চেয়ে বসে থাকে। কবে সে ফিরবে। স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে তার স্ত্রীর কতো নির্ঘুম রাত কাটে।

ক. অবাক রাতের তারারা কীভাবে চায়? ১
খ. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে' চারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শফিকের স্ত্রীর মধ্যে 'রানার' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের শফিক 'রানার' কবিতায় রানারের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেনি''—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। **স্তবক-১ :** ওরা গরিব ওরা নিঃস্ব পায় না দুবেলা খেতে
ওরা দুর্বল ভীরু-কাপুরুষ পারবে না মাথা তুলে দাঁড়াতে।

স্তবক-২ : এ মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম।
কত তিতুমীর কত ঈসা খান
দিয়েছে জীবন দেয়নি তো মান।

ক. 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় চির কবিতার দেশ বলা হয়েছে কাকে? ১
খ. 'কবিতার হাতে রাইফেল' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. স্তবক-১-এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'স্তবক-২-এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি'—মূল্যায়ন করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ডাকাতিয়া নদীতে ট্রলার ডুবে মারা যায় আলমের মা-বাবা। ঘটনাক্রমে বাড়িতে থাকায় বেঁচে যায় আলম ও তার ছোটো বোন সাদিয়া। অসহায় আলম বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনা শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। তাদের আর গ্যারেজ কাজ করতে হয়নি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহাদরে তারা দুজনেই এখন লেখাপড়া শিখছে।

ক. বুধার কী খেলে বুক ভরে? ১
খ. 'অবাক হয় কুন্তি' কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. '''কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না''—মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯। পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ থেকে নিচিন্তপুরবাসীকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন স্কুল শিক্ষক জালাল মিয়া। তিনি গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকসেনাদের চেকপোস্ট ও ক্যাম্প ইত্যাদিতে ঝটিকা আক্রমণ করে সরে পড়তেন। গেরিলা বাহিনীর দুঃসাহসিক বিভিন্ন অপারেশন পাকসেনাদের ঘুম হারাম করে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাকহানাদার বাহিনী জালাল মিয়ার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। এমন কি তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতাসহ স্বজনদের গুলি করে হত্যা করে। স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে জালাল মিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, বিজয়ের নিশান উড়িয়েই তিনি গ্রামে ফিরবেন।

ক. বুধাকে গোবর রাজা বলে ডাকে কে? ১
খ. আহাদ মুন্সির চোখ লাল হয়ে ওঠে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে পাকহানাদার বাহিনীর কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের জালাল মিয়া ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একই আদর্শের ধারক''—বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। আলী সাহেব বিয়ে করেছেন দশ বছর হলো। কিন্তু তিনি এখনও নিঃসন্তান। সাত-পাঁচ ভেবে আলী সাহেবের মা ফকিরের কাছ থেকে পানি পড়া আনেন। এতে আলী সাহেব রাগ করলে তাঁর মা বলেন, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। বাবা চাইলে নিশ্চয়ই ঘর আলোকিত করে সন্তান আসতে পারে। কিন্তু আলী সাহেব পড়া পানি না খেয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান।

ক. ''আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না''—উক্তিটি কার? ১
খ. হাশেম দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলী সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটককের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''পরিস্থিতি ভিন্নি হলেও উদ্দীপকের আলী সাহেব ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম একই চেতনায় উজ্জীবিত''—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১১। কলির মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। কলি পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু কলির সৎ মা ও তার বাবা জোর করে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে ঠিক করে। কিশোরী কলি বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জানায়। শিক্ষক আইনের আশ্রয় নিয়ে কলির বিয়ে বন্ধ করেন। তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দেন। কলির বাবাও তার ভুল বুঝতে পারে।

ক. বহিপীরের প্রথম স্ত্রী কত বছর আগে মারা যান? ১
খ. 'আমি যেন বার্তাবাহক' বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের কলি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী''—মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	N	৪	L	৫	K	৬	M	৭	N	৮	M	৯	L	১০	L	১১	N	১২	K	১৩	L	১৪	N	১৫	M
	১৬	N	১৭	K	১৮	K	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	M	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	M	২৮	N	২৯	L	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ (*i*) নুন আনতে পান্তা ফুরোয়,
চাল আনতে ডাল,
মাসের মধ্যেও কেনা হয়ে ওঠে না;
আদা পেঁয়াজ আর ঝাল।

(*ii*) আমরা ক'জন দুষ্টু ছেলের দল,
গাছের তলায় গড়েছি মোদের আস্তানা
পাঠশালার শাসন বারণ ভেঙেছি মেলা,
বড়ো দিঘির পানিতে ভাসিয়েছি ভেলা।

ক. ভেরেন্ডাকচার বেড়া কী? ১

খ. 'তুই তো একটা হাবা ছেলে'–এ কথা বলার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (i)-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে (i)-কে ছাপিয়ে উদ্দীপক (ii)-এর মর্মার্থ যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে– মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক ভেরেন্ডাকচার বেড়া বলতে এরন্ড বা রেড়ি গাছের বেড়াকে বোঝানো হয়েছে।

খ আম জারানোর জন্য তেল আনার সময় সাবধানতা প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা করে দুর্গা অপুকে একথা বলেছিল।

পটলিদের বাগান থেকে আমের কুশি কুড়িয়ে এনেছিল দুর্গা। সেগুলো জারানোর জন্য প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু দুর্গা বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে- সে রান্না ঘরে যেতে পারবে না। তখন সে ভাই অপুর সাহায্য চায়, তবে সবার আগে ছিল সাবধান বাণী। মা যেনো বুঝতে না পারে। সেজন্য সাবধানে নেবার জন্য অপুকে বলা হয়েছিল। তেল নেবার সময় যদি নিচে পড়ে যায় তো মা বুঝে ফেলবে। তখন মায়ের কাছে বকুনি এমনকি মারও খেতে হতে পারে। এজন্য দুর্গা অপুকে বলে সাবধানে তেল নিয়ে আসবি। যেনো নিচে না পড়ে। এরপরও দুর্গার আস্থা ছিল না অপুর প্রতি। আর সে আস্থাহীনতার জন্য দুর্গা অপুর উদ্দেশ্যে বলে – "তুই তো একটি হাবা ছেলে।"

উত্তরের মূলকথা : ভাইয়ের অসচেতনতা বা হাবাগোবা স্বভাবের জন্য দুর্গা একথা বলেছিল।

গ উদ্দীপক (i)-এ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অভাব দৈন্যকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ্রামীন জীবনের নানা টানা পোড়োনের মধ্য দিয়ে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কাহিনি গতি প্রাপ্ত হয়েছে। গল্পে বাড়ির কর্তা হরিহর গোমস্তার কাজ করে জীবীকানির্বাহ করতো। কখনো কখনো সে টাকা দুতিন মাস পরপর পাওয়া যেতো। এদিকে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। হরিহর আয়-রোজগার আর নতুন নতুন কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। অন্যদিকে সর্বজয়া সংসারে আবদ্ধ থেকে সার্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই তাকে চলতে হতো। যেখানে দুটো ডাল-ভাতের সংস্থানই নিশ্চিত নয়, সেখানে সন্তানদের আবদার, লৌকিকতা, আচার অনুষ্ঠান এসব সামলে চলা সর্বজয়ার জন্য খুবই দুরূহ ছিল। নুন আনতে পানতা ফোরানোর সংসার বাড়তি ছিল ঋণের বোঝা। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও সে ঋণ শোধ করার কোনো সুযোগ মিলছে না। সন্তানের পোশাক ছিড়ে যাওয়া তার সাথে যোগ হয়েছে। সর্বজয়া স্বামীকে এমন বলেছে যে, 'আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই'– এ বড়ো অসহায়ত্ব। একটা পরিবারের গৃহকর্তৃর মুখে যখন এমন অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না সংসারের প্রকৃত অবস্থা। ঠিক তেমনই একটি চিত্র ফুটে উঠেছে উদ্দীপক (i)-এ। সংসারের বা মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা তো দূরের কথা কেবল অন্ন যোগানোর সুযোগও যখন থাকে না তখন তা সত্যিই হতাশার, বেদনার ও অসহায়ত্বের। এখানে গল্পের পরিবার ও উদ্দীপক বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই সংসার জীবনের চরম অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অভাব দৈন্যের প্রভাবে পড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারই উৎকৃষ্ট চিত্র 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পটি। সেইসাথে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে উদ্দিপকে (i) ও।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এ সংসার জীবনের অভাব, দৈন্য ফুটে উঠেছে, যা গল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের প্রাণ হচ্ছে প্রকৃতি আর সে প্রকৃতির আশ্রয়ে দুরন্ত কিশোর কিশোরীর ছুটে চলা, যেটি উদ্দীপক (ii)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গল্পে গ্রামীণ জীবন প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের দৈনন্দিন জীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। আর উদ্দীপক (ii)-এর মর্মার্থ সেটিই। প্রকৃতি ও তার আশ্রয় প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা জীবন ও চরিত্র উভয়েরই মূল অনুসজ্ঞা। গল্পে অপু-দুর্গার শৈশব হতদরিদ্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলেও তার প্রভাব অপু-দুর্গার জীবনে পড়েনি; বরং অনন্দপূর্ণ জীবনের আবহে তারা খুব সচ্ছন্দে বেড়ে উঠেছে।

পক্ষান্তরে উদ্দীপক (i)-এ অভাব অনটনের কথা বলা হয়েছে। যেটা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের একটি অপ্রধান দিক বা অপু-দুর্গার প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ জীবনাচরণের কাছে অনেকটা ম্লান মনে হয়। বরং বনে বনে ঘুরে গ্রামীণ ফলফলাদি পেড়ে খাওয়ার আনন্দ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের যে বিস্ময়

ও কৌতূহল তা আমাদের চিরাচরিত শৈশবকেই মনে করিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক (ii)-এ এখানে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও প্রকৃতির জয়গান করা হয়েছে। প্রকৃতির আশ্রয়ে শৈশব কাটানোর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলতে গেলে এটাই গ্রামীণ জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্যের রঙ মেখে অপু-দুর্গা বড়ো হয়েছে। আর উদ্দীপকে (ii) তারই সমর্থন করে। তাই একথা প্রাসঙ্গিক যে, উদ্দীপক (ii)-এর মমার্থ 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

উত্তরের মূলকথা : গল্পে অভাব দৈন্য থেকেও প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা প্রাধান্য পেয়েছে। আর সেটিই গল্পের প্রাণ।

প্রশ্ন ▶ ০২ কালাম পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বই পড়তে ভালোবাসে। অবসর সময়ে সে নানা রকম বই পড়ে। সে মনে করে অন্যান্য বই পড়লে তার জ্ঞানের রাজ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। সে বই পড়ার আগ্রহ থেকে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সদস্য হয়। তার মা কখনো তাকে বাধা না দিলেও বাবাসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বিষয়টি ভালো চোখে দেখে না। তাঁরা মনে করে ভালো ফলাফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়াই বাঞ্ছনীয়।

ক. প্রথম চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১
খ. সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কালামের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়দের মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে ভাব ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের কালাম যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মানসপুত্র।"−মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল।

খ বই পড়া অর্থাৎ সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরি অপরিহার্য।

লাইব্রেরি হলো জ্ঞানের ভান্ডার। এখানে বিখ্যাত মনীষীদের লেখা বই থাকে। বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ধরনের চর্চা ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন− ধর্মের চর্চা মন্দির কিংবা মসজিদে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে। ঠিক তেমনি সাহিত্যের চর্চার জন্য লাইব্রেরির কোনো বিকল্প নেই।

উত্তরের মূলকথা : বই পড়া অর্থাৎ সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরি অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকের কালামের বাবা ও তাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকে উন্মোচন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের দেশে অর্থকরী নয়, এমন যেকোনো বিষয়কেই আমরা অনর্থক মনে করি। সাহিত্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্দীপকের কালামের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়দের মতে, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই পড়ালেখার মূল উদ্দেশ্য। আর যেহেতু সাহিত্য বিষয়ক বই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলে সরাসরি ভূমিকা রাখে না, তাই এ ধরনের বই পড়া তাদের দৃষ্টিতে অর্থ ও সময়ের অপচয় মাত্র। একইভাবে, 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সরাসরি কাজে আসে না এমন যেকোনো কিছুকেই আমাদের দেশে মূল্যহীন মনে করা হয়। এ কারণেই আমাদের দেশের পেশাদাররা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বই প্রচুর কিনলেও সাহিত্যের বই কিনতে আগ্রহী নয়। উদ্দীপকের কালামের বাবা ও তাদের আত্মীয়দের মানসিকতায় আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের এই গতানুগতিক ও সংকীর্ণ ধারণার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কালামের বাবা ও তাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধির দিক থেকে "উদ্দীপকের কালাম যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মানসপুত্র।"− মন্তব্যটিকে যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। এরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যথার্থ মানসিক বিকাশ তো হয়-ই না বরং শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষার বাইরে সামর্থ্য ও রুচিমাফিক সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে কালাম নামের এক আত্মসচেতন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে সে অবগত। এ কারণে তার বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন পাঠ্যবইয়ের বাইরে পড়ালেখাকে অনর্থক মনে করলেও নিজ চেষ্টায় সে সাহিত্যচর্চা করে। তার মতে, পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়লে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়বে এবং সে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবে। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে একইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের মনোজাগতিক বিকাশেও সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। এ কারণে শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে আমাদের সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। একইভাবে, উদ্দীপকের কালামও পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, যা তার বক্তব্যেও পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তার এমন মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ভাবনাকেই তুলে ধরে। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধির দিক থেকে উদ্দীপকের কালাম যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মানসপুত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **দৃশ্যপট-১ :**

'তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোটো গাঁয়,
গাছের ছায়ায় বনের লতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি।'

দৃশ্যপট-২ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট সম্পর্কে বলেছেন–
"বড়ো প্রয়োজন ডাকি প্রাণপণ চিৎকার করি 'কেষ্টা'
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখান দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।"

ক. 'বুজ' কী? ১
খ. 'শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব'–বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. দৃশ্যপট-১-এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যপট-২-এর কেষ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বড়োদিক" বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুজ হলো গাল রাঙানোর প্রসাধনী।

খ আবদুর রহমানের বর্ণনামতে, লেখক শীতকালীন সময়টা পানশিরে কাটাবেন বলে আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

আবদুর রহমানের বর্ণনা, 'পানশিরে শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, পড়ছে পড়ছে পড়ছে– দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ– কী রকম বরফ পড়ে।' তখন লেখক বলেন, 'হাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

উত্তরের মূলকথা : আবদুর রহমানের বর্ণনামতে শীতকালীন সময়টা পানশিরে কাটাবেন বলে লেখক আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

গ দৃশ্যপট-১ এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের জন্মভূমিপ্রীতি ও এর রূপ বর্ণনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক আফগানিস্তান থাকাকালীন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে থাকাকালীন আগা আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি তার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। লেখকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে তার জন্মভূমি পানশিরের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁকে বিনিত অনুরোধ জানায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এর কবিতাংশে কবি তাঁর নিজগ্রামের প্রাকৃতিঘনিষ্ঠ রূপটিকে উন্মোচন করেছেন। কবির মতে, তাঁদের অনিন্দ্য সুন্দর ছোটো গ্রামটি তরুছায়ায় আচ্ছাদিত। আর সেই মনোরম পরিবেশের তাঁর গৃহখানি যেন মমতাসিক্ত হয়ে আছে। এমন মধুর পরিবেশেই কবি তাঁর বন্ধুকে সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একইভাবে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির আবদুর রহমানও তার জন্মভূমি পানশিরের দূষণমুক্ত প্রকৃতি ও তার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরে লেখককে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এমন মনোভাব তাদের জন্মভূমিপ্রীতি এবং জন্মভূমির প্রতি রূপমুগ্ধতাকেই তুলে ধরে। এদিক থেকে দৃশ্যপট-১ এর সাথে আলোচ্য রচনার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যপট-১ এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের জন্মভূমিপ্রীতি ও এর রূপ বর্ণনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "দৃশ্যপট-২ এর কেষ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান চরিত্রের বড়ো দিক"– 'প্রবাস বন্ধু' রচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' রচনায় লেখক নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর আফগানিস্তান ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে আগা আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি লেখকের দেখভাল করতেন। লেখক তার কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এর কবিতাংশে কেষ্টা নামের এক অদায়িত্বশীল গৃহকর্মীর কথা বলা হয়েছে। কাজের প্রতি তার তেমন মনোযোগ নেই। বয়স হয়ে পড়ায় সবকিছু ঠিকঠাক মনেও রাখতে পারেন না সে। অবস্থা এমন যে তিনখানা জিসিন তাকে রাখতে দিলে একখানা রাখে। আর বাকি দুটির কোনো হদিসই থাকে না। আলোচ্য রচনায় গৃহকর্মী আবদুর রহমানের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

'প্রবাস বন্ধু' রচনার অন্যতম চরিত্র আফগান আবদুর রহমান। লেখক প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে থাকাকালে আবদুর রহমান তাঁর গৃহকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এ সময় সে লেখকের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ও বিনয়ী ছিল। শুধু তাই নয় সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সুচারুরূপে সম্পন্ন করত। সংগত কারণেই আলোচ্য রচনাটিতে লেখক তার ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। প্রক্ষান্তরে, দৃশ্যপট-২ এর কেষ্টা অদায়িত্বশীল ও গৃহকর্মে অপটু। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথ পালন করতে পারে না, যা আলোচ্য রচনায় আবদুর রহমানের সাথে তার বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "দৃশ্যপট-২ এর কেষ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান চরিত্রের বড়ো দিক"– 'প্রবাস বন্ধু' রচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। এসএসসি পরীক্ষা শেষে সে বাবার কাছে খাগড়াছড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে জঙ্গলাবৃত্ত পাহাড়ি পরিবেশ। বিকাল হতে না হতেই বুনো মশাদের উপদ্রব শুরু হয়। চারদিকে ডেঙ্গু জ্বরের ছড়াছড়ি যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতের অন্ধকার নামলেই শোনা যায় বিভিন্ন বন্য প্রাণীর ডাক। ভয়ে গা ছমছম করে তার। আছে সাপের ভয়ও। দিনের বেলাতেও একাকী বাইরে বেড়ানো যায় না। এ অবস্থা ভালো লাগে না তার। তাই কয়েক দিন যেতে না যেতেই সে নিজ বাসা ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

ক. মহানন্দ কী? ১
খ. একে বলি নিয়তি? কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি"–মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক মহানন্দ বলতে স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দকে বোঝানো হয়েছে।

খ প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা উপকারী কুকুরটির নির্মম পরিণতিকে বোঝানো হয়েছে।

একদিন মন্দিরের চাতালে খেলার সময় লেখকের ছোটো ভাইয়ের সামনে একটি বিষাক্ত সাপ চলে আসে। এমতাবস্থায় বেঙ্গল টাইগার নামের কুকুরটি সর্প দংশনের শিকার হয়ে লেখকের ছোটো ভাইকে বাঁচায়। কিন্তু সাপের কামড়ের বিষক্রিয়ায় কুকুরটির শরীর পঁচে গলে যেতে থাকে। অবশেষে ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে কুকুরটিকে মুক্তি দিতে লেখকের বাবা তাকে গুলি করে হত্যা করেন। তাই উপকারী কুকুরটির এমন হৃদয় বিদারক পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করে আফসোসের সঙ্গে লেখকের বাবা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির অবতারণা করেন।
উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা উপকারী কুকুরটির নির্মম পরিণতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বিপদসংকুল ও বন্য পরিবেশ।

'নিয়তি' গল্পে লেখক তার বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করেছেন। বাবার কর্মস্থলের পরিবর্তন হলে লেখকরা সপরিবারের জগদল নামক স্থানে চলে আসেন। সেখানে জঙ্গলঘেরা একটি পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। সেখানে প্রায়ই বন্য জন্তু-জানোয়ারের ডাক শোনা যেত। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ছিল নৈমত্তিক ঘটনা।

উদ্দীপকের সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলায় বন বিভাগে চাকরি করেন। এসএসসি পরীক্ষার পর সৈকত তাই খাগড়াছড়িতে বাবার কাছে বেড়াতে যায়। সেখানকার বন্য পরিবেশে মশাদের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া রাতের বেলায় সেখানে বিভিন্ন বন্য জন্তুর আওয়াজও শোনা যেত। এমন বিপদ সংকুল পরিবেশ ভালো লাগেনি বলে অল্পদিনের মধ্যেই সৈকত ঢাকায় ফিরে আসতে চায়। একইভাবে 'নিয়তি' গল্পেও লেখক জগদলে থাকাকালীন বিপদসংকুল বন্য পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বিপদসংকুল ও বন্য পরিবেশ।

ঘ "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'নিয়তি' গল্পে লেখক একটি পোষা কুকুরের প্রভুভক্তির অনন্য নজির তুলে ধরেছেন। যেখানে লেখকের ছোটো ভাইকে সাপের কামড়ের হাত থেকে বাঁচাতে কুকুরটি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে। এছাড়াও গল্পটির শেষাংশে লেখকের বাবার গুলিতে উপকারী কুকুরটির মৃত্যু গল্পটিতে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

উদ্দীপকের সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। আর তাই এসএসসি পরীক্ষার পর সৈকত সেখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু জঙ্গলাবৃত্ত পাহাড়ি পরিবেশে মশার উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া সেখানে বন্য জীবজন্তুর কারণে বাইরে বেরুনোর ক্ষেত্রেও নানা বিধি-নিষেধ ছিল। এমন গা ছমছম পরিবেশে অল্প কয়েকদিনেই সৈকত হাঁপিয়ে ওঠে এবং ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

'নিয়তি' গল্পে লেখক বেঙ্গল টাইগার নামের একটি কুকুরের আনুগত্য এবং নিয়তির পরিহাসে সেই কুকুরটিকে হত্যা করার হৃদয় বিদারক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে নিজের জীবন বিপন্ন করে কুকুরটি লেখকের ছোটো ভাইকে সাপের কামড় থেকে বাঁচায়। কিন্তু বিষক্রিয়ায় কুকুরটির শরীর পঁচতে শুরু করলে লেখকের বাবা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে কেবল আলোচ্য গল্পের বিপদসংকুল বন্য পরিবেশের কথাই উত্থাপিত হয়েছে অন্যান্য বিষয় নয়। সে দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ অর্থবহ।
উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি।"

প্রশ্ন ▸ ০৫ **উদ্দীপক-১ :**
আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।

উদ্দীপক-২ :
ওগো আমার জন্মভূমি, ওগো অপরূপা
ফিরে কী আর পাবো তোমায়?
এ বিদেশ, বিভূঁয়ে তোমারে স্মরি আনমনে
আঁখি মুছি সযতনে
তবু আশা পারি না ছাড়িতে,
বেঁধে রেখেছো যে মা, তোমার স্নেহডোরে।

ক. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিল বিন্যাস কী? ১
খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে'—চরণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক-১-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির মনোভাব একই সূত্রে গাঁথা।"—বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অষ্টকের মিলবিন্যাস হলো কখকখ কখখক।

খ 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি আশার ছলনায় নিজের মনকে তৃপ্ত করার কথা বুঝিয়েছেন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি খ্যাতি লাভের আশায় নিজ দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে সুদুর ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলেন। প্রবাসজীবনে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি কপোতাক্ষ নদের প্রতি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। অনুভূতির গভীরে কপোতাক্ষকে স্থান দেন বলে কবির মনে হয় তিনি যেন সে নদীর কলধ্বনি শুনছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে কবি নিজেকে আত্মতৃপ্তির বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি আশার ছলনায় নিজের মনকে তৃপ্ত করার কথা বুঝিয়েছেন।

গ উদ্দীপক-১ এর সঙ্গে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত কবির প্রিয় কপোতাক্ষের দেখা পাওয়ার আকুলতার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজরিত কপোতাক্ষ নদকে ঘিরে কবি তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছেন। বিদেশি সাহিত্য-সংস্কৃতির টানে কবি প্রবাসী হলেও ক্ষণিকের জন্যও তিনি প্রিয় কপোতাক্ষকে ভুলতে পারেননি। আর তাই বিদেশ-বিভুঁইয়ে বসেও কপোতাক্ষের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য আকুল হয়েছেন তিনি। কবিতাটির পুরোভাগ জুড়ে কবির সেই আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপক- ১ এর কবিতাংশে কবিমনের কৌতূহল ও সুপ্ত বাসনার কথা ফুটে উঠেছে। যেখানে নদীর ওপারের সারিবন্ধ নৌকা এবং এর রহস্যময় সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। কবি তাই সেই সৌন্দর্যের খোঁজে নদীর ওপারে যেতে চান। অন্যদিকে, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি প্রবাসী। কিন্তু প্রবাসে অবস্থান করেও তিনি শৈশবের স্মৃতিময় কপোতাক্ষ নদকে বিস্মৃত হতে পারেননি। এ নদের কলধ্বনি সর্বদাই যেন তাঁর কানে বাজে। আর তাই যে করেই হোক সখারূপী প্রিয় কপোতাক্ষের দেখা পেতে তিনি ব্যাকুল, যেমনটি নদীর ওপারকে কেন্দ্র করে উদ্দীপক-১ এর কবিতাংশেও লক্ষ করা যায়। এদিক থেকে উদ্দীপক-১ এর সঙ্গে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-১ এর সঙ্গে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত কবির প্রিয় কপোতাক্ষের দেখা পাওয়ার আকুলতার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক-২ এবং 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মনোভাব একইসূত্রে গাঁথা।"— মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্বদেশের প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে ঘিরে স্মৃতিকাতার আড়ালে কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির টানে এক সময় কবি সুদূর ফ্রান্সে পাড়ি জমান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কবির মোহভঙ্গা হয়। অনুশোচনাদগ্ধ কবি তখন মাতৃভূমির স্নেহস্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আলোচ্য কবিতায় কপোতাক্ষকে ঘিরে কবির সেই ব্যাকুলতাই বাণীরূপ লাভ করেছে।

উদ্দীপক-২ এর কবিতাংশে মাতৃভূমির প্রতি কবি হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ ফুটে উঠেছে। সেখানে দেখা যায়, বিদেশ-বিভূঁয়ে অবস্থান করেও তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে কিছুতেই ভুলতে পারেননি। হৃদয়ের মনিকোঠায় তাই মাতৃভূমিকে তিনি সযতনে রেখেছেন। তা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণে দেশমাতৃকার কথা মনে করে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েন, তার স্নেহস্পর্শ পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। কেননা, মাতৃভূমি তাঁকে যে স্নেহবন্ধনে আবন্ধ করেছে তা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি তাঁর মাতৃভূমিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। আর সে ভালোবাসা থেকেই তিনি কপোতাক্ষকে আশ্রয় করে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা বঙ্গাবাসীর কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রবাসে অবস্থান করেও কপোতাক্ষ নদের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ, তা মূলত কবির দেশাত্মবোধেরই নামান্তর। একইভাবে, উদ্দীপক-২ এর কবিতাংশের কবিও মাতৃভূমির স্নেহডোরে আবন্ধ। আর তাই বিদেশ-বিভূঁয়ে থেকেও তিনি মাতৃভূমির স্নেহস্পর্শ পেতে এতটা ব্যাকুল, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মনোভাবেরই সমান্তরাল। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপক-২ এবং 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মনোভাব একইসূত্রে গাঁথা।"

প্রশ্ন ▶ ০৬ শফিক ঢাকায় একটি কোম্পানিতে নাইটগার্ডের চাকরি করে। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত তার ডিউটি। সারা রাত কোম্পানির মালামালের পাহাড়াদারীর গুরুদায়িত্ব সে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে। ছয় মাস পরপর সে ছুটিতে বাড়ি আসে। এ দিকে তার স্ত্রী-সন্তানেরা তার পথ চেয়ে বসে থাকে। কবে সে ফিরবে। স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে তার স্ত্রীর কতো নির্ঘুম রাত কাটে।

ক. অবাক রাতের তারারা কীভাবে চায়? ১
খ. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে' চারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শফিকের স্ত্রীর মধ্যে 'রানার' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শফিক 'রানার' কবিতায় রানারের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেনি"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক অবাক রাতের তারারা মিটিমিটি করে চায়।

খ রানারের অসামান্য ত্যাগ ও শ্রমনিষ্ঠার বিনিময়ে সামান্য বেতন পাওয়ার বিষয়টি বোঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

রানার ডাক পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী। এ কাজ করতে গিয়ে ব্যাপক পরিশ্রমের পাশাপাশি তাকে যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হয়। তা সত্ত্বেও রানারের পারিশ্রমিক খুবই নগণ্য। রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে সে যা পায় তাতে তার সংসার চলে না। আলোচ্য চরণটিতে রানারের অসামান্য ত্যাগ ও শ্রমনিষ্ঠার বিপরীতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার এই সামান্য প্রাপ্তির বিষয়টিকেই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : অনেক বিপদ, ঝুঁকি, শঙ্কা নিয়ে রানারদের কাজ করতে হয়। অথচ তাদের বেতন অতি সামান্য। প্রশ্নোক্ত চরণটির মধ্য দিয়ে রানারের সামান্য বেতনের কথাই বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের শফিকের স্ত্রীর মাঝে 'রানার' কবিতার স্বামীর চিন্তায় রানারের স্ত্রীর বিনিদ্র রাত্রিযাপনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'রানার' কবিতার রানার একজন দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী। সময়মতো ডাক পৌঁছে দেওয়ার গুরুভার তার কাঁধে। এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সকল বাঁধাকে উপেক্ষা করে তাকে রাত-বিরাতে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতে হয়। এ কারণে নানা আশংকায় রানারের স্ত্রী বিনিদ্র রাত জাগে।

উদ্দীপকের শফিক নাইটগার্ড হিসেবে একটি কোম্পানিতে কর্মরত। সংগত কারণেই সারারাত ধরে তাকে দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে হয়। দায়িত্বের কারণে সব সময় বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয় না তার। এ কারণে শফিকের কথা ভাবতে ভাবতে তার স্ত্রী প্রায়শই বিনিদ্র রাত্রিযাপন করে। একইভাবে, 'রানার' কবিতার রানারও একজন দায়িত্বশীল কর্মী। ঠিক সময়ে যথাযথভাবে ডাক পৌঁছাতে গিয়ে পথের বাঁধাকে উপেক্ষা করে রাতভর তাকে ছুটতে হয়। এ সময় পথে নানা বিপদের আশংকা থাকে। রানারের স্ত্রী তাই স্বামীর অনুপস্থিতি, পথের বিপদসহ নানা দুর্ভাবনায় নির্ঘুম রাত কাটায়। এ বিবেচনায়, উদ্দীপকের শফিকের স্ত্রীর মাঝে 'রানার' কবিতার স্বামীর চিন্তায় রানারের স্ত্রীর বিনিদ্র রাত্রিযাপনের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শফিকের স্ত্রীর মাঝে 'রানার' কবিতার স্বামীর চিন্তায় রানারের স্ত্রীর বিনিদ্র রাত্রিযাপনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের শফিক 'রানার' কবিতার রানারের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'রানার' কবিতায় কবি রানারকে উপস্থাপন করেছেন শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে সে নিজের কাজ করে যায়। তবুও সেই শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন পায় না সে। সময়মতো ডাক পৌঁছে দিয়ে সকলের মুখে হাসি ফোটালেও তার দুঃখের খবর রাখে না কেউ-ই। ফলে অশেষ মনোযাতনা নিয়ে তাকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়।

উদ্দীপকে শফিক নামের এক নাইটগার্ডের কথা বলা হয়েছে। কোম্পানির জানমালের পাহাড়া দেওয়াই তার কাজ। দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার গুণে সে আজ কোম্পানির ভরসার পাত্রে পরিণত হয়েছে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে তাকে বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়। শুধু তাই নয়, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পর্যাপ্ত ছুটিও পায় না সে। ফলে তার স্ত্রী-সন্তানরা তার বাড়ি ফেরার আশায় পথ চেয়ে থাকে। শফিকের মাঝে ফুটে ওঠা এই দায়িত্বশীলতার দিকটি আলোচ্য কবিতার রানারের মাঝেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'রানার' কবিতায় রানার চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি শ্রমজীবীদের অন্তর্যাতনার দিকটি মমত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সারারাত জেগে দায়িত্ব পালন করলেও সেই শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন পায় না সে। ফলে ঘরে তার অভাব লেগেই থাকে। তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাকে বুকে চেপে রেখে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যায় সে। উদ্দীপকের শফিকের মাঝে রানারের এমন দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রতিফলন থাকলেও তার দুঃখ-দারিদ্রের দিকটি সেখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া আলোচ্য কবিতাটিতে কবি রানারের মাধ্যমে সকল শ্রমজীবীদের দুঃখের অবসান কামনা করেছেন, যা উদ্দীপকের শফিকের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের শফিক 'রানার' কবিতার রানারের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **স্তবক-১ :** ওরা গরিব ওরা নিঃস্ব পায় না দুবেলা খেতে
ওরা দুর্বল ভীরু-কাপুরুষ পারবে না মাথা তুলে দাঁড়াতে।

স্তবক-২ : এ মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম।
কত তিতুমীর কত ঈসা খান
দিয়েছে জীবন দেয়নি তো মান।

ক. 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় চির কবিতার দেশ বলা হয়েছে কাকে? ১
খ. 'কবিতার হাতে রাইফেল' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. স্তবক-১-এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'স্তবক-২-এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি'–মূল্যায়ন করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় চির কবিতার দেশ বলা হয়েছে বাংলাদেশকে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কবিতাকেও যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে কবি 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটি বলেছেন।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে কবিতার মাধ্যমেও প্রতিরোধ ও মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকদের লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছিল। কবিতাই তখন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই কবি আলোচ্য চরণটির অবতারণা করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবি-সাহিত্যিকদের লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছিল। কবিতাই তখন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র। 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটির মাধ্যমে কবি এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

গ বাঙালিদের নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল লক্ষ করা যায়।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। এ কবিতায় কবি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার আগ্রাসন ও বীর বাঙালির প্রতিরোধ ভূমিকার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন মনোভাবকেও উপস্থাপন করেছেন। উগ্র স্বাজাত্যবোধের কারণে তারা বাঙালিকে ভেতো ও দুর্বলচিত্তের বলে মনে করতো।

উদ্দীপকের স্তবক-১ এর কবিতাংশে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। সেখানে তাদের গরিব ও খেতে পায় না বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘৃণাভরে তাদের ভীরু ও কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বলে শ্লেষ প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট এক শ্রেণির হীন মানসিকতাই তাদের এমন মন্তব্যের কারণ। একইভাবে, 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায়ও কবি বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন মনোভাবকে উত্থাপন করেছেন। এমন মনোভাবের কারণেই তারা বাঙালিকে ভেতো ও দুর্বল বলে অবজ্ঞা করতো। এদিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালিদের নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ "স্তবক-২ এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি।"– 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের অপশাসন ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের বীরোচিত ভূমিকাকে অভিনন্দিত করেছেন। পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিকে দুর্বল ভেবে অত্যাচার চালালে এ জাতি তাদের সেই অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নেয়নি। বরং অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে তারা বীরোচিতভাবে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে।

উদ্দীপকের স্তবক-২ এর কবিতাংশে কবি জাতির সূর্যসন্তানদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তাঁরা জীবন দিয়ে হলেও জাতিকে বহিঃশত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাদের সেসকল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদের স্বাধীকার চেতনায় উজ্জীবিত করে। দেশমাতৃকাকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে স্তবক-২ এর কবি তাই সেই সকল মহান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ টেনেছেন। আলোচ্য কবিতাতেও কবি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ অনাদি অতীতের বিভিন্ন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি বাঙালি জাতির সুদীর্ঘকালের সংগ্রামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের নানা বাঁকে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি এ জাতির উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি সমন্বিত শক্তিতে সেসকল অশুভ শক্তিকে বার বার পরাভূত করেছে। আর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ অনাদি অতীতের সেসকল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসই বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে। একইভাবে, উদ্দীপকের স্তবক-২ এর কবিতাংশেও কবি বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের সেসকল বীর সেনানীদের কথা উল্লেখ করে তাদের জয়গান করেছেন, যা আলোচ্য কবিতার কবির চেতনারই সমান্তরাল। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "স্তবক-২ এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি।"– 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ডাকাতিয়া নদীতে ট্রলার ডুবে মারা যায় আলমের মা-বাবা। ঘটনাক্রমে বাড়িতে থাকায় বেঁচে যায় আলম ও তার ছোটো বোন সাদিয়া। অসহায় আলম বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনা শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। তাদের আর গ্যারেজ কাজ করতে হয়নি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহাদরে তারা দুজনেই এখন লেখাপড়া শিখছে।

ক. বুধার কী খেলে বুক ভরে? ১
খ. 'অবাক হয় কুন্তি' কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজের মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবনযাপন করতে হতো না"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধার বৃষ্টির পানি খেলে বুক ভরে।

খ কুন্তি কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি বলে হঠাৎ তাকে কান্না করতে দেখে সে অবাক হয়।

বুধা ও কুন্তি কুজনে বুধার মা-বাবার কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়। কবরের মাটি স্পর্শ করে বুধা তার জীবনের আনন্দঘন দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য বাপের কাছে দোয়া চায়। দেশকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করার জন্য সাহস না হারানোর জন্য দোয়া প্রার্থনা করে। এ সময় বুধা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তাই দেখে কুন্তি অবাক হয়।

উত্তরের মূলকথা : কুন্তি আগে কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি। তাই হঠাৎ তাকে কাঁদতে দেখে সে অবাক হয়।

গ উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বুধা নামের এক পিতৃমাতৃহীন কিশোরকে কেন্দ্র করে। গ্রামে কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে এক রাতের মধ্যেই বুধার চোখের সামনে একে একে তার পরিবারের সকলে মারা যায়। এভাবে পরিবার হারিয়ে বুধা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ঘটনাটি তার জীবনকে এলোমেলো করে দেয়।

উদ্দীপকের আলমের বাবা-মা এক ট্রলার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। ঘটনাক্রমে সে আর তার ছোটো বোন বাড়িতে থাকায় তারা দুজনে প্রাণে বেঁচে যায়। তবে ঘটনাটি তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও কলেরার কারণে একরাতের মধ্যেই বাবা-মাসহ পরিবারের সকলকে হারায়। চোখের সামনে একে একে সকলকে মরে যেতে দেখে শোকে সে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। এই ঘটনা এতিম বুধার আনন্দময় শৈশবকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ বুধার মতো উদ্দীপকের আলমও এক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবেই বাবা-মাকে হারায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি আলোচ্য উপন্যাসের বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা নামের এক কিশোর। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে চাচি তাকে আশ্রয় দিলেও অভাবের তাড়নায় এক পর্যায়ে তিনি তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই বুধাকে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকের আলম নামের এক কিশোরের কথা বলা হয়েছে। একবার ডাকাতিয়া নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটলে সেই দুর্ঘটনায় আলম তার বাবা-মাকে হারায়। এমতাবস্থায় ছোটো বোনের ভরণপোষণের কথা ভেবে কিশোর বয়েসেই সে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনাটি শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী বোনসহ তাদের বাড়িতে ডেকে নেয় এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের চেষ্টায় আজ তারা স্কুলে পড়ালেখা করে মানুষ হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা এক এতিম কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যেই সে তার পরিবারের সকলকে হারায়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে চাচির কাছে সে আশ্রয় পেলেও অভাবের কারণে চাচিও একদিন বুধাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে বলে। এমতাবস্থায় অসহায় বুধা একরকম বাধ্য হয়েই চাচির সংসার থেকে বেরিয়ে যায় এবং খেয়ে না খেয়ে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বুধার চাচি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো সহানুভূতিশীল হলে বুধা চাচির সংসারেই স্থায়ীভাবে আশ্রয় পেতো। ফলে তার জীবন এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো না এবং সে আরও পাঁচটি শিশুর মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পেত। এদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"

প্রশ্ন ▶ ০৯ পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ থেকে নিচিন্তপুরবাসীকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন স্কুল শিক্ষক জালাল মিয়া। তিনি গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকসেনাদের চেকপোস্ট ও ক্যাম্প ইত্যাদিতে ঝটিকা আক্রমণ করে সরে পড়তেন। গেরিলা বাহিনীর দুঃসাহসিক বিভিন্ন অপারেশন পাকসেনাদের ঘুম হারাম করে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাকহানাদার বাহিনী জালাল মিয়ার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। এমন কি তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতাসহ স্বজনদের গুলি করে হত্যা করে। স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে জালাল মিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, বিজয়ের নিশান উড়িয়েই তিনি গ্রামে ফিরবেন।

ক. বুধাকে গোবর রাজা বলে ডাকে কে? ১

খ. আহাদ মুন্সির চোখ লাল হয়ে ওঠে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে পাকহানাদার বাহিনীর কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ''উদ্দীপকের জালাল মিয়া ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একই আদর্শের ধারক"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধাকে গোবর রাজা বলে ডাকে গাঁয়ের গোবর কুড়ানি বুড়ি।

খ বুধার সাহসী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আহাদ মুন্সির চোখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে।

বুধা পাকিস্তানি ক্যাম্পে পেয়ারা নিয়ে যায় মিলিটারিদের সঙ্গে ভাব করতে। তার উদ্দেশ্য ছিল তাদের খোঁজখবর নেওয়া। লোহার টুপি পরা সৈন্যরা গরমে ঘামতে থাকলে তার হাসি পায়। এমন সময় আহাদ মুন্সি সেখানে আসে এবং বুধার উদ্দেশ্যমূলক হাসি আর অসংলগ্ন কথা শুনে তার চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : বুধার সাহসী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আহাদ মুন্সির চোখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের পাক হানাদার বাহিনির কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে উল্লিখিত নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির আগ্রাসন ও হত্যা-নির্যাতনের এক বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন। সেখানে দেখা যায়, অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনি বুধাদের গ্রামের শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। তাদের অত্যাচারের সমগ্র গ্রামে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে।

উদ্দীপকের জালাল মিয়া একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। নিজ গ্রাম নিশ্চিন্তপুরসহ দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি অনেকগুলো সফল অপারেশন চালনা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা তার বাবা-মাকেও হত্যা করে। হানাদার বাহিনির এমন নৃশংসতার কথা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানেও দেখা যায়, পাকিস্তানি হানাদাররা বুধাদের গ্রামের নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়, অগ্নিসংযোগ করে এবং গ্রামের অনেক লোককে নির্বিচারে হত্যা করে, যা উদ্দীপকের ঘটনাবর্তের সমান্তরাল। এদিক বিবেচনায়, উদ্দীপকের পাক হানাদার বাহিনির কর্মকাণ্ডে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাক হানাদার বাহিনির কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে উল্লিখিত নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ দেশাত্মবোধ ও সংগ্রামী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের জালাল মিয়া ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একই আদর্শের ধারক বলেই আমি মনে করি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বুধা এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এতিম বুধা গ্রামবাসীকেই আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনি সেই নিরীহ গ্রামবাসীর ওপরই অন্যায়-অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের প্রতিরোধ করতেই বুধা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং শত্রুদের ওপর কঠিন আক্রমণ চালায়।

উদ্দীপকে জালাল মিয়া নামের একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে। অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনির হাত থেকে নিজ গ্রামসহ দেশবাসীকে রক্ষা করতে তিনি যুদ্ধে নামেন। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে তিনি পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প ও বিভিন্ন চেকপোস্টে সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। তাদের বীরোচিত ভূমিকায় পাকিস্তানি সেনাদের যেন ঘুম উবে যায়। আর তাই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তারা জালাল মিয়ার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং তার বাবা-মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বুধা নামের পিতৃমাতৃহীন এক কিশোরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ওপর মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত এবং প্রতিরোধ ভূমিকাকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে খুদে মুক্তিযোদ্ধা বুধা যেন অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসরদের সামনে এক মূর্তিমান ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং মিলিটারি বাংকারে মাইন পুঁতে বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে দেশকে স্বাধীন করা এবং গ্রামবাসীর মুক্তিই ছিল তার এ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের জালাল মিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যও ছিল একই। এদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : দেশাত্মবোধ ও সংগ্রামী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের জালাল মিয়া ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একই আদর্শের ধারক বলেই আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১০ আলী সাহেব বিয়ে করেছেন দশ বছর হলো। কিন্তু তিনি এখনও নিঃসন্তান। সাত-পাঁচ ভেবে আলী সাহেবের মা ফকিরের কাছ থেকে পানি পড়া আনেন। এতে আলী সাহেব রাগ করলে তাঁর মা বলেন, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। বাবা চাইলে নিশ্চয়ই ঘর আলোকিত করে সন্তান আসতে পারে। কিন্তু আলী সাহেব পড়া পানি না খেয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান।

ক. "আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না"—উক্তিটি কার? ১

খ. হাশেম দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলী সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটককের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "পরিস্থিতি ভিন্নি হলেও উদ্দীপকের আলী সাহেব ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম একই চেতনায় উজ্জীবিত"—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না'— উক্তিটি তাহেরার।

খ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার হাতেম আলির জমিদারি চলে গেলে তার অনেক কষ্ট হবে ভেবে ছেলে হাশেম দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।

হাশেম আলির বাবা হাতেম আলি জমিদারি নিলামে উঠার কথা গোপন করে অসুস্থতার করা বলে শহরে আসেন বন্ধুর কাছে থেকে টাকা ধার নিয়ে জমিদারি রক্ষা করতে। কিন্তু বন্ধু যখন টাকা দিয়ে অস্বীকৃতি জানায় তখন হাতেম আলি নিরুপায় হয়ে পরিবারের একমাত্র ছেলে হাশেমকে সত্য কথা বলে দেয়। একথা শুনে হাশেম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হাশেমের এ কান্না বাবার মনের অবস্থা চিন্তা করে। হাশেম ভাবে জমিদারি চলে গেলে তার বাবার কি পরিণতি হবে, কতটা কষ্ট পাবে তার বাবা এসব চিন্তা করেই হাশেম দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।

উত্তরের মূলকথা : বাবার কষ্টের কথা ভেবে হাশেম দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আলী সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের জমিদার পত্নী খোদেজা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে তৎকালীন সময়ে ধনী-গরিব নির্বিশেষে পিরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার বিষয়টি ফুটে উঠছে। তাহেরার মা-বাবা থেকে শুরু করে হাশেমের মা-বাবা পর্যন্ত সবাই পিরের মহাত্মে বিশ্বাসী। তাদের দৃষ্টিতে পির আল্লাহর নেক বান্দা। তারা ইচ্ছা করলে যা খুশি তা-ই করতে পারে। তাদের বদ দোয়া নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন কাটানো যায় না। তারা যাদের প্রতি সদয় থাকেন, তারা সৌভাগ্যবান। তাই তাদের মন রক্ষার্থে, তাদের খুশি করতে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। এজন্য খোদেজা চান তাহেরা পিরের কাছে ফিরে যাক এবং এ নিয়ে হাশেমের প্রতি পির যেন অসন্তুষ্ট না হন। তিনি তাহেরাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সে যেন পিরের প্রতি আস্থাশীল থাকে।

উদ্দীপকে আলী সাহেবের মা পিরের প্রতি চরম বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন পির আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন তারা। তাই তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন তিনি। তিনি মনে করেন, তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে এবং এ ক্ষমতাবলে তারা অনেক কিছু করতে পারেন। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি আলীকে উদ্‌বুদ্ধ করেন পিরের কাছে যেতে। তিনি মনে করেন, পির যদি চায় তাহলে আলী সাহেব হয়ত সন্তানের পিতা হতে পারবেন। তাই বলা যায়, নাটকের জোহরা বেগমের সাথে উদ্দীপকের আলী সাহেবে মা সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বর্ণিত আলী সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির মা জোহরা বেগমের চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের আলী সাহেব ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি একই চেতনায় উজ্জীবিত।"—মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকে তৎকালীন সমাজের দুষ্ট ক্ষত পির প্রথা প্রসারের মারাত্মক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তখন আগাছার মতো অবাধ বিস্তার লাভ করেছিল পির প্রথা। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেই আচ্ছন্ন ছিল পির প্রথার দুর্বোধ্য জালে। নাটকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার হাতেম আলির একমাত্র ছেলে হাশেম আলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক। এজন্য হাশেম আলি পির প্রথায় বিশ্বাস করে না। তাদের বজরায় আশ্রয় নেয়া তাহেরা পির প্রথার নির্মম শিকার। তাই সে মা-বাবার অগাধ বিশ্বাসকে ভূলুণ্ঠিত করে পির প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তাহেরার বাস্তব অসহায় অবস্থার কথা শুনে তাহেরার পক্ষে এবং পির প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

উদ্দীপকের আলী সাহেব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক ভাবধারার লোক। সে পির প্রথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু তার মা আবহমান বাঙালি নারী। তার মজ্জায় মিশে আছে পিরকে আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা। এ কারণে পানিপড়ার মাধ্যমে ছেলের সন্তান লাভের প্রত্যাশা পূরণে বিশ্বাসী। কিন্তু আলী সাহেব মায়ের এসব চিন্তা-ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে ডাক্তারের দ্বারস্থ হন।

উদ্দীপকের আলী সাহেব এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি উভয়েই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তার সমাজে প্রচলিত পির প্রথার বিশ্বাস করে না। উভয়েই সমাজ থেকে এই কুপ্রথা বিলুপ্তির পক্ষে। তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। তাই বলা যায়, পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের আলী সাহেব ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম একই চেতনায় উজ্জীবিত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : "পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের আলী সাহেব ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি একই চেতনায় উজ্জীবিত।"

প্রশ্ন ▸ ১১ কলির মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। কলি পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু কলির সৎ মা ও তার বাবা জোর করে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে ঠিক করে। কিশোরী কলি বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জানায়। শিক্ষক আইনের আশ্রয় নিয়ে কলির বিয়ে বন্ধ করেন। তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দেন। কলির বাবাও তার ভুল বুঝতে পারে।

ক. বহিপীরের প্রথম স্ত্রী কত বছর আগে মারা যান? ১
খ. 'আমি যেন বার্তাবাহক' বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের কলি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী''—মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের প্রথম স্ত্রী চৌদ্দ বছর আগে মারা যান।

খ পির সাহেবের অতিরিক্ত ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে হাশেম আলি নিজের সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলে।

হাশেম আলিদের বজরায় আশ্রয় নেয় বহিপীর। এর আগে ঘটনা ক্রমে আশ্রয় পায় বহিপীরের পলাতক স্ত্রী তাহেরা। দু'জনে বজরার দুটি কামরায় অবস্থান নেয়। তাহেরা থাকে হাশেম আলির মায়ের সাথে এক কামরায় আর বহিপীর থাকে হাশেম আলির বাবার সাথে অন্য কামরায়। উভয় কামরার খবরা খবর আদান-প্রদানের দায়িত্ব পড়ে হাশেম আলির উপর। হাশেম আলি তাহেরার মনোভাব ও খবর বহিপীরের কাছে নিয়ে যায় আবার বহিপীরের কথা তাহেরার কাছে বলে। কিন্তু হাশেম চায় না বহিপীরের কাছে তাহেরা ফিরে যাক এবং তাহেরাও তা চায় না। কিন্তু পির তাহেরাকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মতলব আটেন যা হাশেমের ভালো লাগে না। এমন করতে করতে দিন পেরিয়ে রাত হয়ে যায়। তারপরও পির আবার হাশেমকে ডাকেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাশেম প্রশ্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করে।

উত্তরের মূলকথা : সকাল থেকে হাশেম এ কামরা ও কামরা করতে করতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলে।

গ উদ্দীপকের কলি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

'বহিপীর' নাটকের অন্ধ পির ভক্ত তাহেরার বাবা-মা পীরের খুশির জন্য কোনোকিছু বিচার বিবেচনা না করে এবং তাহেরার মতামতকে তোয়াক্কা না করে তাহেরাকে বিয়ে দেন। কিন্তু তাহেরা বাস্তববাদী। এজন্য সে বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ করে। নিরূপায় তাহেরা বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। তারপর আশ্রয় পায় হাশেম আলিদের বজরায়। হাশেম আলির মা তাকে পিরের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে তার সাথে চলে যাওয়ার কথ বললে সে আত্মহত্যা করতে উদ্ধত হয়।

উদ্দীপকে কলিও সচেতন ও আধুনিকচেতা। তাই সে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু কলির সৎমা ও তার বাবা জোর করে এক বৃদ্ধের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। কিশোরী কলি বাধ্য হয়ে স্কুলের শিক্ষককে জানায়। শিক্ষক আইনের আশ্রয় নিয়ে কলির বিয়ে বন্ধ করে তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কলি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কলি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী"—মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাশেম। সে জমিদার হাতেম আলির ছেলে। জমিদারের ছেলে হলেও তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। বরং সে অত্যন্ত মানবিক গুণে গুণান্বিত একজন সুপুরুষ ছিল। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল। বৃদ্ধ বহিপীর যখন জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করে এবং নিজের সাথে করে নিয়ে যেতে চায় তখন হাশেম তাহেরাকে পিরের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এমনকি তাহেরাকে নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিল অজানার উদ্দেশ্যে।

উদ্দীপকে আমরা সামাজিক অসঙ্গতির একটি চিত্র দেখতে পাই। সেখানে এক বাবা ও সৎমা তাদের মেয়ে কলিকে অধিক বয়স্ক এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু এ অসম বিয়েতে ঘোর আপত্তি জানায় কলি। কিশোরী কলি বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ঘটনাটি জানায়। শিক্ষক অবস্থা দেখে আইনের আশ্রয় নিয়ে কলির বিয়ে বন্ধ করেন। শিক্ষক কলিকে নতুন জীবনের সন্ধান দেন এবং কলির বাবা ও তার ভুল বুঝতে পারে।

উদ্দীপকের শিক্ষকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ে বৃদ্ধের সাথে বিয়ে হওয়া বা ঠিক হওয়া তাহেরা ও কলির বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। তারা এ অনিয়ম মেনে নিতে পারেনি। তারা নতুন দিনের অগ্রপথিক, তাই তারা সমচেতনায় বিশ্বাসী।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম সমচেতনায় বিশ্বাসী —উক্তিটি যথার্থ।

সিলেট বোর্ড–২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

□ **নিচের কবিতাংশটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই,
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

১. উদ্দীপকের 'আমি'র সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) ঝরনার খ) দুর্গার গ) বুধার ঘ) সুভার

২. উক্ত সাদৃশ্যের কারণ কী?
ক) উদার প্রকৃতি খ) খেয়াল স্বভাব গ) স্বাধীনচেতা মন ঘ) গতিময়তা

৩. যেসব মানুষ অর্থচিন্তায় নিমগ্ন, তারা সক্ষম নয়–
i. মুক্তি লাভে ii. মনুষ্যত্ব অর্জনে iii. জীবনকে উপভোগ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. 'রানার' কবিতায় কবির মূলভাবনা কী?
ক) শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা
খ) শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা
গ) মানুষ হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মহত্ত্ব
ঘ) শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের কথা

৫. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'–চরণটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক) তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা
খ) স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো
গ) বঙ্গবাণী ঘ) জীবন-সঙ্গীত

৬. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক) নদীপ্রতি খ) দেশপ্রেম গ) সৃজনশীলতা ঘ) সৌন্দর্য সৃষ্টি

৭. সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দেশ্য কী?
ক) আত্মতৃপ্তি খ) চরিত্র চিত্রণ গ) সৃজনশীলতা ঘ) সৌন্দর্য সৃষ্টি

৮. বুধা বোলতার ডাককে কীসের সঙ্গে তুলনা করে?
ক) চাচির কণ্ঠস্বর খ) মাইনবিস্ফোরণের শব্দ
গ) মিলিটারির বুটের শব্দ ঘ) বাজারে ঘর পোড়ার শব্দ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

অটোচালক সোহেলকে টাকার বিনিময়ে কিছু অবৈধ জিনিসপত্র বহনের প্রস্তাব দিলে সোহেল সাফ জানিয়ে দিল 'গরিব হতে পারি স্যার, তাই বলে জেনে-বুঝে অন্যায় করতে পারি না।'

৯. সোহেলের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) হকিকুল্লাহ খ) খোদেজা গ) হাতেম আলি ঘ) হাশেম আলি

১০. উক্ত চরিত্রটি যে কারণে সাদৃশ্যপূর্ণ–
i. অহংকার ii. সচেতনতা iii. মানবিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. 'আমি কি বকরি ঈদের গোরু ছাগল না কি?'– তাহেরার এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) ক্ষোভ খ) প্রতিবাদ গ) ঘৃণা ঘ) হতাশা

১২. 'যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে'–এখানে 'মরণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) অত্যাচার খ) ভয় গ) ক্ষুধা ঘ) পরাধীনতা

১৩. '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাড়ার সাবু ও সাজু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে'–সাবু ও সাজুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র–
ক) আলি, মিঠু খ) বুধা, আলি
গ) আলি, মধু ঘ) শাহাবুদ্দিন, বুধা

১৪. 'আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ'–গল্পটির ঘটনাস্থল কোন দেশে?
ক) ইরান খ) চীন গ) আরব ঘ) সিরিয়া

১৫. কবি নির্মলেন্দু গুণ রচিত শিশুতোষ উপন্যাস কোনটি?
ক) বাংলার মাটি বাংলার জল খ) আপন দলের মানুষ
গ) পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ ঘ) কালোমেঘের ভেলা

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রূপের নাই তো শেষ তোমার
আমার প্রিয় জন্মভূমি
ভালোবাসি সবুজের সমারোহ
সত্যিই অপরূপ তুমি।

১৬. উদ্দীপকের সাথে কোন রচনাটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) আম-আঁটির ভেঁপু খ) প্রবাস বন্ধু
গ) ঝরনার গান ঘ) কপোতাক্ষ নদ

১৭. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. স্মৃতিকাতরতা ii. স্বদেশ প্রেম iii. প্রকৃতির বর্ণনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

১৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক 'আমাদের জাত মানুষ হবে' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন, সকলে–
ক) মানুষ হবে খ) সাহিত্যচর্চা করবে
গ) সুশিক্ষিত হবে ঘ) লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করবে

১৯. প্রধান শিক্ষক বললেন, 'তোমরা বাড়ির আঙিনায় তুলসি, এলোভেরা গাছ লাগাবে, কারণ এগুলো ঔষধি গাছ।'–প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য 'নিমগাছ' গল্পে কার প্রতিনিধিত্ব করে?
ক) কবিরাজ খ) কবি গ) বিজ্ঞ ঘ) গৃহস্থ

২০. 'নিয়তি' গল্প থেকে আমরা যা শিখতে পারি–
i. প্রাণীর প্রতি সংবেদনশীলতা ii. কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী
iii. প্রকৃতির সবাই পরস্পর নির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. 'আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল'–কে বসে পড়ল?
ক) খোকা খ) অভাগী গ) মমতাদি ঘ) কাঙালী

২২. চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি কে আবিষ্কার করেন?
ক) হাজী শরীয়ত খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র ঘ) অবন ঠাকুর

২৩. 'কে দেখালো মহাপ্রতিরোধ'– প্রতিরোধের সম্পর্কযুক্ত কারা?
ক) বাঙালি জাতি খ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী
গ) মিত্র বাহিনী ঘ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

২৪. 'আমি ছিলাম এখানে'–কবি 'এখানে' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
ক) বাঁশ বাগানকে খ) নিশিন্দার ছায়াকে
গ) স্বদেশকে ঘ) পুবের পুকুরকে

২৫. কবি কীসের অন্তরালে হারিয়ে যেতে চান?
ক) প্রকৃতির খ) কান্না-হাসির গ) মানবিকতার ঘ) ভালোবাসার

২৬. 'ভ্যালা হলো দেখি ল্যাঠা'–মোল্লা সাহেবের একথায় কোনটি প্রকাশ পায়?
ক) অবজ্ঞা খ) উপহাস গ) ঘৃণা ঘ) বিরক্তি

২৭. যতনভরে মন্ত্রী নিয়ে এলো–
ক) জ্ঞানী-গুণী খ) যন্ত্রী গ) নস্য ঘ) ঝাঁটা

২৮. কোনটি সৌদি আরবের প্রদেশ?
ক) মক্কা খ) মদিনা গ) জেদ্দা ঘ) তায়েফ

২৯. কে সুভার গা চাটতো?
ক) ছাগল খ) বিড়াল গ) পাঙ্গুলি ঘ) সর্বশী

৩০. ১৯৭১ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর কী বার ছিল?
ক) শনিবার খ) রবিবার গ) সোমবার ঘ) মঙ্গলবার

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০৩

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। প্রতিবন্ধীরা জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অন্যদের মতো সমানতালে এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সঠিক মনোযোগ, সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা পেলে তারাও দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এমনকি হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের একজন। মহাকবি হোমার একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ইলিয়াড ওডেসি তাঁরই সৃষ্টি।

ক. সুভার গ্রামের নাম কী? ১
খ. 'সে ভাষাবিশিষ্ট জীব'– কার সম্পর্কে এবং কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের হোমারের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুভা' গল্পের সমগ্রভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে কী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী যোবায়েরের প্রবল ঝোঁক বই পড়ার প্রতি। পাঠ্যবইয়ের বাইরে কবিতা, উপন্যাস, সাইন্সফিকশন, গোয়েন্দা কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে তার বিস্তর আগ্রহ। তার বাবাও তাকে বই পড়তে ও বই কিনতে উৎসাহিত করেন। পড়ার আগ্রহ দেখে বাবা তাকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দেন। একদিন সে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরির সদস্য হয়।

ক. শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী? ১
খ. মনের হাসপাতাল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মূলভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।' উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩। একদা রাতে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন ঘুমাচ্ছিলেন। মাঝরাতে একটি শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখলেন তার ঘরে একজন অপরিচিত লোক ঢুকেছে। মুহসীন বললেন, 'কে তুমি? আমার ঘরে কেন প্রবেশ করেছ?' লোকটি সভয়ে বলল, 'আমি তিন দিন ধরে কিছু খাইনি, আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই।' মুহসীনের দয়া হলো। তিনি লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করলেন।

ক. সকলের মহাযাত্রা কার দিকে? ১
খ. মহানবি (স.) মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদে (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৪। স্বাধীনতা তুমি,
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থির পেশি।
স্বাধীনতা তুমি,
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি,
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথায় ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।

ক. গোয়েবলস কে? ১
খ. 'মুক্তিফৌজ' কথাটি লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়েছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করেছে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষাশহিদ। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তাঁরা রাজপথে মিছিল করে শহিদ হন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলে আমরা মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছি। তাঁদের এই আত্মদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

ক. 'হাবিলাষ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. যারা বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে তাদের সম্পর্কে কবি আবদুল হাকিমের অভিমত বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'বঙ্গবাণী' কবিতার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির মনোভাব ভিন্নধারায় উৎসারিত।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। একমাত্র ছেলে করিম ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে তার মা রহিমা বেগম তাকে একটি নামকরা হাসপাতালে ভর্তি করান। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা মা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। ছেলের সুস্থতার জন্য মা রোজা মানত করেন। উন্নত চিকিৎসার লক্ষ্যে তিনি ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন। অসুস্থ করিমকে দেখতে নানারকম ফলমূল নিয়ে আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে ভীড় জমায়।

ক. ঝামুর ঝুমুর কী বাজে? ১
খ. 'চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি'–চরণটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার বৈসাদৃশ্য বিচার করো। ৩
ঘ. অপত্য স্নেহের অনিবার্য আকর্ষণের দিক থেকে উদ্দীপকের রহিমা বেগম ও পল্লিজননীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৭। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

ক. দারা শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কীভাবে ভবের উন্নতি করা যায়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও 'জীবন-সংগীত' কবিতা ও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু একই।'–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ৭ই মার্চ ভাষণ দিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মোস্তফা কামাল তখন চব্বিশ বছরের যুবক। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তার বুক ফুলে ওঠে। এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তাদের ঠেকানোর জন্য মোস্তফা কামালসহ মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে দরুইন গ্রামে।

ক. মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কে? ১
খ. বুধার মাটি কাটার দলে যোগদানের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মোস্তফা কামালকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় কি? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। তুমি রক্ত-আগুন, বুলেট-বোমা
আর্তনাদ পেরিয়ে পাওয়া 'স্বাধীনতা'।
'তুমি আমার লক্ষভাইয়ের রক্তের লাল বৃত্ত'!
সবুজ শাড়ির ঠিক মাঝখানে রক্তের পূর্ণ চাঁদ!
তুমি আমার গর্জে ওঠা সোনালি সকাল...

ক. বুধা দুঃখকে কী ভাবে? ১
খ. 'আমরা তিন জন নই, একজন' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের চেতনা বাস্তবায়নে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। জামাল সাহেব একজন নামকরা পির। দেশের সারা অঞ্চলে তার মুরিদ আছে। পানি পড়া, তাবিজ দেওয়া, জিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন তিনি। এভাবেই মুরিদদের কাছ থেকে অর্থকড়ি আয় করেন। পিরের একমাত্র ছেলে আরিফ এসব পছন্দ করে না। সে চায় লেখাপড়া করে সে ডাক্তার হবে। মানুষের চিকিৎসাসহ নানা রকম সেবা করবে। পরিবারের সবাই চায় আরিফ তার বাবার পেশা চালিয়ে যাক।

ক. কোন আইনে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছে? ১
খ. 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা'–ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জামালের সাথে 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের মিল আছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও উদ্দীপকের আরিফ এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের ভাবনা একই ধারায় উৎসারিত।" –উক্তিটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

১১। শরীফ সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন, তিনি নিয়মিত নামাজ-রোজাসহ দীর্ঘদিন মসজিদ ও এতিমখানায় সাহায্য করে আসছেন। প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। শরীফ সাহেবের কার্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতৃহীন বালিকা রেশমা তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে সুখী হতে চায়।

ক. সূর্যাস্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১
খ. 'সাবাস মেয়ে তুমি' তাহেরাকে এ কথা বলার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. "'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মানসিকতা উদ্দীপকের শরীফ সাহেবের মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	N	৩	N	৪	M	৫	K	৬	L	৭	N	৮	K	৯	M	১০	M	১১	L	১২	M	১৩	K	১৪	L	১৫	N
	১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	M	২০	N	২১	M	২২	L	২৩	K	২৪	M	২৫	L	২৬	N	২৭	K	২৮	N	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ প্রতিবন্ধীরা জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অন্যদের মতো সমানতালে এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সঠিক মনোযোগ, সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা পেলে তারাও দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এমনকি হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের একজন। মহাকবি হোমার একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ইলিয়াড ওডেসি তাঁরই সৃষ্টি।

ক. সুভার গ্রামের নাম কী? ১

খ. 'সে ভাষাবিশিষ্ট জীব'– কার সম্পর্কে এবং কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের হোমারের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুভা' গল্পের সমগ্রভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে কী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক সুভার গ্রামের নাম চণ্ডীপুর।

খ 'সে ভাষাবিশিষ্ট জীব।'–কথাটি সুভার সঙ্গী প্রতাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'সুভা' গল্পের সুভা কথা বলতে পারে না। পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বাড়ির দুটি গাভী, বিড়াল, গাছপালা ও নদীর সঙ্গে সে সখ্য গড়ে তোলে। এরাও সুভার মতো ভাষাহীন। এই ভাষাহীনদের বাইরে সুভার আরেকজন সঙ্গী আছে। লেখকের মতে, সে উন্নত শ্রেণির জীব। সে ভাষাবিশিষ্ট প্রাণী। তার নাম প্রতাপ, গোঁসাইদের ছোটো ছেলে। সুভার গুটিকয়েক সঙ্গীর মধ্যে প্রতাপই একমাত্র কথা বলতে পারে, সেই প্রসঙ্গে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : 'সে ভাষাবিশিষ্ট জীব।'–কথাটি সুভার সঙ্গী প্রতাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের হোমারের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

'সুভা' গল্পের সুভা একজন বাক্‌প্রতিবন্ধী। কথা বলতে না পারায় ব্যক্তিজীবনে সে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রতিবন্ধী হওয়ায় সুভা তার মায়ের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা পায়নি। মা তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেছেন। পাড়া-প্রতিবেশিরাও তাকে নিয়ে নানা কটূ কথা বলেছে। এভাবে গল্পের পুরোভাগ জুড়ে সুভা সমাজের বোঝা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে।

উদ্দীপকের হোমার একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন। তবে তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হলেও তার মানসিক বিকাশ যথাযথভাবেই হয়েছিল। এজন্যই তিনি 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' নামক বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একইভাবে 'সুভা' গল্পের সুভা একজন বাক্‌প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীতার কারণে সকলের অনাদর ও অবহেলায় বেড়ে উঠতে হয় তাকে। তবে প্রতিবন্ধী হলেও সে ছিল অনুভব ঋদ্ধ। নিজের অন্তরদৃষ্টি দিয়েই চারপাশের সবকিছুকে বোঝার চেষ্টা করত সে। তার এমন প্রকৃতি আলোচ্য উদ্দীপকে মহাকবি হোমারের অবস্থাকেই নির্দেশ করে। এদিক থেকে তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবন্ধীতার দিক থেকে উদ্দীপকের হোমারের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুভা' গল্পের সমগ্রভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি বলেই আমি মনে করি।

সুভা একজন বাক্‌প্রতিবন্ধী। 'সুভা' গল্পের সুভার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার বাবা-মা অত্যন্ত দুশ্চিন্তা করে। এমনকি সুভা নিজেও নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এজন্য সুভা তার প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সমাজের মানুষও তাকে নিয়ে নানা রকম কটূক্তি করত। এমনকি তার মায়ের নিকটেও সে চারমভাবে অবজ্ঞার শিকার হয়েছে। এভাবে সুভা তার প্রতিবন্ধী জীবনের অনেক অপমান নীরবে সহ্য করেছে।

উদ্দীপকের হোমার একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তবে এজন্য তিনি দমে যাননি। নিজ চেষ্টা ও সাধনায় তিনি 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' নামক দুটি বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেন। তার অসাধারণ কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়েও তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা অনেক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের নিকটও অনেক কঠিন। আর এ কঠিন কর্মটিই অনায়াসে সম্পন্ন করেন মহাকবি হোমার।

'সুভা' গল্পের বিষয়বস্তু উদ্দীপকের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। কারণ, উদ্দীপকে কেবল হোমারের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীতা ও তার মহাকাব্য রচনার দিকটি ফুটে ওঠেছে। পক্ষান্তরে, 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতিবন্ধী জীবনের বিড়ম্বনা, তার প্রতি মায়ের অবজ্ঞা, গ্রামীণ প্রকৃতি, প্রতাপের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, পিতার সিদ্ধান্তে তার অনিশ্চিত জীবনে পা বাড়ানোর ইঙ্গিতসহ নানা বিষয় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে এসকল বিষয়ের উল্লেখ নেই। সেখানে মহাকবি হোমারের মধ্য দিয়ে কেবল সুভার প্রতিবন্ধীতার দিকটিই ফুটে উঠেছে, অন্যান্য বিষয় নয়। সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুভা' গল্পের একটি বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করলেও সমগ্রভাবকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সুভা' গল্পের সমগ্রভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০২ দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী যোবায়েরের প্রবল ঝোঁক বই পড়ার প্রতি। পাঠ্যবইয়ের বাইরে কবিতা, উপন্যাস, সাইন্সফিকশন, গোয়েন্দা কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে তার বিস্তর আগ্রহ। তার বাবাও তাকে বই পড়তে ও বই কিনতে উৎসাহিত করেন। পড়ার আগ্রহ দেখে বাবা তাকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দেন। একদিন সে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরির সদস্য হয়।

ক. শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী? ১
খ. মনের হাসপাতাল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মূলভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।' উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

খ মনের হাসপাতাল বলতে লাইব্রেরিকে বোঝায়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের মতে, স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে ক্ষতি করেছে, তার প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কেননা হাসপাতাল যেমন আমাদের দেহের অসুখ সারায়, লাইব্রেরির বই তেমনি আমাদের মনের ক্ষুধা মিটিয়ে মনকে সুস্থ-সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে। তাই লাইব্রেরি হাসপাতালের চেয়ে কম উপকারী নয়। আর আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

উত্তরের মূলকথা : মনের হাসপাতাল বলতে লাইব্রেরিকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকের মূলভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চার গুরুত্বের দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অভিরুচিকে অগ্রাহ্য করে তাকে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়। ফলে শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহই বিনষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের রুচিমাফিক আনন্দময় শিক্ষাপদ্ধতিই পারে তাদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে।

উদ্দীপকের যোবায়েরের বই পড়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক। তাই পাঠ্য বইয়ের বাইরেও সে বিভিন্ন রকমের বই পড়ে। আর তার বাবাও তাকে বই পড়তে ও বই কিনতে উৎসাহিত করেন। বস্তুত, সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহল বলেই তিনি এমনটি করেন। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। উদ্দীপকের মূলভাবে ফুটে ওঠা সাহিত্যচর্চার প্রতি যোবায়ের ও তার বাবার আগ্রহ আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের এই ভাবনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের যোবায়ের ও তার বাবা সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহী, যেমনটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রত্যাশা করেছেন। এ দিক থেকে উদ্দীপকের মূলভাব আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।"– উক্তিটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'বই পড়া' প্রবন্ধে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে, যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার জন্য সাহিত্যচর্চার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই মেধা ও মননশীলতার বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া মনের পরিতৃপ্তির জন্যও সাহিত্যচর্চা তথা বই পড়া আবশ্যক। আর বই পড়ার জন্য প্রয়োজন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত, লাইব্রেরি হলো মানুষের মনের হাসপাতাল।

উদ্দীপকের যোবায়ের বই পড়তে ভালোবাসে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিবিধ বই পড়ার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। এজন্য তার বাবা তাকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দেন। এতে করে তার সাহিত্যচর্চার পথ সুগম হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে সে নিজের মেধাকে আরও শানিত করতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন সে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরির সদস্য হয়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, স্বেচ্ছায় বই পড়ার প্রতি আমাদের অনীহা এবং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। উদ্দীপকে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই। সেখানে কেবল যোবায়েরের বই পড়ার প্রতি আগ্রহের বিষয়টি ফুটে ওঠেছে, অন্যান্য বিষয় নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব নয়; বরং অংশ বিশেষকে ধারণ করেছে। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : 'উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।'

প্রশ্ন ▶ ০৩ একদা রাতে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন ঘুমাচ্ছিলেন। মাঝরাতে একটি শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখলেন তার ঘরে একজন অপরিচিত লোক ঢুকেছে। মুহসীন বললেন, 'কে তুমি? আমার ঘরে কেন প্রবেশ করেছ?' লোকটি সভয়ে বলল, 'আমি তিন দিন ধরে কিছু খাইনি, আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই।' মুহসীনের দয়া হলো। তিনি লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করলেন।

ক. সকলের মহাযাত্রা কার দিকে? ১
খ. মহানবি (স.) মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদে (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক সকলের মহাযাত্রা আল্লাহর দিকে।

খ অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষের একজন হয়েও ছিলেন দুর্লভ।

হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকার চরিত্রের অধিকারী। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায়, ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

উত্তরের মূলকথা : অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

গ উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে ফুটে ওঠা হজরত মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত মধুর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অসংখ্য অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে দয়াশীলতার গুণটি অন্যতম। কারণ, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। সারা জীবন তিনি অসহায় মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। দয়াশীল ও উদারচিত্তের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি কারও প্রতি কোনো জুলুম করেননি।

উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন অসহায় লোকটির ওপর দয়া করেছেন। কারণ, লোকটি তিন দিন ধরে অনাহারে ছিল। তার কাছে কোনো টাকা ছিল না। তাই লোকটি নিরুপায় হয়ে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের ঘরে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় লোকটির অসহাত্বের কথা জেনে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মনে দয়ার উদ্বেক হয় এবং তিনি লোকটিকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেন। তার এমন আচরণ আলোচ্য প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.) এর দয়াশীলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়"–মন্তব্যটি যথার্থ।

হজরত মুহম্মদ (স.) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু তিনি তায়েফবাসীকে অভিশাপ না দিয়ে তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁর অসীম ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর এসকল অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর কথাই বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক অসহায় ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে মধ্যরাতে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের ঘরে প্রবেশ করে। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের হাতে লোকটি ধরা পড়লে তিনি তাকে তার ঘরে প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে লোকটি বলে তিন দিন ধরে সে অনাহারে রয়েছে। তার কাছে কোনো টাকা নেই। লোকটির কথা শুনে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মনে দয়া হয়। এজন্য তিনি লোকটিকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন। তার মধ্যে ফুটে ওঠা এই দয়াশীলতার দিকটি আলোচ্য প্রবন্ধের হযরত মুহম্মদ (স.) এর চরিত্রেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে কেন্দ্র করে। মানুষের পক্ষে যা অনুকরণীয় তারই আদেশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। তাঁর চরিত্রে একইসাথে ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্য, সততা, উদারতা ও দয়ার মতো বহুবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যা আলোচ্য প্রবন্ধেও তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে কেবল তাঁর চরিত্রের একটি দিক দয়াশীলতাই প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য দিক নয়। তাছাড়া প্রবন্ধটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কেও ধারণা পাই, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ স্বাধীনতা তুমি,
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থির পেশি।
স্বাধীনতা তুমি,
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি,
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথায় ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।

ক. গোয়েবলস কে? ১

খ. 'মুক্তিফৌজ' কথাটি লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়েছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করেছে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক গোয়েবলস হলেন জার্মান বংশোদ্ভূত হিটলারের সহযোগী।

খ পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ দেশে এদেশেরই কিছু তরুণ যুবক দেশকে শত্রুমুক্ত করার গুরুভার নিয়েছে বলে 'মুক্তিফৌজ' কথাটা লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায়-অত্যাচারে বাঙালিরা একেবারে ভীতসন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তখন কোনো মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারত না হানাদারদের ভয়ে, সেখানে দেশবাসীকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করার গুরুভার কাঁধে নিয়ে প্রতিরোধকারী দল মুক্তিফৌজ আসবে– এটা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। পাকিস্তানি সেনারাও ভাবতে পারেনি যে, তারা মুক্তিফৌজের গেরিলা হামলার শিকার হবে। এমতাবস্থায় লেখিকার কাছে 'মুক্তিফৌজ' শব্দটা অবিশ্বাস্য ও ভারী মনে হয়।

উত্তরের মূলকথা : পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ দেশে এদেশেরই কিছু তরুণ যুবক দেশকে শত্রুমুক্ত করার গুরুভার নিয়েছে বলে 'মুক্তিফৌজ' কথাটা লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়।

গ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় উল্লেখিত সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ইঙ্গিত করে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি এদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনির নির্মম অত্যাচার এবং ঢাকা শহরের অবরুদ্ধ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাসহ এদেশের গণমানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষারও ইঙ্গিত রয়েছে সেখানে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রত্যাশাকে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত, পাকিস্তানি জান্তা সরকারের অন্যায়-আগ্রাসন ও অত্যাচারে এদেশের মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। আর স্বাধীনতা লাভই ছিল এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। তাই সীমাহীন অন্যায়-অত্যাচারের মাঝেও স্বাধীন দেশের স্বপ্নই তাদের মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছিল। আলোচ্য কবিতাংশে তাই মুক্তিসেনাদের চোখের ঝিলিক, এদেশের মজুর-যুবার দক্ষ বাহু আর তরুণ বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর ধারালো কথার সতেজ ভাষণের মধ্যে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে, যা আলোচ্য রচনার মুক্তিযোদ্ধা রুমীসহ সর্বসাধারণের স্বাধীনতার প্রত্যাশার মধ্য দিয়েও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার এ দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রত্যাশাকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আলোচ্য রচনার মুক্তিযোদ্ধা রুমীসহ সর্বসাধারণের স্বাধীনতার প্রত্যাশার মধ্য দিয়েও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি বলে আমি মনে করি।

'একাত্তরের দিনগুলি' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা। এ রচনায় লেখিকা গভীর বেদনার সঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে নিজের মনোবেদনার কথা বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি রচনাটিতে তিনি পাকিস্তানি জান্তা সরকারের অন্যায়-আগ্রাসন, সারাদেশের অবরুদ্ধ পরিস্থিতিসহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে রচিত। আলোচ্য কবিতাংশে কবি স্বাধীনতার জন্য সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। এরই অংশ হিসেবে স্বাধীনতাকে কখনো তিনি মজুর-যুবার রোদে ঝলকিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী, কখনো মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক আবার কখনো-বা মেধাবী ও তরুণ শিক্ষার্থীর শাণিত কথার সতেজ ভাষণের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত, স্বাধীনতা ছিল এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের আজন্ম প্রত্যাশা। কবিতাংশটিতে সেই প্রত্যাশাই যেন বাণীরূপ লাভ করেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সংগত কারণেই এটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রামাণ্য দলিল। এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ, জনজীবনের নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতাসহ অবরুদ্ধ ঢাকার অচলাবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের ভূমিকা এবং এবং ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীনতা লাভ অব্দি মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিরও একটি পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের কবিতাংশে অনুপস্থিত। সেখানে কেবল স্বাধীনতার প্রত্যাশার কথাই ফুটে উঠেছে, উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় নয়। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীনতা লাভ অব্দি মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির একটি পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের কবিতাংশে অনুপস্থিত। এ দিক থেকে উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাব ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ০৫ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষাশহিদ। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তাঁরা রাজপথে মিছিল করে শহিদ হন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলে আমরা মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছি। তাঁদের এই আত্মদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

ক. 'হাবিলাষ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. যারা বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে তাদের সম্পর্কে কবি আবদুল হাকিমের অভিমত বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'বঙ্গবাণী' কবিতার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির মনোভাব ভিন্নধারায় উৎসারিত।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'হাবিলাষ' শব্দের অর্থ অভিলাষ, প্রবল ইচ্ছা।

খ বাংলা ভাষার ঘৃণা পোষণকারীদের কবি দেশত্যাগ করে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা বলেছেন।

বাংলা ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে, কবি আবদুল হাকিম তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।' অর্থাৎ যাদের জন্ম বাংলাদেশে অথচ বাংলা ভাষার প্রতি তাদের অনুরাগ ও ভালোবাসা নেই, তাদের বংশ ও জন্মপরিচয় সম্পর্কে কবির মনে সন্দেহ জাগে। কবি তাই স্বখেদে বলেছেন– যাদের মনে স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই তারা কেন এদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় না।

উত্তরের মূলকথা : বাংলা ভাষার অবজ্ঞাকারীদের কবি দেশত্যাগ করে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'বঙ্গাবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'বঙ্গাবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ফুটে ওঠেছে। কবির অন্য কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নেই। তবে যারা বাংলায় জন্মেও বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন হীন মনোবৃত্তির লোকদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবেসে তিনি এ ভাষাতেই সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। যা মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগকেই তুলে ধরে।

উদ্দীপকে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষা শহিদদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে **১৯৫২** সালের **২১শে** ফেব্রুয়ারি রাজপথে মিছিল করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পেয়েছি। এমন কর্মকাণ্ড তাঁদের দেশাত্মবোধ ও অকৃত্রিম মাতৃভাষাপ্রীতির দিককেই নির্দেশ করে। একইভাবে, 'বঙ্গাবাণী' কবিতার বক্তব্যের মধ্য দিয়েও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সে ভালোবাসা থেকেই তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরে এ ভাষার প্রতি বিরাগ পোষণকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন তিনি। এ বিবেচনায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'বঙ্গাবাণী' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'বঙ্গাবাণী' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবির মনোভাব ভিন্নধারায় উৎসারিত।"– উক্তিটি যথার্থ।

'বঙ্গাবাণী' কবিতায় কবি মধ্যযুগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সেসময় সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে অনেকে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করে আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করত, যা ছিল অনভিপ্রেত। সংগত কারণেই কবি তাদের এই হীন কর্মকাণ্ডের দিকটি তুলে ধরে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি ভাষাই স্রষ্টার দান। স্রষ্টা সব ভাষাই জানেন এবং বোঝেন। এজন্য বাংলা ভাষাতেও স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করা যায়।

উদ্দীপকে ভাষা শহিদদের কথা স্মরণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে তাঁরা রাজপথ আন্দোলিত করেন। অবশেষে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এমন কর্মকাণ্ড মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা ও ভাবাবেগকেই তুলে ধরে। বস্তুত, মাতৃভাষাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছিলেন বলেই তারা এ ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

'বঙ্গাবাণী' কবিতা ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়টি হলো মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু এ বিষয়টি ছাড়াও আলোচ্য কবিতায় আরও অনেক দিক রয়েছে। বিশেষ করে মাতৃভাষার প্রতি এক শ্রেণির মানুষের অবজ্ঞা এবং বিদেশি ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসার মতো আরও প্রভৃতি। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি। এজন্য উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার কবির মনোভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং বলা যায়, বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবির মনোভাব ভিন্নধারায় উৎসারিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : বিষয়ের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবির মনোভাব ভিন্নধারায় উৎসারিত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ একমাত্র ছেলে করিম ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে তার মা রহিমা বেগম তাকে একটি নামকরা হাসপাতালে ভর্তি করান। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা মা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। ছেলের সুস্থতার জন্য মা রোজা মানত করেন। উন্নত চিকিৎসার লক্ষ্যে তিনি ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন। অসুস্থ করিমকে দেখতে নানারকম ফলমূল নিয়ে আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে ভীড় জমায়।

ক. ঝামুর ঝুমুর কী বাজে? ১

খ. 'চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি'–চরণটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার বৈসাদৃশ্য বিচার করো। ৩

ঘ. অপত্য স্নেহের অনিবার্য আকর্ষণের দিক থেকে উদ্দীপকের রহিমা বেগম ও পল্লিজননীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক এক কোঁচ ভরা বেথুল ঝামুর ঝুমুর বাজে।

খ শীতের রাতে বন্য পথে কুয়াশার মধ্যে জোনাকি পোকার চলাচল বুঝাতে লেখক এ চরণটির অবতারণা করেছেন।

'পল্লিজননী' কবিতায় অসহায় ও দরিদ্র এক মায়ের মনোযাতনার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ছেলের শিয়রে বসে মা একা রাত জাগে এবং রাত বাড়ার সাথে সাথে মায়ের মনের আশঙ্কাও বেড়ে চলে। অসুস্থ ছেলের কখন কী হয় তা নিয়ে সে শঙ্কিত। সাথে রাতের আঁধার, নিভুনিভু প্রদীপ, বুনো পথ, জোনাকি পোকার অবাধ বিচরণ, কাফনের মতো সাদা কুয়াশা সবকিছু মিলিয়ে একটা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র বুকের ধন হারিয়ে যাওয়ার ভাবনা যেন আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে এই বিভীষিকাময় পরিবেশ। প্রশ্নোক্ত চরণটি থমথমে এই পরিবেশেরই এক প্রতীকী উপস্থাপনা।

উত্তরের মূলকথা : রাতের বিভীষিকাময় পরিবেশকে আরও দুর্বিষহ করে তুলতে প্রশ্নোক্ত চরণের অবতারণা।

গ রোগশয্যায় সন্তানকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের মা রহিমা বেগমের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক অসহায় মা তার রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে ছেলের আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ছেলের বেশিরভাগ আবদার মা পূরণ করতে পারেনি। এমনকি দারিদ্র্যের কারণে অসুস্থ ছেলের প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অসহায় মা তাই সন্তানকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে কাতর স্বরে মিনতি জানাচ্ছেন।

উদ্দীপকের করিম ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে একটি নামকরা হাসপাতালে ভর্তি আছে। আর্থিক সচ্ছলতার দরুণ তার মা তাকে উন্নত চিকিৎসা করাচ্ছেন শহরের নামিদামি হাসপাতালে। সেখানে তার সেবাযত্নের কমতি নেই। তবুও সন্তানের সুস্থতা নিয়ে তার শঙ্কা কাটে না। কিন্তু 'পল্লিজননী' কবিতায় অসুস্থ ছেলের মা চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট। দারিদ্র্যের কারণে মা তার রুগ্‌ণ ছেলের উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা দিতে পারছেন না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অস্বচ্ছলতার কারণে সন্তানকে যথোপযুক্ত সেবা দিতে না পেরে মায়ের মন দুঃখভারাক্রান্ত। আর্থিক অসচ্ছলতাই উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

উত্তরের মূলকথা : 'পল্লিজননী' কবিতায় অর্থের অভাবে পল্লিজননী তার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারছে না আর উদ্দীপকের মা তার সন্তানের চিকিৎসার জন্য নামকরা হাসপাতাল ব্যবহার করছেন। এ দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে আলোচ্য কবিতার বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিজননী এবং উদ্দীপকের করিমের মা রহিমা বেগম উভয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা তাদের সন্তানকে ঘিরে, যা তাদের চিরায়ত মাতৃত্বের দিকটিকেই তুলে ধরে।

'পল্লিজননী' কবিতায় অসুস্থ সন্তানের জন্য মায়ের যে হাহাকার ও কাতরতা, তা স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেছে। দারিদ্র্যের কারণে মা তার আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এমনকি রুগ্‌ণ ছেলেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারেনি, মায়ের মন তাই পুত্র হারানোর আশঙ্কায় কাতর। এমতাবস্থায় বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে মা ছেলেকে আগলে রাখতে চায়, যা সন্তানের প্রতি তার মমত্ববোধকেই প্রকাশ করে। আপত্যস্নেহের এক সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়।

উদ্দীপকের করিমের মা রহিমা বেগমের মাঝে সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা লক্ষ করা যায়। তিনি ছেলেকে উন্নত চিকিৎসাসেবা দিতে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। সেখানে সেবাযত্নের কোনো কমতি নেই। তারপরও করিমের মা সন্তানের অসুস্থতার কথা ভেবে কাতর। তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। ছেলের সুস্থতার জন্য তিনি রোজা মানত করেন। কবিতার মা দারিদ্র্যের কারণে তার সন্তানের কোনো আবদার সেভাবে পূরণ করতে পরেননি। এমনকি অর্থাভাবের কারণে রোগশয্যায় তার যথাযথ চিকিৎসাসেবা পর্যন্ত দিতে পারছেন না। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের করিমের মা তার ছেলের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করেছেন। ছোটোবেলা থেকে তিনি সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেছেন। এদিক থেকে উভয় মায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও সন্তানের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মায়ের মনে যে শঙ্কিত অবস্থার চিত্র আমরা দেখি, তা তাদের চিরায়ত মাতৃমূর্তিরই বহিঃপ্রকাশ। যার মূলে রয়েছে আপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ।

উত্তরের মূলকথা : 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিজননী এবং উদ্দীপকের করিমের মা রহিমা বেগম উভয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা সন্তানের সুস্থতা কামনায় চিরায়ত মাতৃত্বের দিকটিই প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

ক. 'দারা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কীভাবে ভবের উন্নতি করা যায়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও 'জীবন-সংগীত' কবিতা ও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু একই।'–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'দারা' শব্দের অর্থ স্ত্রী।

খ জীবনকে ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

জীবনের প্রতিকূলতাকে একমাত্র সত্য না ভেবে সব ধরনের প্রতিকূলতাকে নিজ অনুকূলে আনার চেষ্টা চালাতে হবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারণ, সময় কারও জন্য বসে থাকে না। আর তাই উপযুক্ত সময়ে নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উপযুক্ত সময়ে নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

গ উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উল্লিখিত মহৎকর্ম সম্পাদনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানজীবনে দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য-সচ্ছলতা, আনন্দ-বেদনা পাশাপাশি বিরাজ করে। তাই দুঃখকষ্ট বা দারিদ্র্যকে ভয় না পেয়ে সংগ্রামী জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা, দৃঢ় আর কঠোর সংগ্রামের কাছে দুঃখ, ভয় ও হতাশার পরাজয় ঘটে। আর সংগ্রামী হলে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিই অতিক্রম করা সম্ভব।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শিশুর বসবাস উপযোগী এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আত্মসচেতন কবি নিজ উপলব্ধি থেকেই নবজাতকের সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী করে পৃথিবীকে গড়ে তুলতে চান। মহৎ এ লক্ষকে সামনে রেখেই তিনি পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে 'জীবন-সংগীত' কবিতায়ও কবি জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মহিমা অর্জনই মানব জীবনের লক্ষ্য। আর তা সম্ভব হতে পারে মহৎকর্মের মধ্য দিয়ে, যার একমাত্র উপায় জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহৎকর্ম সাধনের এ দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সংগ্রামী জীবনের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা ও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু একই।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি সংসারে মানুষের প্রকৃত ভূমিকার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কবির মতে, সংসারবিরোধী হয়ে কোনো লাভ নেই। তাই সংসার সমরাঙ্গানে দৃঢ়চিত্তে লড়াই করে যেতে হবে। এভাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মানব জীবনকে সফল করে তুলতে হবে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য উপযুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। তাদের বসবাসের জন্য সর্বোত্তম আয়োজনের ব্যবস্থা করতে চান কবিতাংশটির কবি। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তিনি। মহৎকর্মের ভেতর দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলার এমন ভাবনা আলোচ্য 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায়ও গুরুত্বের সঙ্গো প্রকাশিত হয়েছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় কবি সেই লক্ষকে সামনে রেখেই সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যেতে বলেছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকের কবিতাংশে নবজাতকের জন্য সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক আদর্শ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। তবে তা করার জন্য 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির নির্দেশিত পথেরই অনুগামী হতে হবে। কেননা, এর মধ্য দিয়েই যে মহত্ত্ব অর্জন সম্ভব সেটিও স্পষ্ট করা হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় মানবজীবনের সার্থকতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ৭ই মার্চ ভাষণ দিলেন জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মোস্তফা কামাল তখন চব্বিশ বছরের যুবক। বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ শুনে তার বুক ফুলে ওঠে। এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তাদের ঠেকানোর জন্য মোস্তফা কামালসহ মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে দরুইন গ্রামে।

ক. মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কে? ১
খ. বুধার মাটি কাটার দলে যোগদানের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মোস্তফা কামালকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় কি? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক মুক্তিবাহিনীর কমাড়ার শাহাবুদ্দিন।

খ মিলিটারি ক্যাম্প ধ্বংস করতে বাংকারে মাইন পোঁতার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগ দেয়।

শাহাবুদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। তিনি মিলিটারি ক্যাম্প ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। তখন বুধা সুযোগ বুঝে মাটি কাটা দলের সঙ্গো বাংকার তৈরির জন্য যোগ দেয়। এভাবে সে মিলিটারি ক্যাম্পে প্রবেশ করে। এরপর ক্যাম্পের বাংকারে সে মাইন পুঁতে রেখে আসে।

উত্তরের মূলকথা : বুধা বাংকারে মাইন পোঁতার জন্য মাটি কাটা দলে যোগদান করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনিতে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিশোর বুধার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিশোর বুধা মা-বাবা, ভাই-বোন হারিয়ে প্রকৃতির মাঝে বড়ো হয়ে ওঠে। প্রকৃতিই তাকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থেকে মানবিক হয়ে ওঠার এবং মাতৃভূমিকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছিল। এমন অবস্থায় শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাকাড। এই হত্যা ও অত্যাচার দেখে দেশপ্রেমিক কিশোর বুধা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শত্রুসেনাদের দেশ থেকে তাড়ানোর লক্ষ্যে সে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের চব্বিশ বছরের যুবক মোস্তফা কামাল জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে উদ্দীপ্ত হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। এপ্রিল মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক এগিয়ে আসা হানাদার বাহিনীকে ঠেকানোর জন্য মোস্তফা কামালসহ মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন দরুইন গ্রামে। বস্তুত, বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে বীরের মতো লড়াই করে। একইভাবে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও কানুদয়ালের বাড়িতে রেডিয়োতে বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ শুনেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত হয় এবং হানাদারদের বধ করে দেশকে স্বাধীন করতে ব্রতী হয়। যা উদ্দীপকের মোস্তফা কামালের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘটনার সমান্তরাল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার যুদ্ধে অংশগ্রহণের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মোস্তফা কামালের মাঝে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার যুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মোস্তফা কামালকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা গ্রামের এক কিশোর বালক, যে পাস্তিানিদের নানা অত্যাচার দেখে যুদ্ধ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এরই অংশ হিসেবে সে রাজাকারের বাড়িতে আগুন দেয়া, পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রাখার মতো সাহসী কাজ করে। দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে উজ্জীবিত বুধা কোনোকিছুতেই পিছপা হয় না।

উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করার জন্য সর্বস্তরের বাঙালিদের প্রস্তুত থাকতে বলেন। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ২৫শে মার্চ রাতের আঁধারে বাংলার বুকে এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা দেখে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মোস্তফা কামালসহ বুধার মতো কিশোর-তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে ধ্বংস করতে কিশোর-তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলার মাটি থেকে শত্রুদের চিরতরে বিতাড়িত করতে তারা বীরোচিত ভূমিকা রাখে। গেরিলা হয়ে, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে তারা শত্রুক্যাম্প ধ্বংস করে শত্রুদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের মোস্তফা কামাল যেমন পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে দরুইন গ্রামে অবস্থান নেয় তেমনি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও পাকিস্তানিদের পরাভূত করতে তাদের ক্যাম্পে মাইন পুঁতে আসে। এ বিবেচনায়, উদ্দীপকের মোস্তফা কামালকে উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মধ্যে যুদ্ধ করার এবং তাতে জয়ী হওয়ার মনোভাব দেখা যায়। উদ্দীপকের মোস্তফা কামালের মধ্যে একই মনোভাব বিদ্যমান। তাই মোস্তফা কামালকে বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ তুমি রক্ত-আগুন, বুলেট-বোমা
আর্তনাদ পেরিয়ে পাওয়া 'স্বাধীনতা'।
'তুমি আমার লক্ষভাইয়ের রক্তের লাল বৃত্ত'!
সবুজ শাড়ির ঠিক মাঝখানে রক্তের পূর্ণ চাঁদ!
তুমি আমার গর্জে ওঠা সোনালি সকাল...

ক. বুধা দুঃখকে কী ভাবে? ১
খ. 'আমরা তিন জন নই, একজন' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের চেতনা বাস্তবায়নে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধা দুঃখকে হিংস্র শকুন ভাবে।

খ পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের একতাবদ্ধ অবস্থার দিকটি বোঝানোর জন্য বুধাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারি বুধার গ্রামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর যারা এলাকায় থেকে যায়, তারা দিনে দিনে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে সবাই একই ধারণা পোষণ করতে থাকে। ফলে উপন্যাসের বুধা যখন দোকানে আলি ও মিঠুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের চিন্তাচেতনায় একই ভাবধারা প্রকাশ পায়। আর এই চেতনাগত ঐক্যবদ্ধের দিকটি বোঝানোর জন্যই বুধাকে বলা হয়েছে, 'আমরা তিন জন নই, একজন।'

উত্তরের মূলকথা : চেতনাগত ঐক্যবদ্ধতায় উক্তিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের স্বাধীনতার জন্য মানুষের মৃত্যু, স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ, শোকের দাবানলের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও স্বজনহারা মানুষের আর্তচিৎকারের দিকটি ফুটে উঠেছে। তবে শোকের মাতম সৃষ্টি করেই তারা ক্ষান্ত ছিল না; বরং শোককে শক্তিতে পরিণত করে বুধা, আলি ও মিঠুর মতো তরুণরা প্রতিরোধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

উদ্দীপকের কবি যুদ্ধের সময় মৃত্যু আর দুঃখের দিকটি তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য দেশবাসীকে অনেক রক্ত-আগুনের লেলিহান শিখা পেরিয়ে, বুলেট-বোমা অবজ্ঞা করে, আর্তনাদের সমুদ্র পেরিয়ে চলতে হয়েছে। লাখো ভাইয়ের রক্তের নদী পেরিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বিষয়টি একইভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেখানেও পাকিস্তানি সেনাদের অন্যায়-অত্যাচারে প্রিয়জন হারানোর আহাজারিসহ সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও প্রতিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের এ দিকটিই উদ্দীপকের প্রথম অংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকবাহিনীর অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ, গণমানুষের প্রতিরোধ ইত্যাদি দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের চেতনাই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল কারণ।

উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে বীর বাঙালির হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। যুগে যুগে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে। কবি মনে করেন, বাঙালি আজ সোচ্চার, তারা জেগে উঠেছে বীর দর্পে। তাই আর কোনো আপস নয়, নয় কোনো সন্ধি, এবার তারা ঘায়েল করবে শত্রুদের। এতে সবুজ শাড়ির ঠিক মাঝখানে রচিত হবে রক্তের রংয়ে রাঙা পূর্ণ চাঁদ। এজন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যে-কোনো মুহূর্তে গর্জে ওঠার জন্য বীর বাঙালি সদা প্রস্তুত।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাক হানাদারদের অমানবিক নির্যাতনের নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামের মানুষের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনার কথা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। তবে বীর বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর এসব অন্যায়-অত্যাচার মেনে নেয়নি, তারা প্রতিবাদ ও সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সরাসরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা শত্রুদের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালন করে। সে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। এরই অংশ হিসেবে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়, আহাদ মুন্সিসহ অন্যান্য রাজাকারদের বাড়িতে আগুন দেয়। সর্বোপরি দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সে বীরোচিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যা মূলত উদ্দীপকের কবিতাংশের শেষ দুই চরণে ফুটে ওঠা স্বাধীনতার চেতনারই সমান্তরাল। এ বিবেচনায় বুধার অবদান উদ্দীপকের কবিতাংশের শেষ দুই চরণের চেতনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের চেতনাই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল কারণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ জামাল সাহেব একজন নামকরা পির। দেশের সারা অঞ্চলে তার মুরিদ আছে। পানি পড়া, তাবিজ দেওয়া, জিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন তিনি। এভাবেই মুরিদদের কাছ থেকে অর্থকড়ি আয় করেন। পিরের একমাত্র ছেলে আরিফ এসব পছন্দ করে না। সে চায় লেখাপড়া করে সে ডাক্তার হবে। মানুষের চিকিৎসাসহ নানা রকম সেবা করবে। পরিবারের সবাই চায় আরিফ তার বাবার পেশা চালিয়ে যাক।

ক. কোন আইনে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছে? ১
খ. 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জামালের সাথে 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের মিল আছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও উদ্দীপকের আরিফ এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের ভাবনা একই ধারায় উৎসারিত।" —উক্তিটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক সূর্যাস্ত আইনে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠেছে।

খ 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা।'— জমিদারের স্ত্রী খোদেজার এ বক্তব্যে সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বজরায় আশ্রয়দাতা তার পালিয়ে আসার কারণ জানতে চাইলে তাহেরা বলে যে, এক বুড়ো মানুষের সাথে তার বিয়ে হওয়ায় সে পালিয়ে এসেছে। তখন খোদেজা তাহেরাকে বোঝানোর জন্য বলে যে, তোমার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা উচিত হয়নি। কারণ 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা' অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো হাত নেই। মূলত খোদেজার এ বক্তব্যে তৎকালীন নারীর সবকিছু মেনে নেওয়ার প্রবণতাই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা।'— খোদেজার এ বক্তব্যে সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের জামালের সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের মিল আছে।

'বহিপীর' নাটকটি একজন পিরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এই পির সারাবছর বিভিন্ন জেলায় তার অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেন। আর মুরিদরাও সর্বস্ব দিয়ে তার সেবাযত্ন ও খাতির করে।

উদ্দীপকে জামাল সাহেব নামের এক পিরের কথা বর্ণিত হয়েছে। দেশের সারা অঞ্চলে তার মুরিদ রয়েছে। পানি পড়া, তাবিজ দেয়া, জ্বিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন তিনি। যার মাধ্যমে নিজের প্রভাব বজায় রাখার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভ আদায় করেন তিনি। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের পির সাহেবের মুরিদদের কুসংস্কার ও অন্ধভক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি বিত্তবান হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, মুরিদের অল্পবয়েসি কন্যা তাহেরাকে কৌশলে বিয়ে করেন তিনি। আবার তাহেরা পালিয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যও ফন্দি আঁটেন। অর্থাৎ নাটকের বহিপীর এবং উদ্দীপকের পির সাহেব ধূর্ত ও স্বার্থান্বেষী চরিত্র। এদিক থেকে তাদের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের জামালের সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের মিল আছে।

ঘ "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও উদ্দীপকের আরিফ এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের ভাবনা একই ধারায় উৎসারিত।"— উক্তিটি যৌক্তিক।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর মূলত একজন ধূর্ত ও স্বার্থান্ধ প্রকৃতির মানুষ। চৌদ্দ বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। তারপর কৌশলে তারই এক মুরিদের অল্পবয়েসি মেয়ে তাহেরাকে বিয়ে করার ফাঁদ পাতে সে। তার ফাঁদে পা দিয়েই তাহেরার বাবা-মা তাকে ওই পিরের সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। এই অসম বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে তাহেরা পালিয়ে গিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নিলে জমিদারপুত্র হাশেম আলি তার পাশে দাঁড়ায় এবং তাহেরাকে বাঁচাতে সে তাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

উদ্দীপকে আরিফ নামের এক প্রতিবাদি যুবকের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আরিফ অযৌক্তিক পিরপ্রথায় বিশ্বাসী নয়। সে চায় লেখাপড়া করে বড়ো ডাক্তার হবে। মানুষের চিকিৎসাসহ নানা রকম সেবা করবে। তাই সে বাবার প্রতারণাকে মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য নাটকের হাশেম আলিও তেমনই একজন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুবক।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম চরিত্র হাশেম আলি। উদ্দীপকের আরিফের মতো সেও একজন প্রতিবাদী চরিত্র। হাশেম আলি জমিদার পুত্র। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তাহেরাকে বাঁচাতে সে তাকে নিয়ে অজানার পথে যাত্রা করে। নাটকটিতে ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকী চরিত্র হলো হাশেম আলি। উদ্দীপকের আরিফও তার মতোই সাহসী চরিত্র। আরিফ ভণ্ডামি, শঠতা, প্রতারণা পছন্দ করে না। সুতরাং উদ্দীপকের আরিফ এবং নাটকের হাশেম উভয়ের ভাবনা একই ধারায় উৎসারিত।

উত্তরের মূলকথা : "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও উদ্দীপকের আরিফ এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের ভাবনা একই ধারায় উৎসারিত।"

প্রশ্ন ▶ ১১ শরীফ সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন, তিনি নিয়মিত নামাজ-রোজাসহ দীর্ঘদিন মসজিদ ও এতিমখানায় সাহায্য করে আসছেন। প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। শরীফ সাহেবের কার্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতৃহীন বালিকা রেশমা তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে সুখী হতে চায়।

ক. সূর্যাস্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১
খ. 'সাবাস মেয়ে তুমি' তাহেরাকে এ কথা বলার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. "'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মানসিকতা উদ্দীপকের শরীফ সাহেবের মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো"− মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক সূর্যাস্ত আইন ১৭৯৩ সালে প্রণীত হয়।

খ তাহেরাকে ভর্ৎসনা করতে খোদেজা তাহেরার উক্তিটি করেন।

বহিপীরের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ায় তাহেরা পালিয়েছিল। সে জানত না কোথায় পালাবে, শুধু জানত বাড়ি ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। এই দুঃসাহস তার আশ্রয়দাতা খোদেজাকে আশ্চর্যান্বিত করে। মেয়ে মানুষ হয়েও ভয়হীনভাবে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বলে খোদেজা তাহেরাকে 'শাবাশ মেয়ে তুমি' বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার প্রথাবিরুদ্ধ কাজ খোদেজার পছন্দ না হওয়ায় ভর্ৎসনা করে খোদেজা আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ সমস্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না।

'বহিপীর' নাটকটি আবর্তিত হয়েছে এক ভণ্ড পিরকে নিয়ে। তিনি সারা বছর দেশের বিভিন্ন জেলায় থাকা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তিনি মুরদিদের কাছ থেকে এসময় প্রয়োজনমতো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি কন্যার বয়সী এক মাতৃহীন কিশোরীকে বিয়ে করেন এবং ওই কিশোরী এ বিয়ে অস্বীকার করে পালিয়ে গেলে, তাকে পাওয়ার জন্য তার পিছু নেন। ঘটনাচক্রে দুজনেই এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের বজরায় আশ্রয় পান। এ বজরায় অবস্থানরত জমিদার পুত্র ওই কিশোরীর করুণ কাহিনি শুনে তার পক্ষ নেয় এবং কিশোরীকে পিরের লালসার হাত থেকে উদ্ধারের পণ করে।

উদ্দীপকের শরীফ সাহেব স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। তিনি নিয়মিত নামাজ-রোজাসহ দীর্ঘদিন যাবত মসজিদ ও এতিমখানায় সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছেন। শরীফ সাহেব প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। তার এসব মানবীয় গুণাবলি দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতৃহীন বালিকা রেশমা তাকে বিয়ে করতে চায়। অপরদিকে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর একজন মতলববাজ ও স্বার্থন্বেষী মানুষ। তাছাড়া 'বহিপীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে বাংলার পির সম্প্রদায়ের ভন্ডামি নিয়ে, যা কোনোভাবেই উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না।

ঘ "'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের মানসিকতা উদ্দীপকের শরিফ সাহেবের মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো।"−মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলা একজন কূটকৌশলী ও চতুর ধর্ম ব্যবসায়ী। নাটকে তার ধূর্ততার নানা কাহিনি লক্ষ করা যায়। বহিপীর দীর্ঘদিন বিপত্নীক থেকে কিশোরী তাহেরার অমতে তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাহেরা নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া এ বিয়ে মেনে নিতে পারে না। তাই সে উদ্দেশ্যহীন পালিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে বহিপীর জমিদারের বজরায় তাহেরাকে খুঁজে পান এবং বিভিন্ন কৌশলে তাকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে পিরের নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে।

উদ্দীপকের শরীফ সাহেব স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। তিনি গ্রামে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন। তিনি প্রয়োজনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। শরীফ সাহেবের এসব কর্মকান্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতৃহীন বালিকা রেশমা তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে সুখী হতে চায়।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীর একজন বৃদ্ধ মানুষ। প্রায় চৌদ্দ বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। তাহেরার বাবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি তাহেরাকে বিয়ে করতে সম্মত হন। কিন্তু বৃদ্ধ পিরকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাহেরা পালিয়ে গেলে পির তার পিছু নেয়। তারপর ঘটনাচক্রে পির সাহেব তাহেরার সন্ধান পেলে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তিনি তাহেরাকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উদ্দীপকের শরীফ সাহেব বহিপীরের সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতার। বহিপীর যদি চারিত্রিক সৌন্দর্যে শরীফ সাহেবের মতো হতেন, তাহলে তিনি তাহেরাকে তার অমতে বিয়ে করতেন না। কিংবা তাহেরা পালিয়ে গেলেও তিনি তার পিছু নিতেন না এবং তাকে ফিরে পেতে কূটকৌশল অবলম্বন করতেন না। আর তাহলে নাটকের কাহিনি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতো।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের মানসিকতা উদ্দীপকের শরিফ সাহেবের মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো।

বরিশাল বোর্ড–২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১ ।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. পৃথিবীটা কালো ধোঁয়া মনে হয় কেন?
ক মাটি ঘামে ভেজায় খ ঘরেতে অভাব থাকায়
গ রাত নির্জন হওয়ায় ঘ আলোর স্পর্শের অভাবে

২. ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে কে?
ক হরিহর খ প্রতাপ
গ নীলমণি ঘ বাণীকণ্ঠ

৩. 'নিয়তি' গল্পে লেখকের কোন সময়ের স্মৃতি উঠে এসেছে?
ক যৌবন খ কৈশোর গ প্রৌঢ় ঘ শৈশব

৪. আহাদ মুন্সির বড়ো ছেলের নাম কী?
ক মিঠু খ আলী গ শাহাবুদ্দিন ঘ মতিউর

৫. কাঙ্গালীর মায়ের মৃতদেহ সৎকারের কাঠ জোগাড় করতে না পারার কারণ–
i. দরিদ্রতা ii. উঁচু শ্রেণির নিষ্ঠুরতা iii. জাতি বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. বুধা কাকে ভীতুর ডিম বলেছে?
ক ফুলকলি খ নোলক বুয়া গ কুন্তি ঘ রানি

৭. নাটকের প্রাণ বলা হয় কোনটি?
ক সংলাপ খ দৃশ্য গ চরিত্র ঘ অঙ্ক

৮. আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত না হওয়ার কারণ কী?
ক বর্ণবৈষম্য খ আভিজাত্যের অহংকার
গ শ্রমজীবীদের উপেক্ষা ঘ জাগরণের অভাব

৯. 'আর কি হে হবে দেখা'–চরণ দ্বারা কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক নদকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা খ স্বদেশের প্রতি গভীর উপলব্ধি
গ অন্তরের আকুল আকুতি ঘ স্বদেশের প্রতি অনুশোচনা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ ভয় না করে জীবনবাজি রেখে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তারা মনে করেন, শত্রুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যাবার থেকে দেশের জন্য শহিদ হওয়াটা অনেক গর্বের।

১০. উদ্দীপকের ভাবনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পঙ্‌ক্তি কোনটি?
ক মানব জনম সার, এমন পাবে না আর।
খ দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার।
গ করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস।
ঘ করো যুদ্ধ বীর্যবন, যায় যাবে যাক প্রাণ।

১১. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ–
i. সাহস ii. মনোবল iii. দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা কীসের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন?
ক বেয়নেট খ কার্তুজ গ খুরপি ঘ গ্রেনেড

১৩. 'ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর'।– এই আর্তনাদে নিচের কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক প্রতিশোধ গ্রহণে বাঙালির অপারগতা খ পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা
গ পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ঘ মুক্তিবাহিনীর জাগরণ

১৪. সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ কোনটি?
ক মদিনা খ মক্কা গ তায়েফ ঘ হোদায়বিয়া

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে,
লালনে কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।'

১৫. উদ্দীপকের ভাবের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে যে চরণের–
ক তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি
খ মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
গ ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়
ঘ তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!

১৬. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
i. অসাম্প্রদায়িকতা ii. সাম্যবাদ iii. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. 'বহিপীর' নাটকের অপ্রধান চরিত্র কোনটি?
ক হাতেম আলী খ হকিকুল্লাহ গ হাশেম আলী ঘ বহিপীর

১৮. 'বুকে চাপা মৃতের আগুন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক নৃশংসতার ভয়াবহতা খ মুক্তিবাহিনীর বীরত্বগাঁথা
গ প্রতিশোধের উন্মাদনা ঘ হানাদারদের প্রতিরোধ

১৯. 'শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু' –চরণটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক ছেলের মুমূর্ষু অবস্থা খ ছেলে হারানোর আশঙ্কা
গ অফুরন্ত সন্তানবাৎসল্য ঘ সন্তানের রোগমুক্তির চিন্তা

২০. 'আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব'–কথাটি কার?
ক বুধা খ আলী গ কুন্তি ঘ রানি

২১. কোথায় মানুষেরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে?
ক আঁধার ঘরে খ কান্না-হাসির জগতে
গ জীর্ণ বেড়ার ঘরে ঘ ছোট্ট কুঠিরে

২২. নিমগাছের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কে চেয়ে রইলো?
ক কবি খ কবিরাজ গ বিজ্ঞ ঘ জ্ঞানী

২৩. পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে কোনটি অমূল্য রত্নবিশেষ?
ক ছড়া খ প্রবাদ
গ পল্লিগান ঘ উপকথা

২৪. বহিপীরের প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকাল হয় কত বছর আগে?
ক ১৪ খ ১৬ গ ১৮ ঘ ২০

২৫. 'তোকে দেখে আমাদের সাহস বেড়ে গেছে।'– আলীর একথায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক সাহসিকতা খ প্রতিশোধ স্পৃহা গ মনোবলের দৃঢ়তা ঘ কর্মক্ষমতা

২৬. 'ও রে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে!'– এ কথা দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক নীচু শ্রেণির অবস্থা খ সামন্ত শ্রেণির দৌরাত্ম্য
গ পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ ঘ প্রচলিত রীতিনীতি

২৭. 'বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চৈতন্যের ধারক।'–এখানে 'চৈতন্যের ধারক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক জাগরণের উন্মেষ খ বর্ণবাদী চেতনা
গ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ঘ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিনা নিয়মিত লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করে। কিন্তু তানিয়া মনে করে লাইব্রেরিতে অন্য বই পড়লে সময় নষ্ট হবে, ক্লাসে প্রথম হওয়া যাবে না।

২৮. উদ্দীপকে মিনার কাজে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক স্বশিক্ষিত হওয়া খ শখ পূরণ
গ ঐশ্বর্য সন্ধান ঘ মনোবল বাড়ানো

২৯. উদ্দীপকের তানিয়ার মতো মানুষেরা–
i. লাইব্রেরির গুরুত্ব অনুভব করে না
ii. নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস নেই
iii. সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. 'অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি'–বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক স্বার্থপরতা খ মনুষ্যত্বের চিন্তা
গ সম্পদের মোহে অন্ধ ঘ অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০৩

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। সিধু তার দরিদ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সে ভীষণ ডানপিটে এবং দুরন্ত। সারাদিন গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করে এবং বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতিই যেন তার একমাত্র আশ্রয়। কোন গাছের আম মিষ্টি, কার বাগানের কলা পাকলো বলে– ইত্যাদি খবর তার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কারণ সে সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে এসব তথ্য সংগ্রহ করে। তার এমন কাজকর্মে গ্রামের সবাই অতিষ্ঠ। অভিযোগ শুনতে শুনতে তার মায়ের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তাই তার মা সব সময় সিধুর কর্মকাণ্ডে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকেন।

ক. হরিহর কার বাড়িতে কাজ করে? ১

খ. 'আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই।'–সর্বজার এ কথার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সিধু চরিত্রের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো উদ্দীপকের সিধুর মা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজায়ার মতো পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপ হতে পেরেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। শাহেদ করিম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে টকশোতে কথার ফুলঝুরি ফুটতো যার মুখে, শোনাতেন নীতি বাক্য। হাসপাতালের মালিক হিসেবে তিনি মানবহিতৈষী হিসেবে ফিরিস্তি দিতেন। করোনাকালে করোনা টেস্টের ভুয়া রেজাল্ট দিয়ে তার আসল পরিচয় ফুটিয়ে তোলেন। একরম আরও অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে বর্তমানে কারাবাস করছেন তিনি।

ক. অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো– এই বোধটি কীসের পরিচায়ক? ১

খ. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লেখিত ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা যার কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের করোনা টেস্ট নিয়ে শাহেদ করিমের কর্মকাণ্ড 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের প্রথম দিকে শাহেদ করিমের কথা অনুযায়ী যদি তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তবে তাঁর জীবনেও সোনা ফলতো।' 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চামেলরি স্বামী রতনেরও চাকরি চলে যায়। সংসারের হাল ধরতে চামেলী শহরের বড়ো ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মন্ডলের কাপড়ের দোকানে বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ নেয়। মাঝে মাঝে কৃষ্ণা মন্ডলের দুই সন্তানকে দায়িত্বের সঙ্গে স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করে। চামেলীর কাজ-কর্মে কৃষ্ণা মন্ডল ভীষণ খুশি হয়। চামেলীর মাসিক বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন। এতে চামেলী ভীষণ খুশি হয়।

ক. মমতাদির দুচোখ সজল হয়ে উঠল–কেন? ১

খ. 'ভৎর্সনা নয় আবেদন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের কৃষ্ণা মন্ডল 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চামেলী 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। 'তুমি বন্ধু কালা পাখি
আমি যেন কী?
বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি।'

হাট-বাজারে এ রকম গান গেয়ে মানুষের মন আকর্ষণ করত বই বিক্রেতা হকার সেকেন্দার আলি। বই বিক্রির পাশাপাশি গ্রাম অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত লোক-কাহিনি, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়গাঁথা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা ফর্মাকারে ছেপে বিক্রি করতো। এক সময় তার বেচা-বিক্রি ভালো হলেও ইদানীং তার বই আর তেমন কেউ কেনে না। সেকেন্দারও মনের দুঃখে পেশা পরিবর্তন করেছে।

ক. 'দেওয়ানা-মদিনা' লোকগাথার প্রখ্যাত কবি কে? ১

খ. লোকে ছড়া ভুলে যাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের গানের অংশটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সেকেন্দার আলির কর্মকাণ্ডগুলো যদি সংরক্ষণ করা যেত তাহলে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশাপূর্ণ হতো।" উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। উদ্দীপক-১ :
ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

উদ্দীপক-২ :
'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি–
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।'

ক. সনেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক-২-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক-১ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাবের নামান্তর।"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬। মাদার তেরেসা সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে দুখী ও দুস্থ মানুষের সেবা করা যায়। মানুষকে কাছ থেকে সেবা দেওয়ার জন্য তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। হতদরিদ্র ও গরিব মানুষের জন্য নির্মাণ করেন 'নির্মল হৃদয়'। এখানে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সেবা প্রদান করতেন। সারা জীবনের অর্জিত উপার্জন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

ক. কার গায়ে আজারির চিহ্ন? ১

খ. 'অভেদ ধর্ম জাতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের মাদার তেরেসার কর্মকাণ্ড, 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতদের কর্মকাণ্ডের যে পার্থক্য বিদ্যমান তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত আদর্শ 'মানুষ' কবিতার আদর্শকে সমান্তরাল ভাবা যায় কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করো। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ :

'দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার।
পুড়ছে দোকান-পাট, কাঠ,
লোহা-লক্করের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার।
বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি।'

দৃশ্যকল্প-২ :

স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

ক. অবুঝ শিশু কোথায় হামাগুড়ি দেয়? ১

খ. 'শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো' কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এর সাথে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২-এর ভাব 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি"− মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। আবার অনেকে ঘর-বাড়ির মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচতে ভারতে গিয়ে বিভিন্ন শরণার্থী কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। যাত্রাপথে এসব শরণার্থীদের খাবার ও পানি দিয়ে সাহায্য করে রাজু নামে এক কিশোর। তাদের কাছে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কাহিনি শুনে তার মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। সে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে, আর মনে মনে ভাবে যদি সে একটি পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করতে পারতো, তাহলে তার গায়ের জ্বালা কিছুটা জুড়াতো।

ক. মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কে? ১

খ. 'ছেলেটি এক আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শরণার্থীদের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়−ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। মৃন্ময় তার বাবার সাথে ১৬ই ডিসেম্বর সকালে অপরাজেয় ৭১-এ ফুল দিতে যায়। এখানে হাজার হাজার মানুষকে সে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখে। সে তার বাবার কাছে অপরাজেয় ৭১ সম্পর্কে জানতে চায়। বাবা তাকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বীর-যোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে এটি নির্মিত হয়েছে। তাই, অপরাজেয় ৭১ তরুণ প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক. কারা পাখির মতো মানুষ মারে? ১

খ. 'ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রুপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়'−বুধার এ অনুভূতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "উদ্দীপকে, জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে।"−ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'অপরাজেয় ৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল"। −মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। ৮ম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী রূপা চার বছর আগে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাবা-মা হারিয়ে চাচার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চাচাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে পড়ালেখা করছে। অত্যন্ত মেধাবী বলে তার পড়াশোনা মেনে নিতে পারে না চাচি। চাচি রূপার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগে। শেষ পর্যন্ত, চাচাকে রাজি করিয়ে এক মধ্য বয়সি ফল ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলে। বিয়ে নিশ্চিত জেনে রূপা নিরুপায় হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার শরণাপন্ন হয়।

ক. কে ছাপাখানা দিতে চেয়েছিল? ১

খ. 'তার চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।' কেন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রূপার বিয়ে 'বহিপীর' নাটকের কোন সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে। −তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা যদি উদ্দীপকের রূপার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো তাহলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো। −মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। মনির সাহেব একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। করোনাকালে তার ব্যবসায়ে ব্যাপক লোকসান হয়। তিনি ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছেন। ব্যাংক লোন সময়মতো পরিশোধ করতে না পারায় তার পাঁচ তলা বাড়িটি নিলামে উঠে। স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন। কোনো উপায় বের করতে না পেরে, শেষে তিনি তার মামাতো ভাই হাবিবের নিকট টাকা ধার চান। কিন্তু হাবিব বলে যদি সে তার পাঁচ তলা বাড়ির অর্ধেক তার নামে লিখে দেয়, তাহলে সে তাকে টাকা ধার হিসেবে দেবে। একথা শুনে মনির সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

ক. বজরা কোন ঘাটে থেমেছিল? ১

খ. তাহেরা শেষ পর্যন্ত বহিপীরের সঙ্গে যেতে চায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মনির সাহেবের বাড়ি হারানো ঘটনার সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির মিল কীসে? −ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের হাবিব এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের কূটকৌশল একই সূত্রে গাঁথা"−মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	N	৩	N	৪	N	৫	N	৬	N	৭	K	৮	M	৯	K	১০	N	১১	K	১২	K	১৩	L	১৪	M	১৫	L
	১৬	N	১৭	L	১৮	M	১৯	L	২০	M	২১	M	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	M	২৬	L	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সিধু তার দরিদ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সে ভীষণ ডানপিটে এবং দূরন্ত। সারাদিন গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করে এবং বনে-জঙ্গালে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতিই যেন তার একমাত্র আশ্রয়। কোন গাছের আম মিষ্টি, কার বাগানের কলা পাকলো বলে– ইত্যাদি খবর তার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কারণ সে সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে এসব তথ্য সংগ্রহ করে। তার এমন কাজকর্মে গ্রামের সবাই অতিষ্ঠ। অভিযোগ শুনতে শুনতে তার মায়ের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তাই তার মা সব সময় সিধুর কর্মকাণ্ডে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকেন।

ক. হরিহর কার বাড়িতে কাজ করে? ১

খ. 'আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই।'–সর্বজার এ কথার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সিধু চরিত্রের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো উদ্দীপকের সিধুর মা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজায়ার মতো পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপ হতে পেরেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক হরিহর গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে।

খ সংসারে নানা অভাব, তার ওপর পাওনাদের সাবধানবানী মনে করে স্বামী হরিহরের সাথে কথোপকথনের একপর্যায়ে সর্বজয়া এমনটি বলেছিল।

হরিহর নতুন কাজের কথা স্ত্রী সর্বজয়াকে জানাচ্ছিল। সর্বজয়া কিছুটা স্বস্তির দিশা পেয়েছিল। কারণ হরিহর কাজে গেলে সকলকিছু সর্বজয়াকে সামলাতে হয়। অভাব-অনটনের সংসারে দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ, সন্তানদের আবদার, লোক-লৌকিকতা সামলে চলতে হয়। কখনো কখনো পাওনাদের মন্তব্যে বিব্রতও হতে হয়। সেসব অপমান আর সংসারের সুদিনের প্রত্যাশায় সর্বজয়া বাস্তবিকই বুঝেছিল কাজটার গুরুত্ব। তাইতো জাত-পাতের বেড়াজাল ভেদ করে সর্বজয়া হরিহরকে নতুন কাজটি করতে বলেছিল। নচেৎ দিন দিন সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হবে। হয়তো সবকিছু সামলাতে না পেরে সেও একদিন একদিকে চলে যাবার কথা ভাববে।

উত্তরের মূলকথা : সংসার যন্ত্রণা দগ্ধ সর্বজয়া কোনো একসময় মুক্তি পেতে এমন ভাবনা করেছিল।

গ উদ্দীপকের 'সিধু' চরিত্রের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের 'দুর্গা' চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

বিভূতিভূষণের মানসকন্যা দুর্গা। দুর্গা প্রকৃতি কন্যাও। যে বনগাঁ বা বনগ্রাম বিভূতিভূষণের জন্ম, সেই প্রান্তরটিও ছিল বনভূমিতে পূর্ণ। বোধকরি সে প্রভাব এড়াতে না পেরে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন। দুর্গার সকাল হতো প্রকৃতির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে। হয়ত রাতে ঘুমানোর আগেই সে স্বপ্ন বোনা হয়ে যেতো। বলতে গেলে দুরন্তপনা এক স্বভাব। প্রকৃতির মাঝে হেসে-খেলে বেড়ানোতেই তার আনন্দ। এক্ষেত্রে মায়ের শাসন-বারণ কোনো কিছুরই ধার সে ধারে না। প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে হেসে-খেলে বেড়ানো আর আম-জাম-পেঁয়ারা পেড়ে খাওয়াতেই তার বেজায় আনন্দ। বনের তুচ্ছ ফলও তার পরিতৃপ্তির উৎস। কখনও কখনও ছোটো ভাই অপুকেও সাথে নেয়। এককথায় প্রকৃতির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা এক মানবী চরিত্র দুর্গা।

উদ্দীপকে দেখি দরিদ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান সিধুকে। ভীষণ ডানপিটে আর দুরন্ত। প্রকৃতির ঐশ্বর্যে লালিত-পালিত হয়ে ছুটে চলে এবন থেকে ওবনে। বনের ফুল-ফল যেনো তার অপেক্ষায় থাকে। সে না এলে, বনের গাছের ফল-ফুল না খেলে, না ছিড়লে যেনো বনের পূর্ণতা আসে না। কোন গাছের ফল মিষ্টি, কোন বাগানে কোন ফল আছে, কার গাছে ফল পেকেছে– এসব তথ্য সিধুর থেকে বেশি কেউ রাখে না। সিধুর এ দূরন্তপরায় সবাই বিরক্ত। তবুও থেমে যাবার কোনো মানে নেই। নিত্যকায় এ রুটিনে সিধুর মাকে অনেক অনেক বিরক্ত হতে হয়। নানালোকের অভিযোগ শুনতে হয়। সিধুকে নিয়ে মায়ের তাই চিন্তার শেষ নেই। তারপরও সিধু আপন মনে এবন থেকে ওবনে ছুটে চলেছে নিরন্তর। এ যেন দুর্গারই ছেলে সংস্করণ। তাই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গা আর উদ্দীপকের 'সিধু' সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র।

উত্তরের মূলকথা : উভয়ই প্রকৃতির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত পালিত চরিত্র। তাই বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে সিধু ও দুর্গা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সিধুর মা ও গল্পের মা সর্বজয়ার মধ্যে উদ্বিগ্নতা রয়েছে। তবে মনে হয় না সিদুর মা সর্বজয়ার মতো পল্লিমায়ের শ্বাস্বত রূপ হতে পেরেছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া এক অনন্য নারী চরিত্র। বাঙালি নারী চরিত্রের সব ঐশ্বর্য ও আদর্শকে লালন-পালন করে কখনও স্ত্রী, কখনো মা আবার কখনো সংসারের কর্তৃ। সংসারের অস্তিত্বের প্রশ্নে, সন্তানদের ক্ষুধা নিবারণের প্রশ্নে সর্বজয়া হরিহরের অবর্তমানে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের দুঃখ-ব্যথা, ক্ষুধা ভুলে মায়ের স্নেহ-ছায়ার আচল তলে দু-ভাইবোনকে আঁকড়ে ধরেছে। আবার যখন সন্তানদের আচরণে বিরক্ত হয়েছে তখন কঠোর হাতে শাসন করে শাস্তি নিশ্চিত করেছে। দিনশেষে আবার অনুশোচনায় ভুগেছে। মাতৃহৃদয়ের সব ঐশ্বর্য দিয়ে আবার কাছে টেনেছে। সব মিলে সর্বজয়া এক অনন্য চরিত্র, পল্লি মায়ের এক শ্বাস্বত রূপ।

উদ্দীপকের সিধুর মাও দরিদ্র্য পরিবারের প্রতিনিধি। দুরন্ত সিধু তাদের একমাত্র সন্তান। সিধুকে নিয়ে উদ্‌বেগ-উদ্‌দিগ্নতা, বাইরের লোকের অভিযোগ থাকলেও সংসারের দৈনন্দিন টানাপোড়েন ও সে সম্পর্কিত যন্ত্রণার কোনো উল্লেখ আমরা উদ্দীপকে পাই না। তাছাড়া বাড়ির আঙিনা, গোরু-বাছুর, এসব সামলানোর কোনো বিবরণও উদ্দীপকে নেই।

গল্পে দু-ভাই বোনের উল্লেখ থাকলেও উদ্দীপকে কেবল সিধুর প্রসঙ্গ আছে। তাছাড়া সন্তানের শাসন-সোহাগের প্রসঙ্গটিও অনুপস্থিত। সবমিলে, সিধুর মা কোনোভাবেই সর্বজয়া চরিত্রের প্রতিরূপ নয়। পল্লিমায়ের শ্বাস্বত রূপ তো কোনোভাবেই মনে হয় না।

উত্তরের মূলকথা : গল্পের সর্বজয়ার মতো পল্লিমায়ের শ্বাশ্বত রূপ উদ্দীপকের সিধুর মা হতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ০২ শাহেদ করিম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে টকশোতে কথার ফুলঝুরি ফুটতো যার মুখে, শোনাতেন নীতি বাক্য। হাসপাতালের মালিক হিসেবে তিনি মানবহিতৈষী হিসেবে ফিরিস্তি দিতেন। করোনাকালে করোনা টেস্টের ভুয়া রেজাল্ট দিয়ে তার আসল পরিচয় ফুটিয়ে তোলেন। একরম আরও অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে বর্তমানে কারাবাস করছেন তিনি।

ক. অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো– এই বোধটি কীসের পরিচায়ক? ১

খ. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লেখিত ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা যার কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের করোনা টেস্ট নিয়ে শাহেদ করিমের কর্মকাণ্ড 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের প্রথম দিকে শাহেদ করিমের কথা অনুযায়ী যদি তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তবে তাঁর জীবনেও সোনা ফলতো।' 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো– এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

খ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্ষুৎপিপাসার বিষয়টি মানবিক করে তোলা যায় শিক্ষার মাধ্যমে।

আমাদের জীবনে দুটি সত্তা। একটি জীবসত্তা অন্যটি মানবসত্তা। আর জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মূল্যবোধসম্পন্ন করে, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রূপ আস্বাদন করা যায় সে শিক্ষা দেয়। সুতরাং শিক্ষার এ অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ। যা মানুষকে মানবিক হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। জীবনের প্রকৃত মানে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। তখন সমাজে ভেদাভেদ বা হানাহানির স্থানটা মানবিকতার দখলে চলে আসে। ক্ষুৎপিপাসা বা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সমস্যা তখন সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। আর এভাবেই ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক হয়ে যায়।

উত্তরের মূলকথা : মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাসহ আমাদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায় তার সুপ্রভাব পড়বে।

গ উদ্দীপকের শাহেদ করিমের কর্মকান্ড 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককেই নির্দেশ করে।

শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে– অপ্রয়োজনীয় দিকটিই তার শ্রেষ্ঠ দিক। যেটা মানুষকে শেখায়– কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

উদ্দীপকের শাহেদ করিম শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তিনি বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে পড়েন। ভিতরের মনুষ্যত্ববোধ লুপ্ত হতে থাকে। ক্রমেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন কপট লোকের মতো মুখে একটা মনে আরেকটা লালন করে ক্রমেই মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কাজ করে চলেছেন। আর এ লেফাফাদুরস্তি থেকেই শাহেদ করিম করোনার মতো মহামারী ব্যধী নিয়েও ব্যবসা করেছেন। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। তার ফলস্বরূপ তাকে কারাবাস করতে হচ্ছে। তিনি তার পাপের বা শঠতার শাস্তি পেয়েছেন। শিক্ষার প্রয়োজনের দিককে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার ফলেই তার আজ এ অবস্থা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাহেদ করিমের কর্মকাণ্ড মনুষ্যত্বহীন। যেটা শিক্ষার প্রয়োজনের দিককে অধিক গুরুত্ব দেবার কারণে সৃষ্ট।

ঘ 'উদ্দীপকের প্রথম দিকের কথা অনুযায়ী যদি তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তবে তার জীবনে সোনা ফলতো।'– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে আমরা প্রথমেই দেখি শাহেদ করিম নামে বিজ্ঞ একজন আলোচককে। যিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথার ফুলঝুরি ফোটাতেন, সাথে অনেক নীতিবাক্য আওড়াতেন। কখনও কখনও নিজের হাসপাতালের নানা সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ এনে নিজেকে মানবহিতৈষি বলে উপস্থাপন করতেন। বাস্তবিক অর্থে সেগুলো ছিল লোক দেখানো মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য লেফাফাদুরস্তির আশ্রয় নেয়া। মূলত শাহেদ করিম লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষাকে এক করে ফেলেছেন। তিনি ভুলেই গেছেন, শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয় মূল্যবোধ সৃষ্টি।

শাহেদ করিমের মতো লোকেরা মানবসেবী নয়, ব্যবসায়ী। তাইতো এর পরই সবথেকে বড়ো মূল্যবোধহীন কাজ তিনি করে ফেলেন। কেবল মুনাফার আশায় করোনার মতো মহামারী নিয়ে এতো বড়ো প্রতারণা সত্যিই বিস্ময়কর। যেটা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রবন্ধে একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, দুটোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে দুটো একসাথে না চললে, বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাববোধ করবে। ঠিক তেমনই ঘটেছে উদ্দীপকে শাহেদ করিমের ক্ষেত্রে। তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ ভুলে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। সেইসাথে নানা ধরনের শঠতা ও অপকর্মে জড়িয়ে ফেলেন। পরিণামে তিনি কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হন। আজও কারা অভ্যন্তরে দিনাতিপাত করেছেন তিনি।

তাই বলাই বাহুল্য শাহেদ করিম যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, মনুষ্যত্বের লালন-পালন করতে শিখতেন তবে আর তার এ পরিণতি হতো না।

উত্তরের মূলকথা : শিক্ষার আদর্শ ও মহত্বকে লোকদেখানো সম্মদে পরিণত না করে তা হৃদয়ে ধরণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চামেলরি স্বামী রতনেরও চাকরি চলে যায়। সংসারের হাল ধরতে চামেলী শহরের বড়ো ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মন্ডলের কাপড়ের দোকানে বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ নেয়। মাঝে মাঝে কৃষ্ণা মন্ডলের দুই সন্তানকে দায়িত্বের সঙ্গে স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করে। চামেলীর কাজ-কর্মে কৃষ্ণা মন্ডল ভীষণ খুশি হয়। চামেলীর মাসিক বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন। এতে চামেলী ভীষণ খুশি হয়।

ক. মমতাদির দুচোখ সজল হয়ে উঠল–কেন? ১

খ. 'ভৎর্সনা নয় আবেদন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের কৃষ্ণা মন্ডল 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চামেলী 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক কৃতজ্ঞতায় মমতাদির চোখ সজল হয়ে উঠল।

খ বেশি রসগোল্লা খেলে অসুখ করতে পারে ভেবে আর না খাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে কথাটি এসেছিল।

মমতাদি এক অসহায় মানবিক মানুষ। সংসারের প্রয়োজনে কাজ করলেও তার ভেতরটা ছিল মায়া-মমতা ও স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। নিজের সংসারের মতো এ সংসারের ভালো-মন্দ দেখাও তার দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিলো। তাইতো বাড়ির ছোটো ছেলেটা যখন লুকিয়ে অনেকগুলো রসগোল্লা খেয়ে ফেলেছিল, তখন স্নেহপ্রবণ মমতাদির হৃদয় এক অজানা আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে উঠেছিল। তিনি খোকাকে এ খাওয়া থেকে নিবৃত করেন। তবে সেটা শাসন বা ভর্ৎসনা করে নয়। এক বিশেষ ধরনের আবেদন। যার মাঝে স্নেহ-মমতার স্পর্শ ছিল। যেটা খোকাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। যেটা মায়ের স্নেহ-শাসনকেও উপেক্ষা করার মতো।

উত্তরের মূলকথা : মমতাদির আচরণে এক বিশেষ মুগ্ধতা ছড়িয়ে যেতো। যেটা খোকাকেও মুগ্ধ করতো।

গ উদ্দীপকের কৃষ্ণা মন্ডল 'মমতাদি' গল্পের মা (খোকার মা) চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মমতাদি' গল্পটি মানবিক আচরণের দিককে প্রাধান্য পেয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে সংসার যন্ত্রণায় পড়ে অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে জীবিকার সন্ধানে বের হওয়া এক নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কার্যপরিবেশে সে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে প্রতিদানে সে তাতোধিক পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। প্রথম দিন কাজের সন্ধানে বের হয়ে মমতাদি খোকার মায়ের মুখোমুখি হয়। তার সারল্যে মুগ্ধ খোকার মা তাকে আপন করে নেয়। আশার অধিক মাইনে দিয়ে তাকে কাজ দেয়। সাথে দেয় অধিকার, স্নেহ-ভালোবাসা। এ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। একজন গৃহকর্মী তার গৃহকর্তৃর কাছে এতোটা গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ আসন পেয়েছে এমনটি সত্যিই বিরল। আর এ বিষয়টি লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যে জন্য অসহায় মমতাদির পাশে পায় স্কুল পড়ুয়া ছেলেটিসহ গোটা পরিবারকে।

আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকেও এমনই ধরনের এক সহমর্মিতা বা মহানুভবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে কৃষ্ণা মন্ডলের কাপড়ের দোকানের বিপণন কর্মী চামেলী তার নিজের আচরণ দিয়ে কৃষ্ণা মন্ডলের হৃদয় জয় করেছে। আর সেটা শুধু দোকানের বিপণন কর্মী হিসেবেই নয়, বাসার অভ্যন্তরেও তার অবাধ বিচরণ প্রমাণ করে চামেলী একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য চরিত্র। যার কাছে নিজের সম্পত্তিই নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সন্তানও নিরাপদ। তাই তো প্রতিদানস্বরূপ চামেলীর বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন। যেটা গল্পের মায়ের চরিত্রেও আমরা লক্ষ করি। সেখানে মমতাদির আশার অতিরিক্ত বেতন নির্ধারণ করেছিলেন মমতাদির জন্য। তাই বলা যায় গল্পের খোকার মা ও উদ্দীপকের কৃষ্ণা মন্ডল চরিত্রদ্বয় সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : মানবতা ও স্নেহ-ভালোবাসার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ উদ্দীপকের কৃষ্ণা মন্ডল ও মমতাদি গল্পের খোকার মা চরিত্রটি।

ঘ উদ্দীপকের চামেলী মমতাদি গল্পের মমতাদিকে পরিপূর্ণ না হলেও অনেকটাই প্রতিনিধিত্ব করে।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি স্বামী সন্তান নিয়ে খুব অসহায় জীবন-যাপন করছিল। মমতাদির স্বামীর চার মাস চাকরি ছিল না। সংসার চালাতে মমতাদি তাই অন্যের বাড়ি রান্নার কাজ খুঁজতে বের হন। লোক-লজ্জার ভয় ঠেলে মমতাদি সংসারের প্রয়োজনে প্রথমবারের মতো উপার্জনের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হন। নিজের স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে মমতাদি প্রথমেই গৃহকর্তৃর আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। এরপর বাড়ির ছোটো ছেলেটিও মমতাদির খুব আপন হয়ে যায়। অবশ্য মমতাদির গৃহকর্তৃ বা খোকার মার উদারতায় আগেই আশানুরূপ বেতন নির্ধারণ হয়েছিল। সেটা যতটা না পরিশ্রমিক তার থেকেও বেশি মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে।

অন্যদিকে উদ্দীপকের চামেলীকেও আমরা জীবন-সংগ্রাম করতে দেখি। স্বামীর চাকরি চলে যায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। চামেলী বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ নেয় শহরের বড়ো ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মন্ডলের কাপড়ের দোকানে। অল্প দিনেই নিজের কর্মদক্ষতা ও স্বচ্ছতা দিয়ে চামেলী কৃষ্ণামন্ডলের আস্থা অর্জন করে ফেলে। তারই সূত্র ধরে গৃহ-অভ্যন্তরেও চামেলীর প্রভাব বাড়তে থাকে। নিজের সন্তানদের স্কুলে আনা-নেওয়া করার ভার পড়ে চামেলীর উপর। সে পরীক্ষায়ও চামেলী ভালোভাবে উতরে গেলে, চামেলীকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মন্ডল চামেলীর কাজ-কর্মে খুশী হয়ে তার মাসিক বেতন দ্বিগুণ করে দেন। এতে চামেলীও ভীষণ খুশি হয়। এখানে মমতাদি ও উদ্দীপকের চামেলীর সাথে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। তবে মমতাদির স্নেহ-করুণা ও ভালোবাসার এক অসীম শক্তি ছিল। নিজের ভেতরে আপন ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে অন্যকে খুশি করার যে প্রেরণা মমতাদির ছিলো, তা চামেলী চরিত্রের মধ্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের যে আভাস মমতাদি গল্পের মধ্যে রয়েছে তা উদ্দীপকে দেখা যায় না।

তাই সব মিলিয়ে বললে, উদ্দীপকের চামেলী 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির অনেকটাই প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সর্বাংশে নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চামেলী মমতাদি গল্পের মমতাদির প্রতিনিধিত্ব করলেও, কোনোভাবেই মমতাদিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ‘তুমি বন্ধু কালা পাখি
আমি যেন কী?
বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি।’

হাট-বাজারে এ রকম গান গেয়ে মানুষের মন আকর্ষণ করত বই বিক্রেতা হকার সেকেন্দার আলি। বই বিক্রির পাশাপাশি গ্রাম অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত লোক-কাহিনি, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়গাঁথা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা ফর্মাকারে ছেপে বিক্রি করতো। এক সময় তার বেচা-বিক্রি ভালো হলেও ইদানীং তার বই আর তেমন কেউ কেনে না। সেকেন্দারও মনের দুঃখে পেশা পরিবর্তন করেছে।

ক. ‘দেওয়ানা-মদিনা’ লোকগাথার প্রখ্যাত কবি কে? ১
খ. লোকে ছড়া ভুলে যাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের গানের অংশটি ‘পল্লিসাহিত্য’ প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “উদ্দীপকের সেকেন্দার আলির কর্মকাণ্ডগুলো যদি সংরক্ষণ করা যেত তাহলে ‘পল্লিসাহিত্য’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশাপূর্ণ হতো।” উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক ‘দেওয়ানা-মদিনা’ লোক গাথার প্রখ্যাত কবি মনসুর বয়াতি।

খ ছড়া একসময় সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস হলেও আজ সে স্থানে শহুরে বা নাগরিক সাহিত্য ঢুকে পড়ায় লোকে ছড়া ভুলে যাচ্ছে।

আজকের পৃথিবী অনেক গতিশীল। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে পৃথিবী হয়ে উঠেছে ছোটো। তেমনি করে আমাদের গ্রাম ও শহরে জীবনের পার্থক্য ও কমে আসছে। মানুষ শহরে জীবনের চাকচিক্যে গ্রামীণ অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে শহর বা নাগরিক সাহিত্য আবার কখনো বিদেশী সংস্কৃতিকে রপ্ত করছে। তাছাড়া এগুলো গ্রন্থিত না হবার কারণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে লালিত-পালিত হচ্ছে না। একটা সময় তা একেবারে বিস্মৃত হবার উপক্রম হচ্ছে। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এসব ভুলে যাচ্ছে। তার সাথে যোগ হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানা দুঃখ দৈন্য। প্রাণে আগের মতো সুখ না থাকায় মানুষ আজ সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বা পরিস্থিতির করণে হতে হচ্ছে।
উত্তরের মূলকথা : আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণে যদি আমরা এগিয়ে না আসি তাহলে তা একসময় বিলুপ্ত হবে।

গ উদ্দীপকের গানের অংশটি পল্লিগ্রামের প্রাণসম্পদ। কোনো এক গ্রাম্য কবির কল্পনামিশ্রিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

আমাদের পল্লিবাংলার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানামুখী সাহিত্য উপাদান। এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামের প্রকৃতিতে পাখিদের ডানা-ঝাপটে ছুটে চলা, আর তাদের কোলাহলমুখর গুঞ্জন সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এসব দেখে গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা কোনো ভাবুক হৃদয় আপন মনে রচে ফেরে নানান কাব্য কথা। সেগুলো আঞ্চলিকভাবে একজন থেকে আরেকজনের মুখে মুখে ফেরে। শুধু গান নয়, ছাড়া, গল্প, বিভিন্ন পালাগানসহ নানা উপাদানে সমৃদ্ধ গ্রামীণ জনপদের হৃদয়। তাদের অবসর বিনোদনে তারা আপন মনে এসবের মধ্যে ডুব দিতো। গ্রামের বুড়ো বুড়ির মুখে বিভিন্ন রূপকথার গল্প, রাখালের পিঠা গাছের গল্প, আরব্য উপন্যাসের গল্পসহ রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার গল্প শুনে বেড়ে ওঠা একটা প্রজন্ম যখন আরেক প্রজন্মের কাছে এগুলো শোনায় তখন তা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। তবে আমাদের এ ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আমাদের অতীত জীবনের সাথে বর্তমানের একটা দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছে। মানুষ শহুরে জীবনের চাকচিক্যে এসব থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া পল্লির এসব প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য কমে যাচ্ছে। আগের সেই গ্রামীণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ আর না থাকায় মানুষ পল্লির এ প্রাণ-সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মূলত বিস্তৃত প্রায় পল্লিসাহিত্যের একটি দিক উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে। যেটা পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধেও ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের গানটি পল্লির প্রাণ-সম্পদ। যে ইঙ্গিত পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধেও করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সেকেন্দার আলী প্রাবন্ধিকের মনোভাবনার এক জীবন্ত প্রতিকৃতি। প্রাবন্ধিক মূলত সেকেন্দার আলীদের মতো মানুষের প্রয়াসকে সংরক্ষণ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

পল্লির আনাচে-কানাচে রয়েছে সাহিত্যের নানা উপাদান। আর এসব সাহিত্য লালিত-পালিত হয় গ্রাম-বাংলার সেকেন্দার আলীদের মতো মানুষদের মাধ্যমে। তারা যদি যথার্থ সুযোগ-সুবিধা পেতো বা তাদের শ্রমের মূল্য পেতো তবে গ্রাম-বাংলার এ প্রাণ-সম্পদ আমাদের দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতো, এমনকি সেটা বিশ্বসাহিত্যেরও অংশ হয়ে উঠতে পারতো। বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অনুষঙ্গগুলো আমাদের ভাবুক হৃদয়কে আন্দোলিত করে নতুন সৃষ্টি উন্মাদনায় মানুষকে জাগ্রত করে। যেটা কেবল নির্মল প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষই হৃদয়াঙ্গম করে। আর তেমনই একজন উদ্দীপকের সেকেন্দার আলি।

উদ্দীপকের সেকেন্দার আলিরা যথার্থ মর্যাদা পেলে, তাদের ভাব-সম্পদকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা পূর্ণ হতো। আমরা আমাদের পল্লিসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতাম। এসব সাহিত্য-সম্পদের প্রাচুর্যে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে সৃষ্টি হতে পারতো আরো সমৃদ্ধ কোনো সাহিত্য যেটা আমাদের পল্লিসাহিত্যের পাল্লা ভারী করতো। তাইতো প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে পরিপূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলতে চাই এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

আজকের দিনে সামান্য যে সাহিত্য-সম্পদ আমাদের সংরক্ষণে আছে তা আরো বড়ো পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারলে আমরাই সমৃদ্ধ হতাম। সুতরাং ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আবার আমাদেরকে এসব সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সেকেন্দার আলীরাই আমাদের পল্লিসাহিত্যের প্রাণ। তাদের রচিত সাহিত্য সংরক্ষণ মানে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশাকে পূর্ণতা দান করা।

প্রশ্ন ▸ ০৫ উদ্দীপক-১ :

ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

উদ্দীপক-২ :

'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি–
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।'

ক. সনেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১
খ. 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক-২-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-১ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাবের নামান্তর।"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক সনেট এর বাংলা প্রতিশব্দ চতুর্দশপদী কবিতা।

খ কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

কপোতাক্ষ কবির স্মৃতিবিজড়িত একটি নদ। মা যেমন তার সন্তানকে নিবিড় মমতায় বুকের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, তেমনি কপোতাক্ষের জল বাংলার জনপদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করে। তাই কবি কপোতাক্ষ নদের জলকে 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

গ উদ্দীপক-২এ স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে বসে স্বদেশের তথা নিজ গ্রামের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। স্মৃতিকাতরাতায় বিভোর কবি অনেকটা বেদনার্ত হয়ে পড়েন শৈশবের নানা স্মৃতি বিজড়িত স্থানকে মনে করে। পরম যত্নে লালিত-পালিত হয়ে যে স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বেড়ে উঠেছেন আজ তা থেকে অনেক দূরে। যে ইংরেজি সাহিত্য. যে বিদেশী সংস্কৃতি তাকে এতো বেশি টানতো আজ সব তুচ্ছ মনে হচ্ছে কবির। আজ শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত সেই 'কপোতাক্ষ নদ' এর কাছে বাকি সব তুচ্ছ। তিনি কপোতাক্ষের শীতল জলে অবগহন করে প্রাণ জুড়াতে চান। নদীর সেই কলকল ধ্বনি আজ কবিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট করে রেখেছে। তিনি সেই স্মৃতির দেশে ফিরে আসার জন্য ব্যকুল হয়ে আছেন।

মূলত উদ্দীপক-২ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় স্মৃতিকাতরতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। যে দিক বিচারে উদ্দীপক-২ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি সম্পর্কযুক্ত।

উত্তরের মূলকথা : কৈশরের স্মৃতির দেশে হারানোর বিষয়টি উদ্দপিক-২ ও কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপক-১এ সুগভীর দেশপ্রেমের জয়গান ধ্বনি হয়েছে। আর 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল বক্তব্যও সেটিই।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিকাতরতার আড়ালে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ নদকে কেন্দ্র করে কবির শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। মূলত প্রবাস জীবনের সুখ-ঐশ্বর্য কোনোকিছুই 'কপোতাক্ষ নদের' মতো নয়। এ নদের জলে স্নেহ-তৃষ্ণা মেটানোর পাশাপাশি তাকে পরম স্নেহডোরে আপন করে নেওয়ার যে অনুভূতি তা কবি প্রবাসে বসেও ভুলতে পারেননি। স্মৃতিকাতরতায় বারবার ফিরে এসেছেন এই কপোতাক্ষের তীরে। প্রতিনিয়ত তৃষ্ণার্ত হয়ে খুঁজে ফিরেছেন কপোতাক্ষ নদকে।

উদ্দীপকের প্রথম স্তবকেও তেমনি স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে নিজ দেশকে গভীরভাবে অনুভব করা হয়েছে। যেনো সে দেশ সকল দেশের সেরা। অনেক স্মৃতি ও স্বপ্নের সে দেশ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। পুষ্পভরা সে দেশের সৌন্দর্য তাকে পৃথিবীর সেরা দেশ আখ্যা দিয়েছে। তাইতো সে দেশের প্রতি এতো গভীর মমত্ব। বারবার সে দেশেরই প্রশান্তিগানে মুখরিত প্রাণ। এটা মূলত দেশপ্রেমবোধেরই অংশ। যার প্রকাশ আমরা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেখতে পাই।

তাই একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, উদ্দীপক-১এর বক্তব্য 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাবের নামান্তর।

উত্তরের মূলকথা : মূলত উদ্দীপক-১ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশপ্রেমবোধের জয়গানের পাশাপাশি স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মাদার তেরেসা সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে দুখী ও দুস্থ মানুষের সেবা করা যায়। মানুষকে কাছ থেকে সেবা দেওয়ার জন্য তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। হতদরিদ্র ও গরিব মানুষের জন্য নির্মাণ করেন 'নির্মল হৃদয়'। এখানে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সেবা প্রদান করতেন। সারা জীবনের অর্জিত উপার্জন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

ক. কার গায়ে আজারির চিহ্ন? ১
খ. 'অভেদ ধর্ম জাতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের মাদার তেরেসার কর্মকাণ্ড, 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতদের কর্মকাণ্ডের যে পার্থক্য বিদ্যমান তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত আদর্শ 'মানুষ' কবিতার আদর্শকে সমান্তরাল ভাবা যায় কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক মুসাফিরের গায়ে আজারির চিহ্ন।

খ মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সকল জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে এটা সত্য যে, তিনি মানুষ।

'মানুষ' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনুষ্য ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে মানুষকে সকল জাতি-ধর্মের বাইরে গিয়ে মানুষকে মনুষ্য জ্ঞানে বা মানুষের জ্ঞাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে জাত-পাতের ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে দেখেছেন। আর সে প্রসঙ্গেই কবি 'অভেদ ধর্মজাতি' কথাটি ব্যক্ত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : ভেদাভেদহীন মানবজাতি প্রসঙ্গে কবি অভেদ ধর্ম-জাতি প্রসঙ্গটি এনেছেন।

গ উদ্দীপকের মাদার তেরেসার ধ্যান-জ্ঞান প্রকৃত অর্থে মানুসের সেবা করা। আর মানুষ কবিতায় মোল্লা-পুরোহিতরা ধর্মের নামে মানুষকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেছেন।

মাদার তেরেসা হচ্ছেন শান্তির দূত। নোবেল শান্তি বিজয়ী (১৯৭৯) এ মানুষটির ব্রতই ছিল দুঃখী ও দুস্থ মানুষদের সেবা করা। এজন্য তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। নিজ দেশ ত্যাগ করে দেশান্তরী হয়েছেন। পিতা-মাতার চিরবিদায়ের দিনটিতেও তিনি তাদের কাছে যাননি। সেই শোকার্ত দিনেও তিনি মানুষের সেবা-যত্নের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। প্রতিষ্ঠা করেন নির্মল-হৃদয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে সেবা করতেন। কোনো জাতিভেদ প্রথায় আবদ্ধ না হয়ে সকলকে মনুষ্য জ্ঞানে সেবা করেছেন আমৃত্যু। এমনকি নিজের জীবনের সমস্ত অর্জনও তিনি দিয়ে গেছেন মানুষের কল্যাণে।

পক্ষান্তরে 'মানুষ' কবিতায় তার ঠিক উল্টোচিত্র আমরা দেখতে পাই। ধর্মের নামে এখানে দেখা যায় মনুষ্যপ্রাণের অবমাননা। মন্দিরের পুরোহিত আর মসজিদের মোল্লা উভয়ই ধর্মের প্রকৃত অর্থ ভুলে লোক-লৌকিকতার আশ্রয় করে মানুষকে তুচ্ছ করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা ভুলে গিয়েছেন যে সকল মানুষই একই স্রষ্টা বা আল্লাহর সৃষ্টি। তাদেরও ক্ষুধা পায়, তারা দুঃখে কাঁদে আর আনন্দে হেসে ওঠে। আর এ মানুষের হাসি-আনন্দে স্রষ্টাও হেসে ওঠেন। মোল্লা-পুরোহিতের মধ্যে এ বোধদয় একবারও পরিলক্ষিত হয় না। তারা ক্ষুধার্তের অন্ন কেড়ে নিজের উদর পূর্তি করাকেই ধর্ম মনে করে। আদতে যা চরম অধর্মের পর্যায়ে পড়ে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের মাদার তেরেসার মধ্যে আমরা ভিন্নরূপ দেখতে পাই। যেনো মানবসেবাই মাদার তেরেসার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এটাই তার পরম ধর্ম।

উত্তরের মূলকথা : মাদার তেরেসা মানুষ তথা মানবতার সেবা করেছেন। অন্যদিকে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতরা মানুষকে চরমভাবে অবমাননা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত আদর্শকে 'মানুষ' কবিতার আদর্শের সমান্তরাল ভাবা যায় বলে আমি মনে করি।

'মানুষ' কবিতায় মানুষকে কবি বড়ো করে দেখেছেন। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে গিয়ে তিনি মানুষকে স্থান দিয়েছেন। মানুষ পরিচয় দিয়েই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসাও তেমনই একজন। যিনি মানুষকে পরম মমতায় হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসছেন, সেবা করেছেন। সেখানে অসহায়, দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে সেবা করেছেন, ভালোবেসেছেন। মানুষকে সেবা করার জন্য তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি হতদরিদ্র ও গরিব মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন নির্মল হৃদয়। এককথায় মাদার তেরেসার সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল মানবসেবা। এটাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অন্যদিকে 'মানুষ' কবিতায় কবি সেই মানবতা তথা মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার প্রয়াসে মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষ এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। জাত-পাতের স্থান ভুলে মানুষের জয়গান করা হয়েছে। ক্ষুধার্তকে অন্নদান করাকে পরম ধর্মজ্ঞান করা হয়েছে। মন্দির-মসজিদের প্রথা ধর্মের বাইরে গিয়ে এখানে মনুষ্য ধর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রথাধর্মের ভণ্ডামি রোধ করার জন্য এই মানুষকেই জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই উদ্দীপকের প্রতিফলিত আদর্শ মানুষ শক্তির আদর্শের সমান্তরাল ভাবা অপ্রাসংগিক নয়; বরং প্রাসঙ্গিক।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে অবমাননা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ :

'দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার।
পুড়ছে দোকান-পাট, কাঠ,
লোহা-লক্করের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার।
বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি।'

দৃশ্যকল্প-২ :

স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

ক. অবুঝ শিশু কোথায় হামাগুড়ি দেয়? ১
খ. 'শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো' কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এর সাথে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২-এর ভাব 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক অবুঝ শিশু পিতা-মাতার লাশের উপর হামাগুড়ি দেয়।

খ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধ্বংস করার জন্য শহরের বুকে পাকবাহিনীর জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো।

ট্যাঙ্ক আধুনিক শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র। এটি অনেক বড়ো ও শক্তিশালী। বিশাল আকারের কামান নিয়ে এটি যেকোনো জায়গায় অনায়াসে যেতে পারে। ট্যাংকের কামান এতই শক্তিশালী যে, মুহূর্তের মধ্যে এটি বড়ো বড়ো স্থাপনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে বাঙালিদের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর আক্রমণ চালায়। উদ্দেশ্য বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া। আর এজন্যই শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধ্বংস করার জন্য শহরের বুকে পাকবাহিনীর জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো।

গ দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় উল্লিখিত পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের দিকটির মিল রয়েছে। এটি উদ্দীপক ও কবিতার সার্থে সম্পর্কযুক্ত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতের ভয়াবহতা পৃথিবীতে বিরল। ইতিহাসের এ বর্বরতম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছিল পাকিস্তানি শাসক বাহিনী। মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বীর বাঙালি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে থাকে। এরপর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী বর্বর হামলার ছক কষতে থাকে। যেটা শুরু হয় ২৫শে মার্চের কালরাতে। এসময় তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য, সম্পদশূন্য সেইসাথে জনশূন্য করার মানসে নির্বিচারে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

কবিতার মতো দৃশ্যকল্প-১এ আমরা এসবেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। এখানে স্বাধীনতা লাভের মানসে বাঙালির যে ত্যাগ বা পাকিস্তানি বাহিনীর যে বর্বরতার চিত্র দেখতে পাই, তা কবিতার সাথে মিলে যায়। তবে সর্বাংশে নয়। 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'– কবিতায় কবি শামসুর রাহমান পাকিস্তানিদের বর্বরতার আরো ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তাদের এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের দিকটি উপস্থাপনের সূত্রে উদ্দীপকের সাথে এ কবিতার মিল পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১এ কবিতার জ্বালাও-পোড়াও বা অগ্নিসংযোগের বিষয়টি মিলে যায়। তবে সর্বাংশে নয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতার সমগ্রভাব ফুটে ওঠেনি বরং এখানে একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষন দেন। যা বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা হিসেবে পরিগণিত। এরপর থেকে বীর বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বাংলার দামাল ছেলেরা প্রতিবাদের খড়গ হাতে নিয়ে সারাদেশে ছোটো ছোটো গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এটা বুঝতে পেরে ২৫শে মার্চের কালরাতে ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ড ঘটায়। বাঙালি আর নিজেকে সংযত রাখে না। জীবন বাজী রেখে যে যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। এ সংগ্রামে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। আর সে সময়ের একটি চিত্র দৃশ্যকল্প-২ এ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত ক্ষেত-খামারে খেটে খাওয়া যুবকের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব ও দুর্গম প্রান্তরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে।

কবি শামসুর রাহমান তার 'তোমাকে পাওয়া জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বাঙালির সমগ্র আত্মত্যাগকে কবিতায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। মোটকথা বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের পথে কি কি বিসর্জন দিয়ে আজকের এ লালসবুজের বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত এ কবিতাটি। আর এ কবিতার খণ্ডাংশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে দৃশ্যকল্প-২এ।

তাই একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, দৃশ্যকল্প-২ কখনো কবিতার সমস্ত ভাব ধারণ করেনি।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-২ কবিতার আংশিক প্রতিফলন, সামগ্রিক প্রতিফলন নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। আবার অনেকে ঘর-বাড়ির মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচতে ভারতে গিয়ে বিভিন্ন শরণার্থী কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। যাত্রাপথে এসব শরণার্থীদের খাবার ও পানি দিয়ে সাহায্য করে রাজু নামে এক কিশোর। তাদের কাছে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কাহিনি শুনে তার মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। সে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে, আর মনে মনে ভাবে যদি সে একটি পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করতে পারতো, তাহলে তার গায়ের জ্বালা কিছুটা জুড়াতো।

ক. মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কে? ১
খ. 'ছেলেটি এক আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শরণার্থীদের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়–ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাজু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন।

খ মাইন বিস্ফোরণে বাংকারটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর বুধা সম্পর্কে শাহাবুদ্দিনের এ অনুভূতি জন্মে।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের দেওয়া মাইনটি ঠিকঠাক মতোই পুঁতেছিল সাহসী বুধা। সেটি বিস্ফোরণ ঘটার পর আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল শাহাবুদ্দিন ও বুধা। এমনকি ওই জটিল পরিস্থিতিতে তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু গান গাওয়ার মুহূর্তে বুধার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় শাহাবুদ্দিন। চারদিকের পরিবেশে ছেলেটিকে আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া বলে মনে হয় শাহাবুদ্দিনের।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতার জন্য বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের শরনার্থীদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের নোলক বুয়া, হরিকাকু, কাকিমা ও রানিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রেক্ষাপটে রচিত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের গ্রাম-বাংলার যে অবস্থা হয়েছিল তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমরা এ উপন্যাসে দেখতে পাই। যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। কারণে অকারণে নিরীহ মানুষের ওপর তাদের যে বর্বরতা, তা দেখে সাধারণ মানুষ এলাকা ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে থাকে। যে যেদিকে পারে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছাড়তে থাকে। এদের মধ্যে নোলক বুয়া, হরিকাকু, কাকিমা ও রানিও ছিল। আর এদের সাথে বুধার দেখা হয়। এ বিদায় শেষে বিদায় কিনা তা মনে করে অনেকেই আবেগমন্ডিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বুধা ছিল অবিচল। সে সবাইকে আস্বস্থ করে নিরাপদ আশ্রয়ের পথে এগিয়ে দেয়।

অন্যদিকে উদ্দীপকে আমরা দেখি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। আবার অনেকে ঘর-বাড়ির মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচাতে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি উদ্দীপক ও উপন্যাসে দেখা যায়। তাই একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের শরণার্থীদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের গ্রাম ছেড়ে পালানো মানুষদের সাদৃশ্য আছে।

উত্তরের মূলকথা : যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে প্রাণ বাঁচাতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি উদ্দীপক ও উপন্যাসে রয়েছে। সুতরাং শরণার্থী প্রসঙ্গে উদ্দীপক ও উপন্যাস সম্পর্কযুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের রাজু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে রাজুর মধ্যে 'বুধা' চরিত্রের ইঙ্গিত আছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের এক অনবদ্য চরিত্র বুধা। সে এক নির্মোহ চরিত্র যে কিনা পারিবারিক স্নেহ-মমতা বঞ্চিত অথচ গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসে, তার আছে মাটির মায়া, সুগভীর দেশপ্রেম ও পরোপকারবোধ। গায়ের লোক তাকে কিছুটা পাগল ভাবলেও বুধা আসলে অসীম সাহসী। পারিবারিক মমত্বের বাইরে এসে সে নিজেকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। একসময় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার চিত্র তাকে ভেতর থেকে প্রতিবাদী করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ কি তা না বুঝলেও অত্যাচারীরা ভিনদেশী তথা দেশ ও জাতির শত্রু একথা সে ভালোভাবেই বুঝেছিল। আর এভাবেই সে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কখনও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা, কখনো কাউকে নিরাপদে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া, কাকতাড়ুয়া সেজে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ করা, আবার কখনো শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে মাইন পুতে আসার মতো দুঃসাহসী কাজ বুধা করেছে।

অন্যদিকে উদ্দীপকের রাজুকে আমরা দেখি, শরণার্থীদের মুখে খাবার তুলে দিতে। তাদের অসহায়ত্ব ও পাকবাহিনীর বর্বরতায় কথা শুনে রাজুর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করে। পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করতে পারলে তার গায়ের জ্বালা জুড়াতো। এখানে রাজু প্রত্যক্ষভাবে রণাঙ্গণে ছিল না, তাদের প্রত্যক্ষ আবেগ-অনুভূতির কোনো স্পর্শও সে পায়নি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের 'বুধা' নিজের জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গণে ঝাপিয়ে বেড়িয়েছে। সে যেমন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা দেখেছে, তেমনি দেখেছে অসহায় মানুষের আহাজারী। বুধা প্রত্যক্ষদর্শী, অন্যদিকে রাজু পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছে মাত্র। তাই রাজু কোনোভাবেই বুধা চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : রাজু বুধা চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করলেও যথার্থ প্রতিনিধি নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৯ মৃন্ময় তার বাবার সাথে ১৬ই ডিসেম্বর সকালে অপরাজেয় ৭১-এ ফুল দিতে যায়। এখানে হাজার হাজার মানুষকে সে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখে। সে তার বাবার কাছে অপরাজেয় ৭১ সম্পর্কে জানতে চায়। বাবা তাকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বীর-যোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে এটি নির্মিত হয়েছে। তাই, অপরাজেয় ৭১ তরুণ প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক. কারা পাখির মতো মানুষ মারে? ১
খ. 'ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রুপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়'—বুধার এ অনুভূতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "উদ্দীপকে, জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে।"—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'অপরাজেয় ৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল"। —মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক পাকিস্তানি সেনারা পাখির মতো মানুষ মারে।

খ পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে আহাদ মুন্সী ও তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার পর বুধার এমন অনুভূতি হয়।

বুধা মিলিটারি ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যায় এক মহা পরিকল্পনা নিয়ে। সেখানে গিয়ে সবকিছু অবলোকন করার পর আহাদ মুন্সী ও তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের দ্বারা বুধা নির্যাতিত হয়। ভেতরে ভেতরে সে আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, অপমানের প্রতিশোধস্পৃহা তার মধ্যে আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ভয়ডরহীন প্রাণ এক। তাইতো মিলিটারিদের 'ভাগ হিঁয়াসে' শুনেও সে শান্তভাবে পায়ে হেঁটে মাঠ পার হয়। এটাও তার পরিকল্পনার অংশ ছিল। একপর্যায়ে শারীরিক কষ্ট পেরিয়ে অন্যরকম এক অনুভূতির জন্ম হয় বুধার মধ্যে যেনো ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রূপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়।"

উত্তরের মূলকথা : পরিকল্পনা মতো ক্যাম্প পরিদর্শন ও মিলিটারিদের মন জয় করে ফিরে আসার বিষয়টি বুধার ভিতর অন্যরকম অনুভূতির জন্ম দেয়।

গ উদ্দীপকে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সালাম চাচা, রবিদা, মফিজ, শফি, মতি, আজাহার ভাই, মদন কাকু ও শরিফ চাচাসহ আরো অনেকের প্রতিনিধিত্ব করে। এঁরা সকলেই একাত্তরের বীর শহিদ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ প্রাণপণে লড়াই করে এদেশ স্বাধীন করে। আর এ প্রাণপণ যুদ্ধে বাঙালিরা কোনাভাবেই পিছপা হয়নি। মায়ের সম্মান রাখতে বুক চিতিয়ে লড়াই করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে শত্রু দমন করেছে। পাকিস্তানিদের বর্বরতার সমুচিত জবাব দিতে কোনো দ্বিধা করেনি বাংলার দামাল ছেলেরা। আর তাঁদের স্মরণে দেশের নানাপ্রান্তে তৈরি হয়েছে নানা সৌধ। বিশেষ দিনে বা বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেশের আপামর জনসাধারণ।

উদ্দীপকের মৃন্ময়কে দেখি ১৬ই ডিসেম্বর বাবার সাথে অপরাজেয়-৭১-এ ফুল দিতে। নানা কৌতূহল নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করলে সে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও শহিদদের প্রসজ্গে জানতে পারে। অপরাজেয়-৭১ সৌধের মাধ্যমে এরূপ প্রজন্ম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে। মূলত মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বা জীবন উৎসর্গকারীর পরিচয় উদ্দীপক ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের শহিদ সালাম চাচা, আর রবিনদাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপকের 'অপরাজেয় ৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল"– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ সময় শাসন-শোষণের বলয় থেকে এত দ্রুত স্বাধীনতা লাভের নজির আর পৃথিবীতে নেই। এখানে বীর বাঙালি বজ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। বাংলার দামাল ছেলেরা নানাভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। তবে আগে থেকেই বাঙালির সূর্যসন্তানদের হত্যার নীলনকশা শুরু করে পাকিস্তানিরা। বিশেষ করে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাঙালি জাগরণকে পাকিস্তানি বাহিনী ভয় পেতে শুরু করে। তাইতো তারা ২৫শে মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বর হামলা চালায়। শুরু হয়ে যায় মুক্তির সংগ্রাম। জীবনের পরোয়া না করে বীর বাঙালি ৩০ লক্ষ শহিদের তাজা রক্ত ও দুলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে। আর এ বীরদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত হয় নানা সৌধ। তেমনই একটি হচ্ছে অপরাজেয়-৭১।

উপন্যাসে আমরা মুক্তিসংগ্রামের নানা প্রতিকূলতা, যুদ্ধকৌশল ও পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতাকে উপেক্ষা করে বাঙালির বুক চিতিয়ে লড়াই করা দেখেছি। অবশেষে বিজয়ের জয়গানও ধ্বনিত হয়েছে। তবে উদ্দীপকের মতো শহিদদের আত্মত্যাগকে স্বীকৃতির প্রসঙ্গ আসেনি।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'অপরাজেয়-৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।

উত্তরের মূলকথা : স্মৃতির মিনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বাংলায়, আমরা তাই সেসবের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই তেজোদীপ্ত হয়ে উঠি।

প্রশ্ন ▶ ১০ ৮ম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী রূপা চার বছর আগে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাবা-মা হারিয়ে চাচার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চাচাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে পড়ালেখা করছে। অত্যন্ত মেধাবী বলে তার পড়াশোনা মেনে নিতে পারে না চাচি। চাচি রূপার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগে। শেষ পর্যন্ত, চাচাকে রাজি করিয়ে এক মধ্য বয়সি ফল ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলে। বিয়ে নিশ্চিত জেনে রূপা নিরুপায় হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার শরণাপন্ন হয়।

ক. কে ছাপাখানা দিতে চেয়েছিল? ১

খ. 'তার চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।'– কেন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রূপার বিয়ে 'বহিপীর' নাটকের কোন সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে। –তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা যদি উদ্দীপকের রূপার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো তাহলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতো। –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক জমিদার পুত্র হাশেম ছাপাখানা দিতে চেয়েছিল।

খ জমিদার হাতেম আলির জমিদারি ঘুচে যাওয়ায় তার মানসিক অবস্থাকে বিবেচনা করে হাশেম আলি উক্তিটি করেছে।

সূর্যাস্ত আইনে জমিদারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে হাতেম আলির। বন্ধু আনোয়ারের কাছে এসেও তাকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় জমিদারি হারানোর বিষয়ে সে নিশ্চিত এবং একথা সে তার পুত্র হাশেমকে বলেছে। হাশেম আলি এ সংবাদে ভীষণ আহত হওয়ার পাশাপাশি পিতার মানসিক অবস্থাও বুঝতে পেরেছে। তাই আলোচ্য কথাটি দ্বারা সে পিতার মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে।

উত্তরের মূলকথা : জমিদার হাতেম আলির জমিদারি ঘুচে যাওয়ায় তার মানসিক অবস্থাকে বিবেচনা করে হাশেম আলি উক্তিটি করেছে।

গ উদ্দীপকের রূপার বিয়ে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহেরা। মাতৃহারা এ মেয়েটিকে তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা মিলে এক বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাবা-মার একটা বিশ্বাস পিরের সাথে বিয়ে দিলে তারা পরপারে লাভবান হবেন। এমনই একটা প্রথা প্রচলিত ছিল তৎকালীন সমাজে। আর বেশিরভাগ মেয়েই নীরবে সেটা তাদের ভাগ্য বলে মেনে নিত। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তাহেরা। সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে নেয়নি। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা বা লোকলজ্জার ভয় দূরে ঠেলে এক প্রতিবাদী সিদ্ধান্ত নেয়। গোপনে পালিয়ে যায়। ভবিষ্যত না ভেবে তীব্র প্রতিবাদ নিয়ে শহরগামী বজরায় চড়ে বসে। বলতে গেলে তাহেরা এক অনমনীয় চরিত্র।

অন্যদিকে উদ্দীপকেও আমরা দেখি এক প্রতিবাদী চরিত্র রূপাকে। বাবা-মা হারা এ কিশোরী কোনোভাবেই মধ্যবয়সী ফল বিক্রেতার সাথে বিয়েকে মেনে নিতে পারেনি। চাচা-চাচির এ শঠতার জোরে রূপা অসহায় হয়ে পড়ে। তবে সে দমে যায়নি। শেষ পর্যন্ত মেধাবী এ ছাত্রী নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে নিরুপায় হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার শরণাপন্ন হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা তার অধিকার। তাছাড়া প্রচলিত আইনও রূপাকে সমর্থন দিবে। তাই বলা যায়, অসমবিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি সামাজিক সমস্যা। যেটা আজও বহমান, তবে তার মাত্রা অনেকটা কমেছে।

উত্তরের মূলকথা : জোর করে বিয়ে অনেকটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। যেটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ঘ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা যদি উদ্দীপকের রূপার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো তাহলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারতো। তবে বর্তমান সময়ের মতো তৎকালীন সমাজব্যবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতা অনুকূল ছিল না।

বহিপীর নাটকটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। আর নাটকের প্রেক্ষাপট হয়তোবা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের। যেসময় ছিল নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও পির সম্প্রদায়ের দখলে। সেই সময়ে মেয়েদেরকে বোঝা মনে করা হতো। নারী মানে ঘরের দাসী, পুরুষের সেবিকা। তাদের নিজস্ব কোনো মতামত গ্রহণযোগ্য হবার সুযোগ খুব কমই ছিলো। তবে এসবের মধ্যে এক প্রতিবাদী চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয় তাহেরা। বৃদ্ধ পিরের সাথে

বিয়ে করার থেকে জীবনের অনিশ্চিত পথ তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল। তাইতো কোনো কিছু না ভেবে শহরের বজরায় আশ্রয় নিয়েছিলো। তার ব্যক্তিত্ব অনমনীয় তবে তৎকালীন পুলিশ প্রশাসনের আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবেনি; বরং অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোকে শ্রেয় মনে করেছে।

অন্যদিকে আমরা উদ্দীপকের রূপাকে দেখি, নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। সে তখন লোক-লজ্জার বা চাচা-চাচির কথা ভাবেনি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তথা আইনের আশ্রয়ে সে নিজেকে সপে দিয়েছে। মুক্তি পেতে চেয়েছে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে। চেয়েছে লেখাপড়া শিখে নিজের মতো করে জীবন সাজাতে। রূপা অন্যরকম প্রতিবাদী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে হয়তো লেখাপড়া করার কারণে বা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে জানা থাকার কারণে।

নাটকের তাহেরা যদি রূপার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো তা হলে হয়তো বা নাটকের পরিণতি আরো আগেই হতো। নয়তো বহিপীরের ভণ্ডামী বা তার দোসরদের কঠিন বিচারের মুখোমুখী হতে হতো।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবাদের আবহে তাহেরা ও রূপা অনন্য। আর সময় ও পরিস্থিতি বিচারে তাদের প্রতিবাদী চেতনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মনির সাহেব একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। করোনাকালে তার ব্যবসায়ে ব্যাপক লোকসান হয়। তিনি ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছেন। ব্যাংক লোন সময়মতো পরিশোধ করতে না পারায় তার পাঁচ তলা বাড়িটি নিলামে উঠে। স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন। কোনো উপায় বের করতে না পেরে, শেষে তিনি তার মামাতো ভাই হাবিবের নিকট টাকা ধার চান। কিন্তু হাবিব বলে যদি সে তার পাঁচ তলা বাড়ির অর্ধেক তার নামে লিখে দেয়, তাহলে সে তাকে টাকা ধার হিসেবে দেবে। একথা শুনে মনির সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

ক. বজরা কোন ঘাটে থেমেছিল? ১
খ. তাহেরা শেষ পর্যন্ত বহিপীরের সঙ্গে যেতে চায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মনির সাহেবের বাড়ি হারানো ঘটনার সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির মিল কীসে? –ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের হাবিব এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের কূটকৌশল একই সূত্রে গাঁথা"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক জমিদারের বজরা ডেমরা ঘাটে থেমেছিল।

খ হাশেমের বাবা তথা হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার স্বার্থে তাহেরা শেষ পর্যন্ত বহিপীরের সাথে যেতে রাজী হয়।

তাহেরা পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে জমিদারের বজরায় আশ্রয় পায়। কিছুটা আশার সঞ্চার হয় প্রাণে। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ একই বজরায় আশ্রয় পায় বহিপীরও। স্ত্রীকে উদ্ধারে বহিপীর একপর্যায়ে বজরার সবাইকে পক্ষে পেলেও জমিদারপুত্র হাশেম তাহেরার পক্ষ নেয়। অচেনা অজানা এ লোকটির এমন আচরণে তার প্রতিও এক ধরনের টান বা দায়িত্ববোধ তাহেরার মধ্যে জন্ম হয়। তাইতো হাতেম আলি তথা হাশেমের বাবার জমিদারি রক্ষার প্রয়োজনে তাহেরা তাই বৃদ্ধ বহিপীরের সঙ্গে যেতে চায়।

উত্তরের মূলকথা : ভালোবাসা বা পারস্পরিক সম্মানবোধের ক্ষমতা অসীম। এ বোধ থেকেই তাহেরা এ পথ বেছে নেয়।

গ উদ্দীপকের মনির সাহেবের বাড়ি হারানোর ঘটনার সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠার ঘটনা মিলে যায়।

'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠে। পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়বে বলে তিনি বিষয়টি পরিবারের কাছে গোপন রাখেন। নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। একপর্যায়ে চিকিৎসার অজুহাতে শহরে যান বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করতে। কিন্তু তিনি টাকা সংগ্রহে ব্যর্থ হন। হাতেম আলি অনেকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। দিশেহারা হয়ে ভাবতে থাকেন কীভাবে জমিদারি রক্ষা করবেন। ঠিক এমন সময় কাহিনিতে আবির্ভাব ঘটে বহিপীরের।

অন্যদিকে উদ্দীপকের মনির সাহেব একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকের লোনের টাকায় ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ভয়াবহ করোণাকালে তার ব্যবসার ব্যাপক লোকসান হয়। সময়মতো ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তার পাঁচতলা বাড়িটি নিলামে ওঠে। নিরুপায় হয়ে তিনি মামাতো ভাই হাবিবের শরণাপন্ন হন। মামাতো ভাই হাবীব মনির সাহেবের পাঁচ তলা বাড়ির অর্ধেক লিখে দিতে বলেন। তবেই সে টাকা দিবে। একথা শুনে মনির সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও নাটক উভয়ক্ষেত্রেই দুজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের হাবিব এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের কূটকৌশল একসূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' ধর্মব্যবসার আড়ালে নিজের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করতো। বছরান্তে মুরিদদের বাড়িতে ঘুরতে যেতেন। তখন মুরিদরা স্বর্বস্ব দিয়ে বহিপীরের সেবা করতেন। তেমনিসূত্রে এক মুরিদ তার কন্যা তাহেরাকে জোর করে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দেন। তাহেরা এটা মানতে না পেরে শহরগামী বজরায় আশ্রয় নেয়। ঘটনাক্রমে বহিপীরও সেই বজরায় আশ্রয় পায়। কাহিনির আবর্তে বহিপীর জমিদারি নিলামে ওঠা হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠা ঠেকানোর বিনিময়ে তাহেরাকে ফেরত পেতে চান। এক্ষেত্রে তিনি ভয়ানক এক কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত জমিদার হাতেম আলির উদারতায় আবিষ্ট হয়ে বহিপীরেরও চেতকনাবোধ জাগ্রত হয়।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী মনির সাহেব ভয়াবহ করোনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হন। লোনের টাকায় ব্যবসা করছিলেন বিধায় মনির সাহেব ভয়ানক বিপদে পড়ে যান। তার পাঁচ তলা বাড়িটি এজন্য নিলামে ওঠে। স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের নিয়ে তিনি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মামাতো ভাই হাবীবের শরণাপন্ন হন। অনেক আশা নিয়ে তার কাছে গেলেও ভয়ানক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। মামাতো ভাই অর্থের বিনিময়ে তার পাঁচ তলা বাড়ির মালিকানা দাবী করেন। যেটা একটা ভয়াবহ কূটকৌশলের অংশ।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হাবিব ও বহিপীর নাটকের বহিপীরের কূটকৌশল একই সূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হাবিব ও বহিপীর নাটকের বহিপীর উভয়ই কূটকৌশলী। বিপদগ্রস্ত মানুষের সাথে যেটা করা অন্যায়।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **'আশা' কবিতার কোথায় মানুষ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে?**
ⓚ কান্না-হাসির অন্তরালে ⓚ যেথায় তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে
ⓖ প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে ⓖ জীর্ণ বেড়ার ঘরে

২. **'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কার ফুসফুস এখন পোকার দখলে?**
ⓚ হরিদাসীর ⓚ মতলব মিয়ার ⓖ সগীর আলীর ⓖ রুস্তম শেখের

৩. **উপন্যাসের উপস্থাপিত কাহিনিকে কী বলা হয়?**
ⓚ আখ্যানভাগ ⓚ উপকাহিনি ⓖ ভাষার ভঙ্গি ⓖ বলার ভঙ্গি

৪. **'এই বলে মোর নাম খ্যাত হোক**
আমি তোমাদেরই লোক।'
–পঙ্‌ক্তিটির ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ কোনটি?
ⓚ আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
ⓚ সবাই অধীর অগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা
ⓖ গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতাখানি
ⓖ খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই

৫. **দস্যুর ভয়ের চেয়েও রানার সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন?**
ⓚ চাকরি হারানোর জন্য ⓚ দায়িত্ববোধের কারণে
ⓖ ডাক না পাওয়ার ভয়ে ⓖ বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায়

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাহেলা বেগম স্বামী ও শাশুড়ির অনেক অত্যাচার সহ্য করে। তবুও সন্তানের টানে এই সংসারে পড়ে আছে।

৬. **উদ্দীপকের রাহেলা বেগমের সাথে নিচের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?**
ⓚ কাঙালির মা ⓚ বাড়ির লক্ষ্মী বউটি
ⓖ মমতাদি ⓖ সর্বজয়া

৭. **উক্ত সাদৃশ্যের কারণ–**
i. অসহায়ত্ব ii. সংসারের মায়া iii. দায়িত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮. **'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় তোদের রক্তাক্ত হত মুচড়ে দিয়েছি নয় মাসে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?**
ⓚ প্রতিশোধ ⓚ প্রতিরোধ ⓖ প্রতিহিংসা ⓖ প্রতিবাদ

৯. **'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধ মতে, আজ আমাদের এত অধঃপতনের কারণ কী?**
ⓚ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ⓚ মেহনতি মানুষদের প্রতি অবহেলা
ⓖ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ⓖ গণজাগরণের অভাব

১০. **'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা'– এ কথায় মোল্লা সাহেবের চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পায়?**
ⓚ বিরক্তি ⓚ ঘৃণা ⓖ নিষ্ঠুরতা ⓖ অসহযোগিতা

১১. **আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে কোনটি?**
ⓚ ছড়া ⓚ প্রবাদ ⓖ উপকথা ⓖ পল্লিগান

১২. **'সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।' –এর কারণ কী?**
ⓚ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ⓚ নবযৌবনে পদার্পণ
ⓖ সুশিক্ষার অভাব ⓖ আত্মসম্মানবোধের জাগরণ

১৩. **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'সালেহ আহমেদ' ছদ্ম নামে কে খবর পড়তেন?**
ⓚ আলমগীর কবির ⓚ আলী যাকের
ⓖ কামরুল হাসান ⓖ হাসান ইমাম

১৪. **'রুখে দিচ্ছে শত্রুর গতি। বুকের ভেতর ধরে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধ।' – উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে বুধার–**
i. বীরত্ব ii. সাহস iii. মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৫. **'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কপালে কবজিতে লালসালু বেঁধে কে ছুটে এসেছিল?**
ⓚ করুণ কেরানি ⓚ উলঙ্গ কৃষক
ⓖ শিশু পাতা-কুড়ানিরা ⓖ লোহার শ্রমিক

১৬. **'মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়–তবে পরদিন থেকে সে আর আসত না'–মমতাদির না আসার কারণ হতে পারত–**
i. চক্ষুলজ্জা ii. অপমানিত বোধ করা iii. আত্মসম্মানবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৭. **কত সালে সূর্যাস্ত আইন প্রণীত হয়?**
ⓚ ১৭৯০ সালে ⓚ ১৭৯১ সালে ⓖ ১৭৯২ সালে ⓖ ১৭৯৩ সালে

১৮. **'সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন'–'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'সেই বাক্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ বাংলা ভাষাকে ⓚ সংস্কৃতি ভাষাকে
ⓖ সকল ভাষাকে ⓖ আরবি-ফারসি ভাষাকে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লিমায়ের কোল
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল।'

১৯. **উদ্দীপকের কবিতাংশটি তোমার পঠিত কোন কবিতার ভাবকে ধারণ করেছে?**
ⓚ পল্লিজননী ⓚ কপোতাক্ষ নদ
ⓖ আমি কোনো আগন্তুক নই ⓖ সেই-দিন এই মাঠ

২০. **উক্ত ভাব যে চরণে প্রতিফলিত হয়েছে–**
ⓚ কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়েছিল দূর বনে
ⓚ পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
ⓖ আমি স্বাপ্নিক নিয়মে এখানেই থাকি
ⓖ কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে

২১. **খোদেজার বুক কাঁপে কেন?**
ⓚ জমিদারি হারানোর ভয়ে ⓚ স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনে
ⓖ হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতে চায় বলে
ⓖ তাহেরা পির সাহেবের মুখের ওপর কথা বলেছে বলে

২২. **'প্রবাস বন্ধু' রচনায় দুম্বার মাংসের গামলায় কোনটিকে লেখকের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয়েছে?**
ⓚ আলু ⓚ বাদাম ⓖ কিসমিস ⓖ মাংস

২৩. **'বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি'–বলতে 'পল্লিজননী' কবিতায় কোন পাখির কথা বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ বাদুড় ⓚ কানাকুয়ো ⓖ ডাহুক ⓖ হুতুম

২৪. **মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য কী?**
ⓚ গল্পবলা ⓚ যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা
ⓖ আয়তনের বিশালতার প্রকাশ ⓖ অতিশয় দীর্ঘ কবিতা তৈরি

২৫. **'আমি কি বকরি-ঈদের গোরু-ছাগল নাকি'–তাহেরার এই উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ⓚ প্রতিবাদ ⓚ অসহায়ত্ব ⓖ হতাশা ⓖ বিরক্তি

২৬. **'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে কোন অনুষঙ্গটি ব্যবহার করেছেন?**
ⓚ বরেন্দ্র ভূমের সোনা মসজিদ ⓚ পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার
ⓖ জোড়-বাংলার মন্দির-বেদি ⓖ পালযুগ নামের চিত্রকলা

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাইতো জেগে রই
রাত্রি হলো মাগো আমার কাজলা দিদি কই?

২৭. **উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাব 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিকটিকে তুলে ধরে?**
ⓚ মানুষের চিরায়ত শৈশব ⓚ ভাই-বোনের সম্পর্ক
ⓖ গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ⓖ মা-বাবার শাশ্বত রূপ

২৮. **উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকটি অনুপস্থিত–**
i. দারিদ্র্যের চিত্র ii. দুরন্তপনা iii. প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. **বুধার মতে রাতের বেলা সেপাইগুলো বাঙ্কারে শুয়ে কী দেখবে?**
ⓚ গোলাগুলি ⓚ শত্রুর গতিবিধি ⓖ আকাশের তারা ⓖ হাউইবাজি

৩০. **'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'–এ উক্তিতে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?**
ⓚ সহনশীলতা ⓚ উদারতা ⓖ মহানুভবতা ⓖ বিচক্ষণতা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০৩

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা সবুজ ও সাকিল সার্বক্ষণিক মোবাইল ফোনে মেতে থাকে। তাছাড়া টেলিভিশনে খেলা দেখাও তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঘর থেকে তারা বেরুতেই চায় না। তাদের মা বিলকিস বেগম ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কখনো আদর করে, কখনোবা রাগ করে মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'মোবাইল দরকার কিন্তু লেখাপড়া সবার আগে দরকার, বাবা।'

ক. নীলমণি রায় কে? ১
খ. সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে সবুজ ও সাকিলের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের বিলকিস বেগম যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার যথার্থ প্রতিনিধি।''–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২। বিয়ের দশ বছর পর রেবেকার একটি পুত্র সন্তান হয়। অনেক সাধনার পুত্রকে বড়ো করতে গিয়ে তিনি দুধ, ডিম, কলা, মিষ্টি একটার পর একটা জোর করে খাওয়াতে থাকেন। কিন্তু পুত্রের বয়স পাঁচ বছর হলেও সে হাঁটতে পারে না। অস্বাভাবিক মোটা হওয়ায় তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলেন, 'বয়স ও রুচি অনুযায়ী যা খেতে চায় এবং যতটুকু খেতে পারে তাই খাওয়াবেন। অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে বয়সের তুলনায় মোটা বলে হাঁটা-শিখতে দেরি হচ্ছে।'

ক. শিক্ষক কীসের সন্ধান দিতে পারেন? ১
খ. পেশাদারদের মহাভ্রান্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের রেবেকার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ঘটেছে'–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩। 'দেশকে এমনভাবে স্বাধীন করব, যাতে দেশের সবাই দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পারে', এ মূলমন্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলেন সাহসী সার্জেন্ট মহি আলম চৌধুরী। তিনি প্রতিটি অপারেশন সম্মুখ থেকে পরিচালনা করতেন। কিন্তু সাধনপুর বোর্ড অফিস মিলিটারি ক্যাম্প অপারেশনের সময় রহস্যজনকভাবে তিনি ধরা পড়েন এবং তাদের নির্মম অত্যাচারে শহিদ হন। এরকম অসংখ্য মহি আলম মিলিটারিদের অত্যাচারে প্রাণ হারান।

ক. 'আলটিমেটাম' কী? ১
খ. মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারী কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. ''উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত''–ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকে মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমির চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।''–উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা সম্পর্কে বলেছেন–

(i) তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে-দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।

(ii) ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্তি বলে, আর পারি নাকো
রহিল তোমার এ ঘর, দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
শুনে মহা বেগে ছুটে যাই রেগে আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে 'পাজি বের হ তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।'

ক. মমতাদির কপালের ক্ষতটা কীসের মতো? ১
খ. মমতাদির দুচোখ সজল হয়ে উঠল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক *(ii)*-এ ঘরের কর্ত্রীর সাথে 'মমতাদি' গল্পের ছোটোকর্তার মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক *(i)*-এ কেষ্টা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি হয়ে উঠতে পারেনি''–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লিমায়ের কোল
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল,
কুলের কাঁটার আঘাত সইয়া কাঁচা-পাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।

ক. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি? ১
খ. 'আর কি হে হবে দেখা?' কবি একথা বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা-ই 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির মূল চেতনা''–মন্তব্যটি যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬। (i) তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।

(ii) বন্ধু তোমার বুকভরা লোভ দুচোখ স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা বেদনা-মথিত সুধা,
তাই, লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?

ক. 'ফুকারি' অর্থ কী? ১
খ. সহসা মন্দির বন্ধ হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক- (*i*)-এ 'মানুষ' কবিতার যে বিষয়টির ইঙ্গিত বহন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপক- (*ii*) যেন 'মানুষ' কবিতার কবির মূল চেতনাকে ধারণা করেছে।''—মূল্যায়ন করো। ৪

৭। **স্তবক–১ :**

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।

স্তবক–২ :

হিন্দু মুসলিম দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখি তারা,
এক বাগানের দুটি তরু যেন
দেবদারু আর কদমচারা।

ক. 'আলপথ' শব্দটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১
খ. 'একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. স্তবক-১-এ 'আমার পরিচয়' কবিতার যে বিষয়টি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'স্তবক-২-এর চেতনাই যেন বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র' –'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। **স্তবক-১ :**

হঠাৎ শুনি গর্জে ওঠে/বন্দুক এবং বোমা
মা'কে ডেকে বলল ছেলে/কাঁপছে আকাশ ও মা।
দেখলেন মা জানালা দিয়ে/সারা শহর ঢাকা
জ্বলছে এবং পুড়ছে শুধু/রাস্তাগুলো ফাঁকা।

স্তবক-২ :

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি,
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।

ক. বুধা কীভাবে গান শেখে? ১
খ. বুধার বিদেশি মানুষ এবং নিজেদের মানুষ সবার ওপর ঘৃণা বাড়তে থাকে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. স্তবক-১-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা যেন স্তবক-২-এর চেতনাকে ধারণ করেছে'—মূল্যায়ন করো। ৪

৯। সাভারের রানা প্লাজার ভবন ধসে পড়ে কর্মরত দম্পতি সেলিনা ও রিপন নিহত হয়। কিন্তু বেঁচে যায় বাসায় থাকা সাত বছরের ছেলে রামীম। পিতা-মাতা হারা ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয় বাড়ির মালিক কাদের খানের স্ত্রী মর্জিনা। নিজের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাদের খান রাজি না হলেও মর্জিনা রামীমকে নিজের সন্তানের মতো স্কুলে দিয়ে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. হরিকাকুর সাথে বুধার কোথায় দেখা হয়? ১
খ. 'কিন্তু আমরা তিনজন নই, একজন।'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি—মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। বর্ষাকাল, বাড়ির পাশের বিলে আপন মনে মাছ ধরছে জিসান। হঠাৎ সাপে কাটে জিসানকে। সঙ্গীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত বাড়িতে নিয়ে আসে, গ্রামের ওঝাকে আনতে লোক পাঠায়। ওঝা এসে ঝাড়-ফুঁক শুরু করে। কিন্তু সময় যতো গড়ায় জিসানের অবস্থা ততো খারাপ হতে থাকে। লোকমুখে খবর শুনে ছুটে আসে স্বাস্থ্যকর্মী মাহমুদা। জিসানকে দ্রুত সরকারি হাসপাতালে নিতে বলে। ক্ষেপে যায় ওঝা, মাহমুদাকে ভয় দেখায়। মাহমুদা কারও কথা না শুনে জিসানকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জীবন রক্ষা পায় জিসানের।

ক. 'বহিপীর' নাটকটি কত সালে প্রথম পুরস্কার পায়? ১
খ. 'দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র'—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে ওঝা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের মাহমুদা ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তা-চেতনা একই ধারায় উৎসারিত।'' –উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১। নবম শ্রেণিতে পড়ে গরিব ও মেধাবী ছাত্রী রিমা। হঠাৎ তার বাবা পাশের গ্রামে এক প্রভাবশালীর ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু রিমার স্বপ্ন লেখাপড়া করে অনেক বড়ো হবে। চাচাতো ভাই সৎ-সাহসী রনি বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করে এবং তাকে পলিয়ে যেতে বলে। কিন্তু রিমা বাবার অপমানের কথা চিন্তা করে না পালিয়ে রনিকে নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট যায় এবং ব্যাপারটি খুলে বলে। শিক্ষক তার বাবাকে বুঝিয়ে বললে বাবা ভুল বুঝতে পারেন। এখন রিমা তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. বহিপীরের মতে পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার কার ওপর? ১
খ. 'আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে'—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রনি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকের রিমা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি''। – উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	N	৩	K	৪	N	৫	L	৬	L	৭	N	৮	K	৯	L	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	N	১৪	N	১৫	N
	১৬	M	১৭	N	১৮	M	১৯	L	২০	N	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	K	২৬	L	২৭	L	২৮	K	২৯	N	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা সবুজ ও সাকিল সার্বক্ষণিক মোবাইল ফোনে মেতে থাকে। তাছাড়া টেলিভিশনে খেলা দেখাও তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঘর থেকে তারা বেরুতেই চায় না। তাদের মা বিলকিস বেগম ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কখনো আদর করে, কখনোবা রাগ করে মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'মোবাইল দরকার কিন্তু লেখাপড়া সবার আগে দরকার, বাবা।'

ক. নীলমণি রায় কে? ১

খ. সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে সবুজ ও সাকিলের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বিলকিস বেগম যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার যথার্থ প্রতিনিধি।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক নীলমণি রায় হলো হরিহরের জ্ঞাতি ভাই।

খ হরিহরকে দেওয়া সদগোপ লোকটার লোভনীয় প্রস্তাবের কথা শুনে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

হরিহর একদিন তাগাদার কাজে দশঘরায় যায়। সেখানে নিচু জাতের (সদগোপ) এক ধনী ব্যক্তির সাথে তার দেখা হয়, যে কি না ব্রাহ্মণ হিসেবে হরিহরকে জমি-জায়গা দিয়ে তাদের গ্রামে আশ্রয় দিতে চায়। হরিহরের অভাবের সংসারে নূন আনতে পানতা ফুরানোর মতো দশা। এমতাবস্থায় হরিহরের মুখে সদগোপ লোকটির এমন লোভনীয় প্রস্তাবের কথা শুনে উত্তেজনায় সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

উত্তরের মূলকথা : হরিহরকে দেওয়া সদগোপ লোকটার লোভনীয় প্রস্তাবের কথা শুনে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

গ স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপনের দিক থেকে সবুজ ও শাকিলের সাথে অপু-দুর্গার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা অপু-দুর্গা নামের দুই কিশোর-কিশোরীর আনন্দিত জীবনের আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যা পাঠকচিত্তকেও ছুঁয়ে যায়।

উদ্দীপকে সবুজ ও শাকিল নামের দুই কিশোরের কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠলেও তারা এখন মোবাইল ফোনে আসক্ত। সারাদিন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকায় বর্তমানে তারা একরকম গৃহবন্দি জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে, 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার দিন কাটে বনে বাদাড়ে ঘুরে, এর ওর গাছের ফলপাকুর কুড়িয়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা যেন প্রকৃতিরই সন্তান। এভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠাতেই তাদের আনন্দ। তাদের এই স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা এবং প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতার দিকটি উদ্দীপকের সবুজ ও শাকিলের মাঝে দেখা যায় না। এ দিক থেকে সবুজ ও শাকিলের সাথে অপু-দুর্গার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপনের দিক থেকে সবুজ ও শাকিলের সাথে অপু-দুর্গার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের বিলকিস বেগম যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার যথার্থ প্রতিনিধি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া একজন স্নেহময়ী মা। অভাবের সংসারে সন্তানদের খাবার-দাবার বা পোশাক-আশাকের যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারে না বলে তার খেদের অন্ত নেই। তবে অভাবের কারণে সন্তানদের সকল প্রয়োজন মেটাতে না পারলেও বুক ভরা স্নেহ দিয়ে তাদের আগলে রাখে সে।

উদ্দীপকের বিলকিস বেগম একজন দায়িত্বশীল ও স্নেহময়ী মা। তার দুই সন্তান সবুজ ও শাকিল মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই মোবাইল আসক্তি তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে। এজন্য তিনি তাদের নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। এ কারণে তিনি তাদের নানাভাবে বোঝান। কখনো কখনো তাদের শাসনও করেন। শুধু তাই নয়, সন্তানদের ভাবিষৎ চিন্তায় তিনি তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন। এমন আচরণ তার মাতৃত্বসুলভ মনোভাবকেই তুলে ধরে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অন্যতম চরিত্র সর্বজয়া। অভাবের সংসারে সন্তানদের সকল প্রয়োজন মেটাতে পারেন না বলে তার আফসোসের শেষ নেই। তবে বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে সন্তানদের তিনি আগলে রাখার চেষ্টা করেন। তাদের মুখে খাবার তুলে দিতে কখনো কখনো প্রতিবেশীদের থেকে ধার-দেনাও করেন। একইভাবে, উদ্দীপকের বিলকিস বেগমও সব সময় সন্তানদের মঙ্গলের কথা ভাবেন। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে মোবাইল আসক্তি বাদ দিয়ে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। অর্থাৎ আলোচ্য গল্প এবং উদ্দীপকে সর্বজয়া ও বিলকিস বেগমের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণের দিকটিই ফুটে উঠেছে। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের বিলকিস বেগম যেন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার যথার্থ প্রতিনিধি।"

প্রশ্ন ▸ ০২ বিয়ের দশ বছর পর রেবেকার একটি পুত্র সন্তান হয়। অনেক সাধনার পুত্রকে বড়ো করতে গিয়ে তিনি দুধ, ডিম, কলা, মিষ্টি একটার পর একটা জোর করে খাওয়াতে থাকেন। কিন্তু পুত্রের বয়স পাঁচ বছর হলেও সে হাঁটতে পারে না। অস্বাভাবিক মোটা হওয়ায় তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলেন, 'বয়স ও রুচি অনুযায়ী যা খেতে চায় এবং যতটুকু খেতে পারে তাই খাওয়াবেন। অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে বয়সের তুলনায় মোটা বলে হাঁটা-শিখতে দেরি হচ্ছে।'

ক. শিক্ষক কীসের সন্ধান দিতে পারেন? ১
খ. পেশাদারদের মহাভ্রান্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের রেবেকার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ঘটেছে'—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন।

খ পেশাদারদের মহাভ্রান্তি বলতে তাদের সাহিত্যচর্চা তথা বই পড়াকে নিরর্থক মনে করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

আমাদের দেশে পেশাদার শ্রেণি যেমন- ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে সরাসরি কাজে আসে না এমন যে-কোনো বই পড়াকে নিরর্থক বলে মনে করেন। তাদের কাছে এসকল বই পড়ার অর্থ বৃথা সময় নষ্ট। অথচ বই পড়ায় যে জানার পরিধি বৃদ্ধি পায়, আর তা যে কেবল তাদের আত্মীক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এ বিষয়টি তারা মোটেও আমলে নেয় না। সংগত কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে পেশাদারদের এমন সংকীর্ণ মনোভাবকে প্রাবন্ধিক পেশাদারদের মহাভ্রান্তি বলে অভিহিত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : পেশাদারদের মহাভ্রান্তি বলতে তাদের সাহিত্যচর্চা তথা বই পড়াকে নিরর্থক মনে করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের রেবেকার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষকদের জোর করে বিদ্যে গেলানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সক্ষমতার দিক বিচার না করেই শিক্ষার্থীদের ওপর নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আত্মীক উন্নতি তো হয়ই না বরং তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছাকেই নষ্ট করে দেয়।

উদ্দীপকের রেবেকা তার সন্তানের আগ্রহ ও রুচির প্রতি খেয়াল না রেখেই তাকে নানা ধরনের উপাদেয় খাদ্যবস্তু জোর করে খাওয়াতে থাকে। এর ফলে তার সন্তান মুটিয়ে যায় এবং নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে না বুঝে জোর করে খাওয়ানোই রেবেকার সন্তানের উদ্ভূত সমস্যার কারণ। একইভাবে, 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক আমাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রুচির দিক বিবেচনা না করেই জোর করে শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কথা বলেছেন, যেমনটি উদ্দীপকের রেবেকার সন্তানকে জোর করে খাওয়ানোর ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের রেবেকার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষকদের জোর করে বিদ্যে গেলানোর দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রেবেকার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষকদের জোর করে বিদ্যে গেলানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ঘটেছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অভিরুচিকে অগ্রাহ্য করে তাকে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়। ফলে শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহই বিনষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের রুচিমাফিক আনন্দময় শিক্ষাপদ্ধতিই পারে তাদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে।

উদ্দীপকের রেবেকা বিয়ের দীর্ঘকাল পর পুত্র সন্তানের মা হয়। তাই পুত্রকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে সে অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাবার খাওয়ায়। এতে করে তার পুত্র মুটিয়ে যায় এবং নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় পতিত হয়। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে ডাক্তার সাহেব তার সন্তানকে অতিরিক্ত খাবার দিতে মানা করেন এবং সন্তানের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী তাকে খাবার খাওয়াতে পরামর্শ দেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের রুচি ও চাহিদার কথা চিন্তা না করে একরকম জোর করেই নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের আত্মশক্তি নষ্ট হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহই মরে যায়। এ কারণে প্রাবন্ধিক শিক্ষার্থীদের অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী পাঠাগারে গিয়ে শিক্ষগ্রহণের কথা বলেছেন, যা তাদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলবে। একইভাবে, উদ্দীপকের ডাক্তারও রেবেকাকে সন্তানের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী খাবার দিতে বলেছেন, যা একার্থে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মনোভাবের সমান্তরাল। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ঘটেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ 'দেশকে এমনভাবে স্বাধীন করব, যাতে দেশের সবাই দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পারে', এ মূলমন্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলেন সাহসী সার্জেন্ট মহি আলম চৌধুরী। তিনি প্রতিটি অপারেশন সম্মুখ থেকে পরিচালনা করতেন। কিন্তু সাধনপুর বোর্ড অফিস মিলিটারি ক্যাম্প অপারেশনের সময় রহস্যজনকভাবে তিনি ধরা পড়েন এবং তাদের নির্মম অত্যাচারে শহিদ হন। এরকম অসংখ্য মহি আলম মিলিটারিদের অত্যাচারে প্রাণ হারান।

ক. 'আলটিমেটাম' কী? ১
খ. মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারী কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. ''উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত''—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ''উদ্দীপকে মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমির চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।''—উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'আলটিমেটাম' হলো চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ।

খ পাকিস্তানি মিলিটারি দ্বারা অবরুদ্ধ দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে বলেই মুক্তিফৌজ কথাটা এত ভারী।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এদেশের মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা ঢাকাসহ সারাদেশকেই একরকম অবরুদ্ধ করে রাখে। এরকম অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার গুরুভার কাঁধে তুলে নেয় মুক্তিবাহিনী। সংগত কারণেই মুক্তিফৌজ কথাটি লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়।

উত্তরের মূলকথা : পাকিস্তানি মিলিটারি দ্বারা অবরুদ্ধ দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে বলেই মুক্তিফৌজ কথাটা এত ভারী।

গ অন্যায়-অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের কথাও বর্ণনা করেছেন। তাদের অন্যায় আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে সেসময় মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী নামের এক সার্জেন্টের কথা বলা হয়েছে। দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধনপুর বোর্ড অফিস মিলিটারি ক্যাম্পে অপারেশন চালানোর সময় শত্রুসেনার হাতে ধরা পড়ে যান তিনি। অবশেষে তাদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে একদিন মারা যান। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা পাকিস্তানি মিলিটারিদের এমন নৃশংসতার কথা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায়ও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে লেখিকা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নিহত অসংখ্য মানুষের লাশ নদীতে ভেসে যাওয়ার উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

উত্তরের মূলকথা : অন্যায়-অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ "উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।"− মন্তব্যটি যথার্থ।

'একাত্তরের দিনগুলি' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক রচনা। সংগত কারণে রচনাটি লেখিকার তৎকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতারই বয়ান। এরই অংশ হিসেবে সেখানে লেখিকার সন্তান রুমীর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথকতাও ফুটে উঠেছে, যেখানে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি ও নির্যাতনের শিকার হন।

উদ্দীপকে মহি আলম চৌধুরী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে। পেশায় তিনি পুলিশ সার্জেন্ট ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এক্ষেত্রে দেশবাসীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাই ছিল তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। তবে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি তাদের হাতে ধরা পড়েন এবং নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার এই আদর্শের দিকটি আলোচ্য রচনার রুমীর মাঝেও একইভাবে লক্ষ করা যায়।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় ঢাকাসহ সারা দেশের অবরুদ্ধ পরিস্থিতি, আতঙ্কগ্রস্থ জনজীবন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভূমিকাসহ নানান বিষয় স্থান পেয়েছে। পাকিস্তানি সেনাদের অন্যায়-আগ্রাসন এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে এদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি উদ্দীপকের সার্জেন্ট মহি আলম চৌধুরী ও আলোচ্য রচনার রুমীর কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা সম্পর্কে বলেছেন−

(i) তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে-দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।

(ii) ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্তি বলে, আর পারি নাকো
রহিল তোমার এ ঘর, দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
শুনে মহা বেগে ছুটে যাই রেগে আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে 'পাজি বের হ তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।'

ক. মমতাদির কপালের ক্ষতটা কীসের মতো? ১
খ. মমতাদির দুচোখ সজল হয়ে উঠল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক *(ii)*-এ ঘরের কর্ত্রীর সাথে 'মমতাদি' গল্পের ছোটোকর্তার মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক *(i)*-এ কেষ্টা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি হয়ে উঠতে পারেনি"−মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক মমতাদির কপালের ক্ষতটা আন্দাজে পরা টিপের মতো।

খ কৃতজ্ঞতায় মমতাদির চোখ সজল হয়ে উঠল।

চার মাস যাবৎ স্বামীর চাকরি না থাকায় মমতাদির সংসারে অভাব-অনটন নেমে আসে। অবশেষে আত্মসম্মানবোধের পরোয়া না করে সে একটি বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয়। সেখানে তার মাইনে ঠিক হয় পনেরো টাকা; যা ছিল তার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। তাই ঐ বাড়ির মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ সজল হয়ে উঠল।

উত্তরের মূলকথা : কৃতজ্ঞতায় মমতাদির চোখ সজল হয়ে উঠল।

গ গৃহকর্মীদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণের দিক থেকে উদ্দীপক (ii)-এর গৃহকর্ত্রীর সাথে 'মমতাদি' গল্পের ছোটকর্তার মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি একজন দক্ষ গৃহকর্মী। মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে হয়েও অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে তাকে গল্পকথকদের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নিতে হয়। তবে অল্পদিনের মধ্যেই সে বাড়ির সকলে তাকে আপন করে নেয়। বিশেষ করে গল্পকথকের মা সর্বদাই তার প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, যা মমতাদিকে পরিবারটির সাথে আত্মীক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

উদ্দীপক (ii)-এর কবিতাংশে এক গৃহকর্মীর মনোযাতনার কথা ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যের কারণে বাধ্য হয়ে তাকে অন্যের বাড়িতে কাজ নিতে হয়। কিন্তু সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী রুক্ষ স্বভাবের মানুষ। তিনি প্রায়ই ঐ গৃহকর্মীর সাথে অত্যন্ত বাজে আচরণ করেন। এমনকি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। পক্ষান্তরে, 'মমতাদি' গল্পের ছোটোকর্তা তথা গল্পকথকের মা সর্বদাই মমতাদির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তার আন্তরিকতার কারণেই মমতাদি এ বাড়িতে চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতে পারেননি। অর্থাৎ উদ্দীপক (ii)-এর কবিতাংশের গৃহকর্ত্রী অত্যাচারী ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ হলেও 'মমতাদি' গল্পের কথকের মা মমতাদির প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। এদিক থেকে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : গৃহকর্মীদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণের দিক থেকে উদ্দীপক (ii)-এর গৃহকর্ত্রীর সাথে 'মমতাদি' গল্পের ছোটোকর্তার মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক (i)-এর কেষ্টা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি হয়ে উঠতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। স্বামীর চাকরি না থাকায় সংসারের হাল ধরতে একরকম বাধ্য হয়েই সে গৃহকর্মীর কাজ নিয়েছে। তবে কোনো অবস্থাতেই সে নিজের আত্মসম্মানকে বিসর্জন দেয়নি। উপরন্তু দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার গুণে সে সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়।

উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশে কেষ্টা নামের একজন দায়িত্বহীন গৃহকর্মীর কথা বলা হয়েছে। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ নিলেও কাজের প্রতি তার মোটেও মনোযোগ নেই। আর তাই তিনটি জিনিস তাকে গুছিয়ে রাখতে দিলে একটি রাখলেও বাকিগুলো সে কোথায় রাখে তা সে ঠিকমতো বলতে পারে না। কাজের প্রতি দায়িত্বশীল না হওয়াই তার এমন অবস্থার কারণ।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি একজন সুদক্ষ ও অত্যন্ত দায়িত্বশীল গৃহকর্মী। অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে কাজ করতে এসে সে যেমন নিজের আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত রাখে তেমনি বাড়ির কাজগুলোকেও নিজের করে নেয়। এমন দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিপুণতার গুণেই সে গল্পকথকদের বাড়ির সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশের গৃহকর্মী কেষ্টার কাজের প্রতি একেবারেই মনোযোগ নেই। গৃহকর্মী হিসেবে সে অদক্ষ। এ কারণেই নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। আর তাই মমতাদির দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে তার তুলনা চলে না। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক (i)-এর কেষ্টা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ০৫ বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লিমায়ের কোল
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল,
কুলের কাঁটার আঘাত সইয়া কাঁচা-পাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।

ক. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি? ১
খ. 'আর কি হে হবে দেখা?'– কবি একথা বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা-ই 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির মূল চেতনা"–মন্তব্যটি যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি হলো 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'।

খ স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা থেকেই কবি প্রশ্নোক্ত কথাটির অবতারণা করেছেন।

কবি তাঁর মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। আর তাই প্রবাসে থেকেও তিনি মাতৃভূমির প্রিয় নদ কপোতাক্ষের কথা ভেবে বিভোর হন। কপোতাক্ষের মধুর স্মৃতি তাঁর মনে সদা জাগরূক। সংগত কারণেই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে প্রিয় নদের সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতা থেকে তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, তিনি আর কপোতাক্ষের দেখা পাবেন কি না। তাই কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

গ উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতিটি হলো শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে কবির স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। কবি কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে তার ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। সংগত কারণেই এ নদের সাথে তাঁর এক ধরনের আত্মীক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আর তাই প্রবাসে অবস্থান করলেও প্রিয় এ নদের কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেননি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তাঁর শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কবির শৈশব কেটেছে পল্লিগ্রামে। সংগত কারণেই সেসময় প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবন ছিল তার। আর তাই আজ বহুদিন পরও সেই প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপন এবং পল্লিগ্রামের নানা উৎসবের কথা মনে পড়ছে তাঁর। একইভাবে, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও কবি তাঁর শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষের কথা স্মরণ করেছেন। বস্তুত, শৈশবের প্রিয় এ নদের সাথে কবি আত্মীক বন্ধনে আবদ্ধ। তাই প্রবাসের চাকচিক্য ক্ষণিকের জন্যও এ নদের কথা তাঁর মন থেকে মুছে দিতে পারেনি। আলোচ্য কবিতায় কপোতাক্ষকে ঘিরে প্রকাশিত এই স্মৃতিকাতরতার অনুভূতিই উদ্দীপকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতিটি হলো শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত স্মৃতিকাতরতার অনুভূতির অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবিরও মাঝেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষ নদকে ঘিরে স্মৃতিকাতরতার অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির অপার ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, শৈশবের প্রিয় এ নদকে ঘিরেই তিনি মাতৃভূমির প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবিতার পুরোভাগ জুড়ে এ বিষয়টিই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামীণ প্রকৃতির কথা স্মরণ করেছেন। যদিও পল্লিপ্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন তিনি, তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে আজ সেখান থেকে তিনি বহু দূরে। তবে দূরে থেকেও প্রিয় মাতৃভূমি ও সেখানকার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। আর তাই বহুদিন পরও সেসব কথা মনে করে তিনি আবেগাপ্লুত হন। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা কবির এই স্মৃতিকাতরতার দিকটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষ নদ কবির মনে যে গভীর রেখাপাত করেছে তা এককথায় অনবদ্য। এ নদের স্নেহসুধা পান করে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাই প্রবাস জীবনে দেখা আর কোনো নদই তার সেই স্নেহতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। এ কারণে প্রিয় কপোতাক্ষের দেখা পাওয়ার জন্য তিনি এতটা ব্যাকুল। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও শৈশবস্মৃতির উল্লেখ করে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। কবিদ্বয়ের এই ব্যাকুলতা মূলত তাঁদের মাতৃভূমিপ্রীতিরই নামান্তর। কেননা, মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন বলেই সেখানকার প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের কথা ভেবে তাঁরা আকুল হয়েছেন। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত স্মৃতিকাতরতার অনুভূতির অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবিরও মাঝেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ (i) তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।

(ii) বন্ধু তোমার বুকভরা লোভ দুচোখ স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা বেদনা-মথিত সুধা,
তাই, লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?

ক. 'ফুকারি' অর্থ কী? ১
খ. সহসা মন্দির বন্ধ হলো কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক- *(i)* 'মানুষ' কবিতার যে বিষয়টির ইঙ্গিত বহন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক- *(ii)* যেন 'মানুষ' কবিতার কবির মূল চেতনাকে ধারণা করেছে।"–মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'ফুকারি' অর্থ চিৎকার করে।

খ ভিখারিকে খাবার দিলে পুরোহিতের কোনো স্বার্থ উদ্ধার হবে না, তাই সহসা বন্ধ হলো মন্দির।

একদিন এক অসহায় নিরন্ন মানুষ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পূজারিকে ডাকছিল। তার ডাক শুনে পূজারি ভেবেছিল নিশ্চয়ই কোনো দেবতা হবেন। আর দেবতার বরে সে রাজা-টাজা কিছু একটা হয়ে যাবে। দরজা খুলে সে দেখল সেখানে এক নিরন্ন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাই সে বিরক্ত হয়ে সহসা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে অমানুষিক কাজটি করল।

উত্তরের মূলকথা : ভিখারিকে খাবার দিলে পুরোহিতের কোনো স্বার্থ উদ্ধার হবে না, তাই– 'সহসা বন্ধ হলো মন্দির।'

গ উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশ 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

'মানুষ' কবিতায় কবি সকল ভেদ-বৈষম্যের উর্ধ্বে মানুষ পরিচয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি মসজিদ-মন্দিরের মতো ধর্মীয় উপাসনালয়ে স্বার্থান্ধ কিছু মানুষের অন্যায় আস্ফালনের চিত্র উত্থাপন করেছেন। মানবতা বিবর্জিত ও কূপমণ্ডূক প্রকৃতির এসকল মানুষ ধর্মের মর্মবাণীকে ধারণ করতে পারেনি বলেই উপাসনালয় থেকে অভুক্তকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়।

উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশে স্বার্থপর প্রকৃতির ব্যক্তিদের হীন মানসিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে। মানবিকবোধহীন এসকল মানুষ ভোগবাদে বিশ্বাসী। এ কারণে ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে তারা কিছু ভাবতে পারে না। আর তাই অনাহারি ও দরিদ্র মানুষকে সামান্য মুষ্টি ভিক্ষে দিতেও তারা নারাজ। একইভাবে, 'মানুষ' কবিতায়ও কবি 'মোল্লা-পুরোহিত' চরিত্রের মধ্য দিয়ে এরকম স্বার্থান্ধ মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন। তাদের স্বার্থান্ধ মানসিকতার কারণেই অভুক্ত মুসাফিরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদ-মন্দির থেকে বের হয়ে আসতে হয়। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশ 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতিই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশ 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঘ "উদ্দীপক (ii) যেন 'মানুষ' কবিতার কবির মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ' কবিতায় কবির সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ সচেতন কবি সেখানে সকল বিভেদের উর্ধ্বে এক উদার ও সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যাশা করেছেন, যেখানে মানুষ মূল্যায়িত হবে মানুষ পরিচয়ের নিরিখে। আর তা করতে গিয়ে তিনি স্বার্থপর ও কূপমণ্ডুক ব্যক্তিদের স্বরূপ তুলে ধরে এমন পরিস্থিতির অবসান কামনা করেছেন।

উদ্দীপক (ii)-এর কবিতাংশে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মানুষদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। মানবিকবোধকে জলাঞ্জলী দিয়েছে বলেই এসকল মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষকে ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষের শ্রম-ঘামে অর্জিত যা–কিছু, তার ফল ভোগ করে তৃপ্ত হয়। অথচ দেবতাসম এসকল মানুষের দুঃখ-কষ্টকে তারা গ্রাহ্যও করে না।

'মানুষ' কবিতায় কবি জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানুষ পরিচয়কেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি আমাদের সমাজে বিরাজমান ভেদ-বৈষম্যের স্বরূপ তুলে ধরে এর নিরর্থকতা সম্পর্কে প্রমাণ করেছেন। কবি মনে করেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের একই পরিচয়। আর তা হলো আমরা মানুষ। আর তাই মানব মর্যাদাকেই আমাদের সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে বিভেদমুক্ত ও কল্যাণকামী এক সমাজের প্রত্যাশা করা হয়েছে। উদ্দীপক (ii)-এর কবিতাংশে এসকল বিষয়ের উল্লেখ নেই। সেখানে কেবল এ কবিতার একটি দিক তথা স্বার্থপর ব্যক্তিদের মনোভাবই ফুটে উঠেছে, কবিতাটির অন্যান্য দিক নয়। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii) যেন 'মানুষ' কবিতার কবির মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **স্তবক–১ :**

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।

স্তবক–২ :

হিন্দু মুসলিম দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখি তারা,
এক বাগানের দুটি তরু যেন
দেবদারু আর কদমচারা।

ক. 'আলপথ' শব্দটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১
খ. 'একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. স্তবক-১-এ 'আমার পরিচয়' কবিতার যে বিষয়টি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'স্তবক-২-এর চেতনাই যেন বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র' –'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'আলপথ' শব্দটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় জমির সীমানার পথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ 'একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি' বলতে কবি নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে টিকে থাকাকে বুঝিয়েছেন।

বাঙালি সংগ্রামী জাতি। বহু সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতার দেখা পেয়েছে। এই অর্জনের পেছনে ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও একাত্মতা। একতাবদ্ধ হওয়ার কারণেই শত সংগ্রাম, দুর্যোগের পরও বাঙালির অস্তিত্ব টিকে আছে। বাঙালির এই অটুট বন্ধনের কথা বলতে গিয়েই কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : 'একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি।' বলতে কবি নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে টিকে থাকাকে বুঝিয়েছেন।

গ উদ্দীপকের স্তবক-১ 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা মুক্তির জন্য বাঙালিদের আত্মত্যাগের বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

'আমার পরিচয়' কবিতায় আত্মপরিচয়ের সূত্র ধরে কবি বাঙালি জাতির হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এরই অংশ হিসেবে কবিতাটিতে তিনি স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য এ জাতির অনাদি অতীতের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। ধারাবাহিক এসকল সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকের স্তবক-১ অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত। এখানে একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবেগময় বয়ান ফুটে উঠেছে। যেখানে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে গিয়ে তাকে ফাঁসির সাজা পেতে হয়। তাই সমগ্র ভারতবাসীকে সাক্ষ রেখে মায়ের কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় প্রার্থনা করছেন তিনি। একইভাবে, 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও কবি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিসত্তা হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশের পেছনে উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অতীতের সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহ ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করেছেন। মুক্তিকামী এসকল মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। উদ্দীপকের স্তবক-১ আলোচ্য কবিতার এ বিষয়টিকেই নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের স্তবক-১ 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা মুক্তির জন্য বাঙালিদের আত্মত্যাগের বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের স্তবক-২ এ বাঙালির ঐক্যচেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে, যাকে 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির বীজমন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি হিসেবে নিজের পরিচয়কে সমুজ্জ্বল করতে গিয়ে কবি এদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে উত্থাপন করেছেন। হাজার বছর ধরে বিকশিত হওয়া এ জাতির পথচলা মোটেও সহজ ছিল না। যুগে যুগে নানা আন্দোলন ও মতাদর্শের বিকাশ হতে হতে বাঙালি জাতি আজকের অবস্থানে এসেছে। এক্ষেত্রে স্বাজাত্যবোধ ও ঐক্যচেতনাই ছিল জাতির মূল প্রেরণা।

উদ্দীপকের স্তবক-২ ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা। এই স্তবকটিতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর ভ্রাতৃত্ববোধের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে কবি এ অঞ্চলের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলিমকে ভারত মায়ের দুটি চোখের তারার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে একই বাগানের দুটি তরুর মতো তারাও যেন হাতে হাত ধরে সমগ্র ভারতবর্ষকে আগলে রেখেছে। আলোচ্য কবিতাংশে ফুটে উঠা এই ঐক্যচেতনার দিকটি 'আমার পরিচয়' কবিতাতেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বাঙালি হিসেবে নিজের আত্মপরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি বাঙালির হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গসমূহকে উত্থাপন করেছেন। কবিতাটিতে তিনি দেখিয়েছেন বাঙালি জাতির এই পথ-পরিক্রমা মোটেও সহজ ছিল না। নানা আন্দোলন-বিদ্রোহ ও মতাদর্শের বিকাশের মধ্য দিয়ে এ জাতি আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। আর হাজার বছরের দীর্ঘ এই পথচলায় পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতিই ছিল তাদের মূল প্রেরণা, যাকে কবি বাঙালির বীজমন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। একইভাবে, উদ্দীপকের স্তবক-২ এও ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐক্যের কথাই প্রকাশিত হয়েছে। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের স্তবক-২ এ বাঙালির ঐক্যচেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে, যাকে 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির বীজমন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **স্তবক-১ :**

হঠাৎ শুনি গর্জে ওঠে/বন্দুক এবং বোমা
মা'কে ডেকে বলল ছেলে/কাঁপছে আকাশ ও মা।
দেখলেন মা জানালা দিয়ে/সারা শহর ঢাকা
জ্বলছে এবং পুড়ছে শুধু/রাস্তাগুলো ফাঁকা।

স্তবক-২ :

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি,
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।

ক. বুধা কীভাবে গান শেখে? ১
খ. বুধার বিদেশি মানুষ এবং নিজেদের মানুষ সবার ওপর ঘৃণা বাড়তে থাকে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. স্তবক-১-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা যেন স্তবক-২-এর চেতনাকে ধারণ করেছে'—মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক বুধা আখড়ায় গান শুনে গান শিখে।

খ মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশের কিছু লোক স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অত্যাচারি বিদেশি মিলিটারিদের সাথে হাত মেলায় বলে বিদেশি এসকল মানুষের সাথে দেশি মানুষদের প্রতিও বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারিরা এদেশের মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এদশের বহু লোক মারা যায়। সেসময় এদেশের কিছু লোক দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অত্যাচারী মিলিটারিদের সাথে আঁতাত করে। এ কারণে বিদেশি এসকল সেনার পাশাপাশি বিশ্বাসঘাতক দেশীয় লোকদের প্রতিও বুধার মনে ঘৃণা তৈরি হয়।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশের কিছু লোক বিদেশি মিলিটারিদের সাথে হাত মেলায় বলে বিদেশি এসকল মানুষের সাথে দেশি মানুষদের প্রতিও বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে ।

গ স্তবক-১ এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ পটভূমিতে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসটিতে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের অন্যায়-আগ্রাসন ও সাধারণ জনজীবনের ওপর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সেসময় তাদের অত্যাচারে সমগ্র দেশবাসীর জীবনে যেন বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

উদ্দীপকের স্তবক-১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। কবিতাংশটিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলাকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, গোলার শব্দে ভীত সন্তান মাকে ডেকে আনে। আর মা জানালা খুলে বাইরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখতে পান। আলোচ্য কবিতাংশটিতে ফুটে ওঠা এই ধ্বংসযজ্ঞের কথা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানেও তাদের হত্যা-নির্যাতন ও বাজার পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আগুনে বুধাদের গ্রামের অনেকে পুড়ে মারা যায়। সে বিবেচনায় স্তবক-১ এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : স্তবক-১ এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের দিক থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা স্তবক-২ এর চেতনাকে ধারণ করেছে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশবাসীর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন, সাধারণ জনজীবনের ওপর এর অভিঘাত এবং এরই অংশ হিসেবে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার কথা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা এমনই একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা।

উদ্দীপকের স্তবক-২ এ যা কিছু মহৎ ও সুন্দর তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আলোচ্য অংশটির কবি মনে করেন একটি ফুল, একটি মহৎ কবিতা, একটি গান বা একটি কালজয়ী চিত্রের জন্য অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর মধ্য দিয়ে স্তবকটিতে বিশ্বব্যাপী অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির জন্য এবং শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধের অবতীর্ণ হওয়ার প্রাসঙ্গিকতাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। এ উপন্যাসে বুধা একজন সাহসী কিশোর ও খুদে মুক্তিযোদ্ধা। পরিবারের সকলের মৃত্যুর পর গ্রামবাসীকেই আপন করে নিয়েছিল সে। কিন্তু চোখের সামনে সেই গ্রামবাসীর ওপর পাকিস্তানি সেনাদের হত্যা-নির্যাতন দেখে সে ফুঁসে ওঠে এবং নিজ গ্রাম থেকে বিদেশি শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে যুদ্ধে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর হাত থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভই ছিল তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য। একইভাবে, উদ্দীপকের স্তবক-২ এও কবি প্রতীকাশ্রয়ে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন, যা আলোচ্য উপন্যাসের বুধার ভাবনারই সমান্তরাল। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের দিক থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা স্তবক-২ এর চেতনাকে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সাভারের রানা প্লাজার ভবন ধসে পড়ে কর্মরত দম্পতি সেলিনা ও রিপন নিহত হয়। কিন্তু বেঁচে যায় বাসায় থাকা সাত বছরের ছেলে রামীম। পিতা-মাতা হারা ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয় বাড়ির মালিক কাদের খানের স্ত্রী মর্জিনা। নিজের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাদের খান রাজি না হলেও মর্জিনা রামীমকে নিজের সন্তানের মতো স্কুলে দিয়ে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. হরিকাকুর সাথে বুধার কোথায় দেখা হয়? ১
খ. 'কিন্তু আমরা তিনজন নই, একজন।'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি—মূল্যায়ন করো। ৪

<u>৯নং প্রশ্নের সমাধান</u>

ক হরিকাকুর সাথে বুধার জামগাছতলায় দেখা হয়।

খ পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের একতাবদ্ধ অবস্থার দিকটি বোঝানোর জন্য বুধাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারি বুধার গ্রামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর যারা এলাকায় থেকে যায়, তারা দিনে দিনে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে সবাই একই ধারণা পোষণ করতে থাকে। ফলে উপন্যাসের বুধা যখন দোকানে আলি ও মিঠুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের চিন্তাচেতনায় একই ভাবধারা প্রকাশ পায়। আর এই চেতনাগত ঐক্যবন্ধের দিকটি বোঝানোর জন্যই বুধাকে বলা হয়েছে, 'আমরা তিন জন নই, একজন।'

উত্তরের মূলকথা : চেতনাগত ঐক্যবন্ধতায় উক্তিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং দায়িত্বশীলতার দিক থেকে উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে তার ঠাঁই হয় চাচির সংসারে। কিন্তু অভাবের সংসারে চাচি তাকে বেশিদিন রাখতে পারেননি। নিজ সন্তানদের ভরণপোষণে সমস্যা হবে ভেবে তিনি কিশোর বুধাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে বলেন।

উদ্দীপকের রামীম একজন এতিম কিশোর। সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়লে সেখানে কর্মরত অবস্থায় তার বাবা-মা দুজনেই মারা যায়। এমতাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন রামীমকে কাছে টেনে নেন বাড়ি-মালিকের স্ত্রী মর্জিনা। নিজেদের অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি রামীমের থাকা খাওয়াসহ স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। পক্ষান্তরে, আলোচ্য উপন্যাসের বুধার চাচি নিজেদের কথা ভেবে এতিম কিশোর বুধাকে নিজের দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। অর্থাৎ বুধার চাচি উদ্দীপকের মর্জিনার মতো বুধার প্রতি সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল নয়। এদিক থেকে মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং দায়িত্বশীলতার দিক থেকে উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতি বিবেচনায় উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা এক এতিম কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে পরিবারের সকলকে হারিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কিছুদিন চাচির বাড়িতে থাকলেও অভাবের কারণে চাচি তার ভরণপোষণের বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে কিশোর বয়সেই একরকম যাযাবর জীবনে পদার্পন করতে হয় তাকে।

উদ্দীপকে সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়াকে কেন্দ্র করে রামীম নামের এক সাত বছরের কিশোরের জীবনের ট্রাজেডিকে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত দুর্ঘটনায় রামীমের বাবা-মা দুজনেই নিহত হন। এমতাবস্থায় বাড়ি-মালিকের স্ত্রী মর্জিনা তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নেন। তার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আন্তরিকতায় অবশেষে রামীম স্কুলে ভর্তি হয়। এভাবে রামীমের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে মর্জিনা তাকে আলোর পথ দেখান।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে পিতৃমাতৃহীন এক কিশোর বুধাকে কেন্দ্র করে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে চাচির সংসারে আশ্রয় পেলেও তা স্থায়ী হয়নি। ফলে কিশোর বয়সেই বুধাকে তার নিজের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়, যা উদ্দীপকের রামীমের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তাছাড়া এ উপন্যাসে বুধা অবতীর্ণ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায়। দেশবাসীকে শত্রুমুক্ত করতে তাকে অত্যন্ত সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে সে তার ছন্নছাড়া জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও খুঁজে পায়। উদ্দীপকের রামীমের মাঝে এরকম কোনো বিষয় লক্ষ করা যায় না। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতি বিবেচনায় উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ বর্ষাকাল, বাড়ির পাশের বিলে আপন মনে মাছ ধরছে জিসান। হঠাৎ সাপে কাটে জিসানকে। সঙ্গীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত বাড়িতে নিয়ে আসে, গ্রামের ওঝাকে আনতে লোক পাঠায়। ওঝা এসে ঝাড়-ফুঁক শুরু করে। কিন্তু সময় যতো গড়ায় জিসানের অবস্থা ততো খারাপ হতে থাকে। লোকমুখে খবর শুনে ছুটে আসে স্বাস্থ্যকর্মী মাহমুদা। জিসানকে দ্রুত সরকারি হাসপাতালে নিতে বলে। ক্ষেপে যায় ওঝা, মাহমুদাকে ভয় দেখায়। মাহমুদা কারও কথা না শুনে জিসানকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জীবন রক্ষা পায় জিসানের।

ক. 'বহিপীর' নাটকটি কত সালে প্রথম পুরস্কার পায়? ১
খ. 'দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র'—বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে ওঝা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মাহমুদা ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তা-চেতনা একই ধারায় উৎসারিত।" —উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'বহিপীর' নাটকটি ১৯৫৫ সালে প্রথম পুরস্কার পায়।

খ জমিদার হাতেম আলির জমিদারি হারানো ও আসর থেকে বউ পালিয়ে যাওয়ার সার্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করে বহিপীর এ উক্তিটি করেছেন।

হাতেম আলি নিশ্চিত ছিলেন তার জমিদারি হারানোর ব্যাপারে। বহিপীরের কাছে প্রথমে গোপন করলেও পরবর্তীকারে তিনিব সত্যি কথা বলেন। বহিপীরও তার দুরবস্থার কথা হাতেম আলির কাছে স্বীকার করেন। দুজনই যখন বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন তখন পির সাহেব হাতেম আলিকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, দুনিয়াটা এক মস্তবড়ো পরীক্ষার ক্ষেত্র আর আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

উত্তরের মূলকথা : জমিদার হাতেম আলির জমিদারি হারানো ও আসর থেকে ব উ পালিয়ে যাওয়ার সার্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করে বহিপীর এ উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকের ওঝা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকে মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে বহিপীরের স্বার্থসিদ্ধির দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

'বহিপীর' নাটকের পীর সাহেব অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত প্রকৃতির লোক। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি প্রভূত সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়েছেন। মুরিদেরা তাকে অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আর সেই ভক্তি-শ্রদ্ধাকে কাজে লাগিয়েই সহায়-সম্পদ ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের জিসান বাড়ির পাশের বিলে মাছ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে আহত হয়। এমতাবস্থায় সঙ্গীরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং গ্রামের ওঝাকে খবর দেয়। ওঝার ঝাঁড়ফুঁকে কোনো কাজ তো হয়ই না, বরং জিসানের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সাস্থ্যকর্মী মাহমুদা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে সে মাহমুদাকে ভয় দেখায়। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের পীর সাহেবও মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছান। অর্থাৎ মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতাই উদ্দীপকের ওঝা এবং বহিপীরের ব্যাবসায়ের মূলধন। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের ওঝা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকে মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে বহিপীরের স্বার্থসিদ্ধির দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ওঝা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকে মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে বহিপীরের স্বার্থসিদ্ধির দিকটিকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা এবং মানবিক বোধের দিক থেকে উদ্দীপকের মাহমুদা ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের চিন্তা-চেতনা একই ধারায় উৎসারিত।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাশেম আলি। নাটকটিতে নাট্যকার হাশেম আলিকে উপস্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র হিসেবে। ন্যায়বোধে সমুন্নত হাশেম আলি এ নাটকে কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সদাই সোচ্চার থেকেছে এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত ঘটনাক্রমকে বিচার করেছে।

উদ্দীপকে মাহমুদা নামের এক স্বাস্থ্যকর্মীর কথা বলা হয়েছে। সাপের কামড়ে আহত জিসানের চিকিৎসার জন্য সকলে ওঝাকে ডাকলে সে তার ঝাঁড়ফুঁকের কারসাজি দেখাতে গিয়ে সময় নষ্ট করে। ফলে জিসানের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। এমতাবস্থায় ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পেরে মাহমুদা এগিয়ে আসে এবং জিসানকে সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে ওঝার হুমকিকেও সে আমলে নেয়নি। অবশেষে তার ঐকান্তিক চেষ্টায় চিকিৎসা পেয়ে জিসান সুস্থ হয়ে ওঠে।

'বহিপীর' নাটকের পুরোভাগ জুড়ে আমরা হাশেম আলিকে দেখতে পাই সামাজিক কুসংস্কার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে। সংগত কারণেই বিপদগ্রস্থ তাহেরাকে সে যে-কোনো মূল্যে বাঁচাতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, বহিপীরের সঙ্গে অসম বিয়ের হাত থেকে তাহেরাকে

রক্ষা করতে সে তার হাত ধরে নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে। একইভাবে, উদ্দীপকের মাহমুদাও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। এ কারণেই ওঝার হুমকিকে উপেক্ষা করে সাপের কামড়ে আহত জিসানকে সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলে। অর্থাৎ আলোচ্য নাটকের হাশেম আলি এবং উদ্দীপকের মাহমুদা উভয়ই মানবিক এবং কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা এবং মানবিক বোধের দিক থেকে উদ্দীপকের মাহমুদা ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের চিন্তা-চেতনা একই ধারায় উৎসারিত।

প্রশ্ন ▸ ১১ নবম শ্রেণিতে পড়ে গরিব ও মেধাবী ছাত্রী রিমা। হঠাৎ তার বাবা পাশের গ্রামে এক প্রভাবশালীর ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু রিমার স্বপ্ন লেখাপড়া করে অনেক বড়ো হবে। চাচাতো ভাই সৎ-সাহসী রনি বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করে এবং তাকে পলিয়ে যেতে বলে। কিন্তু রিমা বাবার অপমানের কথা চিন্তা করে না পালিয়ে রনিকে নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট যায় এবং ব্যাপারটি খুলে বলে। শিক্ষক তার বাবাকে বুঝিয়ে বললে বাবা ভুল বুঝতে পারেন। এখন রিমা তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. বহিপীরের মতে, পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার কার ওপর? ১

খ. 'আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে'—বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের রনি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ''উদ্দীপকের রিমা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি''। – উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, পুত্রকন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার ওপর।

খ হাশেম আলির বিয়ে করার প্রস্তাবে তাহেরা অসম্মতি জানালে বিস্মিত হয়ে খোদেজা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

বৃদ্ধ পীরের সাথে অসম বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে তাহেরা পালিয়ে এসে জমিদারের বজরায় আশ্রয় পায়। কাকতালীয়ভাবে পীর সাহেবও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সে বজরাতেই আশ্রয় নেন। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে থাকেন। এমতাবস্থায়, জমিদার পুত্র হাশেম আলি সর্বতোভাবে তাহেরার পাশে দাঁড়ায় এবং তাহেরাকে বাঁচাতে প্রয়োজনে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তার এমন প্রস্তাবে তাহেরা রাজি হয় না। তাহেরার জন্য হাশেম এতকিছু করার পরও সে রাজি না হওয়ায় ঘটনাটি খোদেজাকে বিস্মিত করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির অবতারণা করেন।

উত্তরের মূলকথা : হাশেম আলির বিয়ে করার প্রস্তাবে তাহেরা অসম্মতি জানালে বিস্মিত হয়ে খোদেজা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকার দিক থেকে উদ্দীপকের রনি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধিত্ব করে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হাশেম আলি। নাটকটিতে নাট্যকার হাশেম আলিকে উপস্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র হিসেবে। ন্যায়বোধে সমুন্নত হাশেম আলি এ নাটকে কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সদাই সোচ্চার থেকেছে এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত ঘটনাক্রমকে বিচার করেছে।

উদ্দীপকের রনি তার চাচাতো বোন রিমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী। এ কারণেই পাশের গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলের সাথে রিমার বিয়ে দিতে চাইলে সে এর প্রতিবাদ করে। শুধু তাই নয়, অযাচিত এই বিয়ের হাত থেকে রিমাকে বাঁচাতে সে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। একইভাবে, বৃদ্ধ পীরের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা পালিয়ে এসে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নিলে হাশেম তার পাশে দাঁড়ায়। বহিপীরের কূটকৌশলকে নস্যাৎ করতে সে সবরকম চেষ্টা করে, যেমনটি উদ্দীপকের রনির ক্ষেত্রেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে উদ্দীপকের রনি আলোচ্য নাটকের হাশেম আলিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকার দিক থেকে উদ্দীপকের রনি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপকের রীমা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনি অগ্রসর হয়েছে তাহেরা ও বহিপীরকে কেন্দ্র করে। এ নাটকে তাহেরাকে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রথাবিরুদ্ধ ভূমিকায়। যেখানে বৃদ্ধ বহিপীরের সাথে অসম বিয়েকে মেনে নিতে না পেরে বিয়ের রাতেই সে পালিয়ে যায়। এমন কর্মকাণ্ড তার প্রথাবিরুদ্ধ ও প্রতিবাদী ভাবমূর্তিকেই তুলে ধরে।

উদ্দীপকের রিমা সবে নবম শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু এ বয়সেই তার বাবা পাশের গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। এতে তার পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় তার চাচাতো ভাই রনি এ বিষয়ে তার পাশে দাঁড়ায়। অবশেষে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে তারা বিষয়টি রিমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে জানায়। পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রধান শিক্ষক মহোদয় রিমার বাবাকে বুঝিয়ে রিমার বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন।

'বহিপীর' নাটকটি মূলত তাহেরারই জীবনালেখ্য। যেখানে বহিপীরের প্রতি ভক্তির কারণে তাহেরার বাবা ও সৎ মা সেই পীরের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। এক্ষেত্রে তারা তাহেরার ভবিষ্যতের কথা পর্যন্ত চিন্তা করেনি। তবে তাহেরা তাদের এমন সিদ্ধান্ত মুখ বুজে মেনে নেয়নি। অসম এই বিয়ে থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বিয়ের রাতেই সে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের রিমাও তার বিয়ে সম্পর্কিত অযাচিত সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি। তাই চাচাতো ভাই রনির সহায়তায় এ বিষয়ে সে তার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাবাকে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করে। তাহেরা এবং রিমার এমন কর্মকাণ্ডে তাদের দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং প্রতিবাদী চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে, যা চরিত্রদুটিকে তুলনীয় করে তোলে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রীমা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

সেট : গ

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।] **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **মতিউর মনে মনে বুধার প্রশংসা না করে পারে না কেন?**
ক) সৈন্যদের পেয়ারা খাইয়েছে বলে
খ) মাটি কাটার কাজে চটপটে ভঙ্গি দেখে
গ) গ্রামের সকলের স্নেহভাজন হওয়ায়
ঘ) দৃঢ়চেতা স্বভাবের পরিচয় পেয়ে

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি পড়ে রবে
সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে।

২. **উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন চরণের মিল রয়েছে?**
ক) রাত থমথম স্তব্ধ নিঝুম ঘোর-ঘোর আন্ধার
খ) বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থমথম কালো রাত
গ) সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে?
ঘ) এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে গেছে

৩. **উদ্দীপক ও 'সেই-দিন এই মাঠ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–**
i. ধরণির অবিনশ্বর সৌন্দর্য ii. মানবজীবনের দুঃখবোধ
iii. প্রকৃতির অন্তঃসার শূন্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. **'বহিপীর' নাটক কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?**
ক) ১৯৫৮ খ) ১৯৫৯ গ) ১৯৬০ ঘ) ১৯৬১

৫. **'আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে'।– এখানে 'জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ' বলতে বাঙালির কোন বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে?**
ক) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি খ) অদম্য রাজনৈতিক প্রতিভা
গ) আবহমান সংগ্রামী চেতনা ঘ) ঐক্য ও সংহতির শক্তি

৬. **সুভা আপনাকে আপনি দেখিতেছে–কেন?**
ক) বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত বলে খ) অবাঞ্ছিত কৌতূহলের জন্য
গ) সঙ্গীহীন থাকায় ঘ) জ্যোৎস্না রাতে নিজেকে দেখতে

৭. **মধ্যযুগের কবি কে?**
ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ) আহসান হাবীব
গ) হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ঘ) আব্দুল হাকিম

৮. **'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখক লাইব্রেরিকে কীসের ওপর স্থান দিয়েছেন?**
ক) হাসপাতালের খ) মন্দিরের গ) স্কুল-কলেজের ঘ) অর্থবিত্তের

৯. **'আমারো ছিলো মনে, কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে'–এ কথার মধ্য দিয়ে মন্ত্রীর কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক) উদাসীনতা খ) চতুরতা
গ) কার্যনির্বাহের নিপুণতা ঘ) মেধাস্বত্বের চৌর্যবৃত্তি

১০. **'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের গতিশীল চরিত্র কোনটি?**
ক) অভাগী খ) কাঙ্গালী গ) রসিক দুলে ঘ) ঠাকুর দাস

১১. **'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় ষটক–এর মেলবন্ধন কোনটি?**
ক) ঘঙচ-ঘঙচ খ) কখখ-ককখ গ) ঘঙ ঘঙ-চচ ঘ) কখ-কখ-কখ
Note : সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তরটি হবে : গঘগ-ঘগঘ

১২. **সর্বজয়া কোন মাসের রোদে জ্বর আসার কথা বলেছে?**
ক) আশ্বিন খ) কার্তিক গ) পৌষ ঘ) চৈত্র

১৩. **'ওদের বাড়ির গৃহকর্মে নিপুণা লক্ষ্মী বউটির ঠিক এক দশা'–এখানে যে দশার কথা বোঝানো হয়েছে–**
i. অবহেলিত ii. যত্নাকাঙ্ক্ষী iii. উচ্চাকাঙ্ক্ষী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নিম্নবর্ণের সুদাংশু বারো বছরের মেয়ে শশীর চল্লিশ বছর বয়সি কুলীন পঞ্চাননের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। এতে শশী বিরোধিতা করলে সুদাংশু বলে, –'সমাজে তো উঠতে হবে'।

১৪. **উদ্দীপকের শশীর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি?**
ক) খোদেজা খ) বহিপীর গ) হাতেম আলী ঘ) তাহেরা

১৫. **উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে–**
i. নারীর অবমূল্যায়ন ii. প্রতিবাদী চেতনা iii. সামাজিক কুসংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. **'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কুটির প্রাঙ্গণে কী গাছ আছে?**
ক) তাল খ) বরই গ) বেল ঘ) জলপাই

১৭. **'সিন্ধু হিন্দোল' কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের রচনা?**
ক) উপন্যাস খ) কাব্যগ্রন্থ গ) প্রবন্ধ গ্রন্থ ঘ) নাটক

১৮. **'আমি শোধ নিতে জানি'– এ বাক্যে বুধার কোন ভাবটি ফুটে উঠেছে?**
ক) দক্ষতা খ) নিপুণতা গ) প্রতিবাদ ঘ) ক্ষমতা

১৯. **'মহিমা' শব্দের অর্থ কোনটি?**
ক) মহৎ খ) গুরুত্বপূর্ণ গ) অহংকারী ঘ) গৌরব

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মাধবকুণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের ওপর থেকে অবিরাম পড়া জলরাশি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

২০. **উদ্দীপকের সাথে নিচের কোন চরণটির মিল রয়েছে?**
ক) উপল ঘায় দিই ঝিলিক/দুল দোলায় মন ভোলাই/ ঝিলমিলাই দিগ্‌বিদিক
খ) সুন্দরের তৃষ্ণা যার/আমরা ধাই তার আশেই
গ) নিজের পায় বাজাই তাল/একলা গাই, একলা ধাই/দিবস রাত, সাঁঝ-সকাল
ঘ) ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়/ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়

২১. **উদ্দীপক ও 'ঝরনার গান' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–**
i. পাহাড়ের সৌন্দর্য ii. জলরাশির প্রবহমানতা iii. নিস্তব্ধ প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. **'তিমির' শব্দের অর্থ কোনটি?**
ক) নিঃস্ব খ) সর্বক্ষণ গ) নিগড় ঘ) অন্ধকার

২৩. **'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কোনটি জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা?**
ক) সরুপথ খ) নিশিন্দার ছায়া
গ) ডুমুরের ডাল ঘ) ধানের মঞ্জরী

২৪. **'মেদিনী বিদার দেউ পসিয়া লুকাই'। –এর বক্তেব্যের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন রচনার মিল রয়েছে?**
ক) একাত্তরের দিনগুলি খ) সাহিত্যের রূপ ও রীতি
গ) সাহসী জননী বাংলা ঘ) আমার পরিচয়

২৫. **'কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না' কারণ–**
i. মনোভাব মুখাবয়বে প্রতিফলিত হয় ii. চোখে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়
iii. অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিব্যক্তির প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. **'বিরান' শব্দের অর্থ কী?**
ক) শূন্য খ) জনমানবহীন গ) উত্তপ্ত ঘ) ভীষণ

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
চাকরি জীবনের দেড়যুগ পার করলেও সবুর কোনোদিন ছুটি কাটাননি। অফিসের সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন কয়েকটি সম্মাননা পুরস্কার।

২৭. **উদ্দীপকের সবুরের মানসিকতায় 'রানার' কবিতার কোন চরণের মিল রয়েছে?**
ক) রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে
খ) ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া
গ) হাতে লন্ঠন করে ঠনঠন, জোনাকিরা দেয় আলো
ঘ) অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিটমিট করে চায়

২৮. **উদ্দীপক ও 'রানার' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–**
i. কর্মমুখিতা ii. দায়িত্বশীলতা iii. প্রগতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. **'রানার' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে?**
ক) হরতাল খ) ছাড়পত্র গ) অগ্নিবীণা ঘ) সাম্যবাদী

৩০. **আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারা কার?**
ক) অধ্যক্ষ জিরার খ) আমির রহমানের
গ) মুজতবা আলীর ঘ) আবদুর রহমানের

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সেট : ০১

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** এবং ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি** করে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। বিধবা আম্বিয়া বেগম অবসরের সমস্ত টাকা ব্যয় করে দুই পুত্র ও এক কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকে। তাদের সুখের কথা চিন্তা করে তিনি খুব আনন্দ পান, যদিও তাঁর দেখাশোনার মতো কেউ নেই। পুত্রদের সংবাদ দিলেও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারে না। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন আম্বিয়া বেগম। অবস্থা খারাপ হলে প্রতিবেশী দিনমুজুর জবেদ আলির ছেলে আশিক তাকে দেখতে আসে। সব কথা শুনে আশিক তাঁর অনেক প্রশংসা করে। সে বলে 'আপনার মতো মা ঘরে ঘরে দরকার।'

ক. 'শিলেপেষা' অর্থ কী? ১
খ. "সে আর-এক আবর্জনা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের আশিকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের যে চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগম ও 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউ যেন একই সূত্রে গাঁথা"–মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২। পেশা তার দর্জিগিরি কিন্তু নেশা তার বইপড়া। বাল্যকালে পিতা মারা যাওয়ায় পঞ্চম শ্রেণির পর আর পড়তে পারেনি কাশেম মিয়া। তবে বইপড়ার নেশা থেকেই বাড়ির পাশে প্রায় দুই হাজার বই নিয়ে গড়ে তুলেছে 'স্বপ্ন গড়ি লাইব্রেরি'। গ্রামের ছোটো-বড়ো সবাই সেখানে জ্ঞানচর্চা করে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইও পড়ে। কিন্তু ব্যবসায়ী মামুন মোল্যা তার সন্তানকে ঐ লাইব্রেরিতে যেতে নিষেধ করে বলেন, 'তোমার এতো জ্ঞান অর্জনের দরকার নেই, বাসায় প্রাইভেট শিক্ষক রেখেছি। তার কাছে পড়ে (এ+) অর্জন করো।'

ক. পেশাদারদের মহাভ্রান্তি কী? ১
খ. সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মামুন মোল্যার মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা ব্যাখা করো। ৩
ঘ. "কাশেম মিয়ার উদ্যোগের মধ্যেই প্রথম চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে"–মন্তব্যটির যৌক্তিকতা যাচাই করো। ৪

৩। লিজা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাদের বাড়িতে তার সমবয়সি লতিফা নামে একটি কাজের মেয়ে থাকে। অভাবের তাড়নায় সে এ বাড়িতে কাজে এসেছে। লিজা তার সাথে খেলাধুলা ও গল্প করতে চায়। কিন্তু লিজার মা ওদের দুজনের একসাথে দেখলেই বকা দেয়। লিজা ওর মায়ের অনুপস্থিতিতে লতিফার সাথে কখনো কখনো পুতুল খেলে, টিভি দেখে। কিন্তু লতিফা লিজার সাথে মিশতে ভয় পায় কারণ নিজার মা যদি দেখে ফেলে।

ক. মমতাদির মাইনে কত টাকা ঠিক করা হলো? ১
খ. 'কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন' কথাটি বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. লতিফার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের লিজার মা যেন, 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর বিপরীত মানসিকতা ধারণ করেছে"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। তপুর বয়স ছয় বছর। সে রাত হলেও ঘুমাতে চায় না। তপুর মা সুরাইয়া বেগম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শাশুড়িকে বলেন, 'মা আপনি তপুকে একটু ঘুম পাড়ান, আমি জি-বাংলার সিরিয়ালটা দেখে আসি।' তপুর দাদি বলেন, 'আসো দাদুভাই, তোমাকে ডালিম কুমারের গল্প বলি।' কিন্তু তপু বলে, 'না, আমি ডরিমন কার্টুন দেখবো।' দাদি ভাবেন– আমাদের অতীত জীবনের গল্পগুলো যদি বাঁচিয়ে রাখা যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। তিনি আফসোস করে বলেন, 'কী যুগ আইলোরে, জি-বাংলা আর ডরিমন সব খাইলো রে!'

ক. ভূয়োদর্শন কী? ১
খ. পল্লিগানগুলোকে অমূল্য রত্নবিশেষ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের তপু ও তার মায়ের মানসিকতায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দাদির চিন্তা-চেতনাই পারে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। লুনা লেখাপড়া করার জন্য আমেরিকায় যায়। সাত বছর পর দেশে ফিরে তার দেশের মানুষ আর মানুষের ভাষা তেমন একটা ভালো লাগে না। লুনা বলে বাংলা দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কিছু করা যায় না। কথায় কথায় ইংরেজি বলে আর বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে। তার আচরণে স্কুলশিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, 'এ ভাষার জন্যই মানুষ জীবন দিয়েছেন।' এ ভাষায় কবি গেয়ে উঠেন 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।'

ক. 'বঙ্গাবাণী' কবিতাটি কোন সময়ে রচিত? ১
খ. 'বঙ্গাবাণী' কবিতায় 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. লুনার আচরণে 'বঙ্গাবাণী' কবিতায় যাদের মানসিকতাকে নির্দেশ করে তাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'স্কুল শিক্ষকের মনোভাব যেন কবি আবদুল হাকিমের মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি।'–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। জমিলা বেগম মুক্তিযুদ্ধে স্বামী, সন্তান হারিয়ে দুঃখের সাগরে আজ ভাসছে। তিনি দেখেছেন, নদীতে, রাস্তা-ঘাটে, বন-জঙ্গালে অসংখ্য লাশ। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিয়েছে দূর-দূরান্তের পথ। অথচ একমাত্র সন্তান জীবন দিয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন স্বাধীন মানচিত্র। তাই তো জামিলার চোখে আটকে থাকে লাল-সবুজ পতাকা।

ক. শামসুর রাহমানের কবিতায় কোন বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে? ১
খ. কবি 'খাণ্ডবদাহন' দিয়ে কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে জমিলা বেগমের ছেলের মতো অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'– 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর–
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।
রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা কী? ১
খ. মার প্রাণ আই ঢাই করে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের বাদশা বাবরের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিজননীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বাদশা বাবর ও 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমায়ের মধ্যে অবস্থানগত ভিন্নতাও স্পষ্ট।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় খালিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই ভয়ে হল ছেড়ে পালাতে শুরু করে। খালিদকে তার বন্ধুরা পালাতে বললে সে বলে, 'সবাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালালে দেশ স্বাধীন করবে কারা? আমাকে থাকতেই হবে।'

ক. হাশেম মিয়া কখন আত্মহারা হয়ে যেত? ১
খ. ভয় বুধাকে কাবু করে না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে ছাত্রদের হল ছেড়ে পালানো 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের খালিদ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯। সাভারের রানা প্লাজার ভবন ধসে পড়ে কর্মরত দম্পতি মোহনা ও লিমন নিহত হয়। কিন্তু বেঁচে যায় বাসায় থাকা সাত বছরের ছেলে মিলন। পিতা-মাতাহারা ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয় বাড়ির মালিকের স্ত্রী রাহেলা। নিজের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বামী রাজি না হলেও রাহেলা মিলনকে নিজের সন্তানের মতো স্কুলে দিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. বিনু হাসলে কী মনে হতো? ১
খ. 'মনে হয়, তুই আমার মুরব্বি।'–কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রাহেলার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মিলন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি।"–মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। ভরদুপুরে দিঘির ঘাটে জল আনতে গিয়ে মূর্ছা যায় লিলি। তার বাবা-মার বিশ্বাস, লিলির মধ্যে জিন-ভূতের আছর পড়েছে, শীঘ্রই কোনো কবিরাজের কাছে নিতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করে লিলির বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ভাই আনাফ। সে লিলিকে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ডাক্তার দেখালে সুস্থ হয়ে ওঠে। মূলত লিলির শারীরিক দুর্বলতার জন্য এমনটি হয়েছিল।

ক. বহিপীরের মতে, একাকী চুপচাপ বসে থাকলে কী হয়? ১
খ. হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে–কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে লিলির বাবা-মায়ের বিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই যেন 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য"–বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। পিতৃমাতৃহারা লিমা মামার বাড়িতে থাকে। মামি তাকে বোঝা মনে করে। তাই বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাকে সতীনের সংসারে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। লিমা এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাই পালিয়ে শহরে চলে যায় এবং একটি চাকরি নিয়ে সে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হয়ে ওঠে।

ক. বহিপীরের মতে তাহেরা পালিয়ে কীসের পরিচয় দিয়েছে? ১
খ. 'আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না'–তাহেরার এ কথার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের লিমা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একই সমাজ-বাস্তবতার শিকার হলেও পরিণতি হয়েছে ভিন্ন।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	M	৩	K	৪	M	৫	N	৬	K	৭	N	৮	M	৯	L	১০	L	১১	*	১২	N	১৩	M	১৪	N	১৫	N
	১৬	M	১৭	L	১৮	M	১৯	N	২০	K	২১	K	২২	N	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ বিধবা আম্বিয়া বেগম অবসরের সমস্ত টাকা ব্যয় করে দুই পুত্র ও এক কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকে। তাদের সুখের কথা চিন্তা করে তিনি খুব আনন্দ পান, যদিও তাঁর দেখাশোনার মতো কেউ নেই। পুত্রদের সংবাদ দিলেও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারে না। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন আম্বিয়া বেগম। অবস্থা খারাপ হলে প্রতিবেশী দিনমুজুর জবেদ আলির ছেলে আশিক তাকে দেখতে আসে। সব কথা শুনে আশিক তাঁর অনেক প্রশংসা করে। সে বলে 'আপনার মতো মা ঘরে ঘরে দরকার।'

ক. 'শিলেপেষা' অর্থ কী? ১

খ. "সে আর-এক আবর্জনা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের আশিকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের যে চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগম ও 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউ যেন একই সূত্রে গাঁথা"—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'শিলেপেষা' অর্থ শিল-পাটায় বাটা।

খ নিমগাছের গোড়ায় ইট, পাথরের শান দিয়ে চারদিক বাঁধিয়ে দেওয়াকে লেখক আবর্জনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নিমগাছের নানা ভেষজ গুণ রয়েছে। কবিরাজ তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছের পাতা, বাকল, ডালপালা ইত্যাদি সর্বদা ব্যবহার করে। নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ একে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয় এবং কেউ কেউ এর গোড়ার চারদিকে শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। অবহেলা-অযত্নে নিমগাছটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় বলে চারপাশের শান বাঁধানো অবস্থাকেই লেখক আবর্জনা বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : নিমগাছের চারদিকে শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়াকে লেখক আবর্জনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকের আশিকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের কবি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছের বিভিন্ন উপকারি দিক মানুষ ভোগ করে। কিন্তু নিমগাছের কেউ যত্ন নেয়না। এমনকি নিমগাছের কেউ প্রশংসা করেনা। হঠাৎ একদিন এক কবি নিমগাছটি দেখে খুব মুগ্ধ হন। নিমগাছটির রূপ ও গুণে অভিভূত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তিনি নিমগাছটির ভূয়সি প্রশংসা করেন। তিনি কবি হওয়ায় নিমগাছটির ছাল তুললেন না, পাতা ছিড়লেন না এমনকি ডালও ভাঙলেন না। কেবল নিমগাছটির প্রশংসা করে চলে গেলেন।

উদ্দীপকের বিধবা আম্বিয়া বেগম তার দুই পুত্র ও এক কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তার ছেলেরা এখন পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকে। তার ছেলেরা কর্মব্যস্ততার কারণে তাকে দেখতে আসে না। আম্বিয়া বেগম খুব অসুস্থ হলে প্রতিবেশী আশিক তাকে দেখতে আসে। আশিক আম্বিয়া বেগমের খুব প্রশংসা করে। আশিকের এ প্রশংসার দিকটি 'নিমগাছ' গল্পের কবির প্রশংসার সাথেই মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের আশিকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের কবি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আশিকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের কবি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগম ও 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মীবউ যেন একই সূত্রে গাঁথা।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিমগাছের অন্তরালে মূলত গৃহবধূকে বোঝানো হয়েছে। গৃহবধূ সংসারকে আগলে রাখে। সংসারের যাবতীয় কাজ সে সম্পাদন করে। কিন্তু তার কাজের প্রশংসা কেউ করে না। তার কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। অনাদর ও অবহেলাতেই গৃহবধূর দিন কেটে যায়।

উদ্দীপকের বিধবা আম্বিয়া বেগম তার দুই ছেলে ও এক মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আম্বিয়া বেগমের কোনো খোঁজ-খবর কেউ রাখে না। আম্বিয়া বেগম এখন বড়ো একা। তাকে দেখার মতো কেউ নেই। পুত্রদের সংবাদ দিলেও কেউ আসতে পারে না। একবার আম্বিয়া বেগম গুরুতর অসুস্থ হলেও তার সন্তানেরা তাকে দেখতে আসে না।

'নিমগাছ' গল্পের গৃহবধূটি সংসারে অবহেলার শিকার হয়েছে। গৃহবধূ হিসেবে যে অধিকার তার প্রয়োজন তা সে পায়নি। সে যা পেয়েছে তা হলো অনাদর ও অবহেলা। এমনকি তার কাজের স্বীকৃতিও নেই কারও কাছে। উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগমও গৃহবধূর মতোই অবহেলার শিকার হয়েছেন। তার ছেলেরা এখন আর খোঁজ-খবর রাখে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগম ও 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউ একই সূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের আম্বিয়া বেগম ও 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মীবউ যেন একই সূত্রে গাঁথা।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ পেশা তার দর্জিগিরি কিন্তু নেশা তার বইপড়া। বাল্যকালে পিতা মারা যাওয়ায় পঞ্চম শ্রেণির পর আর পড়তে পারেনি কাশেম মিয়া। তবে বইপড়ার নেশা থেকেই বাড়ির পাশে প্রায় দুই হাজার বই নিয়ে গড়ে তুলেছে 'স্বপ্ন গড়ি লাইব্রেরি'। গ্রামের ছোটো-বড়ো সবাই সেখানে জ্ঞানচর্চা করে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইও পড়ে। কিন্তু ব্যবসায়ী মামুন মোল্যা তার সন্তানকে ঐ লাইব্রেরিতে যেতে নিষেধ করে বলেন, 'তোমার এতো জ্ঞান অর্জনের দরকার নেই, বাসায় প্রাইভেট শিক্ষক রেখেছি। তার কাছে পড়ে (এ+) অর্জন করো।'

ক. পেশাদারদের মহাভ্রান্তি কী? ১
খ. সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মামুন মোল্যার মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "কাশেম মিয়ার উদ্যোগের মধ্যেই প্রথম চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে"—মন্তব্যটির যৌক্তিকতা যাচাই করো। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক যে কথা জজে শোনে না, তার যে-কোনো মূল্য নেই সেটিই হলো পেশাদারদের মহাভ্রান্তি।

খ সাহিত্যচর্চার কোনো নগদ বাজারদর নেই বলে এর সুফল সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান।

'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখক মনে করেন সমাজের অনেকেই সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত না থাকলেও শিক্ষার ফল লাভের জন্য উদ্‌বাহু হয়ে থাকেন। তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা তাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল উভয়ই দূর করবে। সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে লোকে যে সন্দেহ করে, তার কারণে এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজারদর নেই।

উত্তরের মূলকথা : সাহিত্যচর্চার কোনো নগদ বাজারদর নেই বলে এর সুফল সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান।

গ উদ্দীপকের মামুন মোল্যার মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লেখিত সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনীহার দিকটিকে নির্দেশ করে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনীহার দিকটিকে উন্মোচন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশে অর্থকরী নয়, এমন যে-কোনো বিষয়কেই আমরা অনর্থক মনে করি। সাহিত্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্দীপকের মামুন মোল্যা মনে করেন, পরীক্ষায় ভালো ফল লাভই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে তিনি তার সন্তানকে লাইব্রেরিতে না গিয়ে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য তাগাদা দেন। একইভাবে, 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সরাসরি কাজে আসে না এমন যে-কোনো কিছুকেই আমাদের দেশে মূল্যহীন মনে করা হয়। এ কারণেই আমাদের দেশের পেশাদাররা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বই প্রচুর কিনলেও সাহিত্যের বই কিনতে আগ্রহী নয়। উদ্দীপকের মামুন মোল্যার মানসিকতাও একই রকম। তার এই মনোভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লেখিত সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনীহার দিকটিকেই নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনীহার দিকটিকে উন্মোচন করেছেন। উদ্দীপকের মামুন মোল্যার মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের এ দিকটিকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের কাশেম মিয়ার উদ্যোগ সাহিত্যচর্চার গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় তাতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে ।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। এরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যথার্থ মানসিক বিকাশ তো হয়-ই না বরং শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষার বাইরে সামর্থ্য ও রুচিমাফিক সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে কাশেম মিয়া নামের এক আত্মসচেতন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলেও তিনি বই পড়াকে একরকম নেশায় পরিণত করেছেন। সেজন্যই নিজ উদ্যোগে তিনি দুই হাজার বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে এক বিশাল লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন, যাতে তার পাশাপাশি অন্যরাও সেখানে বই পড়ে আলোকিত হতে পারে। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে ওঠার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের মনোজাগতিক বিকাশেও সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। এর প্রধান উপায় হলো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দীপকের কাশেম মিয়া এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করেই নিজ উদ্যোগে 'স্বপ্ন গড়ি লাইব্রেরি' নামের এক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে অন্যরাও এসে রুচিমাফিক সাহিত্যচর্চা করতে পারে। তার এই উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ভাবনাকেই তুলে ধরে। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কাশেম মিয়া সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ কারণে নিজ উদ্যোগে তিনি এক বিশাল লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন। সংগত কারণেই তার এই উদ্যোগ 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ভাবনাকেই তুলে ধরে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ লিজা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাদের বাড়িতে তার সমবয়সি লতিফা নামে একটি কাজের মেয়ে থাকে। অভাবের তাড়নায় সে এ বাড়িতে কাজে এসেছে। লিজা তার সাথে খেলাধুলা ও গল্প করতে চায়। কিন্তু লিজার মা ওদের দুজনের একসাথে দেখলেই বকা দেয়। লিজা ওর মায়ের অনুপস্থিতিতে লতিফার সাথে কখনো কখনো পুতুল খেলে, টিভি দেখে। কিন্তু লতিফা লিজার সাথে মিশতে ভয় পায় কারণ নিজার মা যদি দেখে ফেলে।

ক. মমতাদির মাইনে কত টাকা ঠিক করা হলো? ১
খ. 'কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন' কথাটি বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. লতিফার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের লিজার মা যেন, 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর বিপরীত মানসিকতা ধারণ করেছে"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক মমতাদির মাইনে ১৫ টাকা ঠিক করা হলো।

খ গৃহকর্ত্রীর ছোটো ছেলেটির ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে মমতাদি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

মমতাদি স্বামীর চাকরি যাওয়ায় সংসারের অভাব-অনটন দূর করার জন্য গৃহকর্মীর কাজ নেয়। বাড়ির ছোটো খোকার সাথে মমতার সখ্য গড়ে ওঠে। একদিন মমতার গালে চড়ের দাগ দেখে খোকা তার গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতে চায়। তখন মমতা তাকে বুকে চেপে ধরে বলে, কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন?

উত্তরের মূলকথা : বাড়ির ছোটো ছেলেটির ভালোবাসায় মমতাদি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

গ অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের লতিফার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি একজন দায়িত্বশীল গৃহকর্মী। স্বামীর চাকরি চলে যাওয়ায় মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের বউ হয়েও একরকম বাধ্য হয়েই তাকে গৃহকর্মীর কাজ নিতে হয়। তবে অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে কাজ করলেও আত্মসম্মানবোধ তার অটুট ছিল। নিজের কর্মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সে লেখকদের বাড়ির সকলের মন জয় করে নেয়।

উদ্দীপকে লতিফা নামের এক গৃহকর্মীর কথা বলা হয়েছে। অভাবের কারণে শিশু বয়সেই তাকে লিজাদের বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নামতে হয়। ফলে শৈশবের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের গৃহবধূ। তার একটি ছেলেও রয়েছে। এমতাবস্থায়, হঠাৎ তার স্বামী চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। ফলে সংসারের খরচ চালাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই একরকম বাধ্য হয়েই তাকে লেখকদের বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নামতে হয়, যেমনটি উদ্দীপকের লতিফার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এ দিক থেকে উদ্দীপকের লতিফার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : স্বামীর চাকরি চলে যাওয়ায় একরকম বাধ্য হয়েই মমতাদিকে গৃহকর্মীর কাজ নিতে হয়। একইভাবে, শিশু হওয়া সত্ত্বেও অভাবের কারণে লতিফাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়। এদিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

ঘ "উদ্দীপকের লিজার মা যেন 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর বিপরীত মানসিকতা ধারণ করছে" – 'মমতাদি' গল্প এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'মমতাদি' গল্পের অন্যতম চরিত্র গল্পকথকের মা। অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে মমতাদি গল্পকথকদের বাড়িতে কাজ নিলে গল্পকথকের মা তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি মমতাদির দায়িত্বশীল আচরণ এবং কর্মনিষ্ঠাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন এবং তার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

উদ্দীপকের লতিফা একজন শিশু। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে বাধ্য হয়ে তাকে লিজাদের বাড়িতে কাজ নিতে হয়। এমতাবস্থায় সমবয়সি লিজার সঙ্গে তার খেলতে ইচ্ছে হয়। তার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। কিন্তু লিজার মা বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেন না। তাই ওদের একসাথে দেখলেই তিনি বকাঝকা শুরু করেন। বস্তুত, গৃহকর্মী লতিফার সঙ্গে মেয়ের কোনো সংস্রব থাকুক তিনি তা মানতে পারেন না বলেই তাদের একসাথে দেখলে বকুনি দেন।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি সাংসারিক অভাবের কারণে গল্পকথকদের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নিতে বাধ্য হন। তবে গল্পকথকের মাসহ বাড়ির লোকেদের আন্তরিকতার কারণেই স্বামীর রোজগারের ব্যবস্থা হলেও মমতাদি সেখান থেকে চাকরি ছাড়তে চাননি। বলতে গেলে গল্পকথকের মায়ের সাথে মমতাদির এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের লিজার মা কাজের মেয়ে বলে লতিফার সাথে নিজের মেয়ের মেলামেশাকে ভালোভাবে দেখেননি। এভাবে একটি শিশুর সাথে তিনি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। সংগত কারণেই তার এই আচরণ আলোচ্য গল্পের গল্পকথকের আচরণের বিপরীত। এদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : মমতাদি গল্পকথকদের বাড়িতে কাজ নিলে গল্পকথকের মা তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং তার প্রতি স্নেহশীল থাকেন। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের লিজার মা কাজের মেয়ে বলে লতিফার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। তার এই আচরণ আলোচ্য গল্পের গল্পকথকের আচরণের বিপরীত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ তপুর বয়স ছয় বছর। সে রাত হলেও ঘুমাতে চায় না। তপুর মা সুরাইয়া বেগম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শাশুড়িকে বলেন, 'মা আপনি তপুকে একটু ঘুম পাড়ান, আমি জি-বাংলার সিরিয়ালটা দেখে আসি।' তপুর দাদি বলেন, 'আসো দাদুভাই, তোমাকে ডালিম কুমারের গল্প বলি।' কিন্তু তপু বলে, 'না, আমি ডরিমন কার্টুন দেখবো।' দাদি ভাবেন— আমাদের অতীত জীবনের গল্পগুলো যদি বাঁচিয়ে রাখা যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। তিনি আফসোস করে বলেন, 'কী যুগ আইলোরে, জি-বাংলা আর ডরিমন সব খাইলো রে!'

ক. ভূয়োদর্শন কী? ১
খ. পল্লিগানগুলোকে অমূল্য রত্নবিশেষ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের তপু ও তার মায়ের মানসিকতায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দাদির চিন্তা-চেতনাই পারে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'ভূয়োদর্শন' অর্থ প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

খ পল্লির গানগুলো যুগ যুগ ধরে লালিত পল্লিমানুষের মূল্যবান জীবনালেখ্য বলে এগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ।

পল্লিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পল্লিগানগুলো বহু যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। এ গানগুলোর কথায়, সুরে এবং গায়কিতে কত প্রেম আছে তার তুলনা নেই। পল্লির প্রকৃতি, জীবন এবং মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও দর্শনের প্রকাশ ঘটে এসব গানে। বিচিত্র এসব গানের মধ্যে রয়েছে জারি, সারি, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, রাখালি, মারফতি, মুর্শিদি, কবিগান, পালাগান ইত্যাদি। বৈচিত্র্যপূর্ণ এ বিপুল সংগীত ভান্ডারের তুলনা সারা পৃথিবীতে নেই। এগুলো অমূল্য রত্নের মতোই আমাদের নিজস্ব সম্পদ।

উত্তরের মূলকথা : পল্লির গানগুলো যুগ যুগ ধরে লালিত পল্লিমানুষের মূল্যবান জীবনালেখ্য বলে এগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ।

গ উদ্দীপকের তপু ও তার মায়ের মানসিকতায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লিখিত আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে গা ভাসানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

পল্লিসাহিত্যের নানা উপকরণ পল্লির মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ পল্লির সংস্পর্শ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে শহরের মানুষের কাছে পল্লির জীবনাচরণ আরও বেশি অজানা থেকে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের তপুর মা দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তিনি নিজে যেমন বিদেশি সিলিয়ালে আসক্ত তেমনি ছেলেকেও বিদেশি কার্টুন ডরিমনের মতো নানা বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছেন। ফলে ছোট্ট তপু দাদীর কাছে ডালিম কুমারের গল্প শোনার পরিবর্তে ডরিমন দেখার আবদার করে। আলোচ্য 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক এ দিকটির কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, যেমনটি তপুর মা ও তপুর আচরণেও পরিলক্ষিত হয়। তাদের এই মনোভাব 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে গা ভাসানোর দিকটিকে মনে করিয়ে দেয়।

উত্তরের মূলকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মতে, আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, যেমনটি তপুর মা ও তপুর আচরণেও পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের দাদির চিন্তা-চেতনাই পারে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে।"– উক্তিটি যথার্থ।

পল্লিসাহিত্য মানে গ্রামের মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য। এমন সাহিত্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একসময় আমাদের পল্লিসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু কালের আবর্তে সংরক্ষণ ও প্রসারের অভাবে অমূল্য এই সাহিত্য আঙ্গিকটি আজ বিলুপ্তির পথে। এক্ষেত্রে সচেতনতা ও সংরক্ষণের মানসিকতাই পারে ধ্বংসের হাত থেকে পল্লিসাহিত্যকে রক্ষা করতে।

উদ্দীপকের দাদি পল্লিসাহিত্য ভালোবাসেন। এ কারণেই তিনি নাতি তপুকে ডালিম কুমারের কাহিনি শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে চান। কিন্তু বিদেশি কার্টুন দেখে অভ্যস্ত তপুর এ ধরনের কাহিনির প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। তাই সে ডালিম কুমারের কাহিনির পরিবর্তে ডরিমন কার্টুন দেখার জন্য আবদার করতে থাকে। নাতির এ ধরনের আবদার শুনে এবং নিজেদের সাহিত্য-সম্পদের করুণ দশা দেখে দাদি তাই মর্মাহত হন। পল্লিসাহিত্যের প্রতি ভালোবাসাই তার এই আক্ষেপের কারণ।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা করা হয়েছে। এসব উপাদানের মধ্য দিয়ে আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব প্রকাশ পায়। বাংলা পল্লিসাহিত্য যেমন– মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রবাদ, পল্লিগান, উপকথা, রূপকথা, ছড়া ইত্যাদি বিষয় প্রাবন্ধিক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এগুলোকে সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পল্লিসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও সচেতনতা। উদ্দীপকের দাদীর মাঝেও এ বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। এ দিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকের দাদির মাঝেও এমন মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৫ লুনা লেখাপড়া করার জন্য আমেরিকায় যায়। সাত বছর পর দেশে ফিরে তার দেশের মানুষ আর মানুষের ভাষা তেমন একটা ভালো লাগে না। লুনা বলে বাংলা দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কিছু করা যায় না। কথায় কথায় ইংরেজি বলে আর বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে। তার আচরণে স্কুলশিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বলেন, 'এ ভাষার জন্যই মানুষ জীবন দিয়েছেন।' এ ভাষায় কবি গেয়ে উঠেন 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।'

ক. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন সময়ে রচিত? ১

খ. 'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. লুনার আচরণে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় যাদের মানসিকতাকে নির্দেশ করে তাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্কুল শিক্ষকের মনোভাব যেন কবি আবদুল হাকিমের মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি।'–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি মধ্যযুগে রচিত।

খ 'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কবি বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

বাংলা ভাষার উৎস বৈদিক ভাষা; অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে এসেছে। তাই কিছু অজ্ঞ মুসলিম লেখক বাংলা ভাষাকে হিন্দুর অক্ষর বলে অবহেলা করতেন। আরবি-ফারসি ভাষায় আল্লাহ ও মহানবি (স.)-এর স্তুতি বর্ণিত হয়েছে বিধায় তারা এ দুটো ভাষাকে অতিরিক্ত ভক্তি করতেন। আসলে অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা বাংলা অক্ষরকে 'হিন্দুর অক্ষর' বলে বিবেচনা করতেন।

উত্তরের মূলকথা : 'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কবি বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

গ উদ্দীপকের লুনার আচরণ 'বঙ্গবাণী' কবিতার মাতৃভাষা বিদ্বেষীদের মনোভাবকে নির্দেশ করে, যারা মূলত অনুকরণপ্রিয় ও পরগাছা স্বভাবাপন্ন।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। বিদেশি ভাষার প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করেও মাতৃভাষা বাংলাকে ভাষাকে অবজ্ঞা করে, কবি তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের এই অকৃতজ্ঞ মনোভাব কবিকে ব্যথিত করে।

উদ্দীপকের লুনা বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত। আর তাই দীর্ঘ সাত বছর পর দেশে ফিরেও মাতৃভাষার প্রতি সে কোনো টান অনুভব করে না। উপরন্তু বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা নেই উল্লেখ করে মাতৃভাষা বাংলাকে সে অবজ্ঞা করে। আলোচ্য 'বঙ্গবাণী' কবিতায়ও কবি মাতৃভাষা বিদ্বেষীদের এমন মনোভাব তুলে ধরে শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ এদেশে জন্ম নিলেও স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই। এ প্রকৃতির মানুষেরা নিজেদের শেকড় ভুলে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণেই অধিক ব্যস্ত। সংগত কারণেই কবি পরগাছা স্বভাবের এসকল ব্যক্তির জন্ম পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লুনার আচরণ 'বঙ্গবাণী' কবিতার মাতৃভাষা বিদ্বেষীদের মনোভাবকে নির্দেশ করে, যারা মূলত অনুকরণপ্রিয় ও পরগাছা স্বভাবাপন্ন।

ঘ নিজ ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং মাতৃভাষা বিরোধীদের প্রতি শ্লেষ প্রকাশের সূত্রে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষকের মনোভাব 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবি আবদুল হাকিমের মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি।

'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব মাতৃভাষাপ্রীতি। বাংলা ভাষার সঙ্গে কবিহৃদয়ের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আর তাই পুরো কবিতা জুড়েই মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন কবি। অন্য ভাষার প্রতি কবির বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের প্রতি তিনি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা, কবির দৃষ্টিতে মাতৃভাষার চেয়ে হিতকর আর কিছু হতে পারে না।

উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষকের বক্তব্যে মাতৃভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। মানবিক বোধসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির কাছেই তার মাতৃভাষা অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। তাছাড়া আবেগ-অনুভূতির সুষ্ঠু প্রকাশেও মাতৃভাষা বাংলাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এ কারণে মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন করে শিক্ষা-সংস্কৃতির কোনো ক্ষেত্রেই উন্নতি করা সম্ভবপর নয়। সংগত কারণেই বাংলা ভাষাকে নিয়ে লুনার অবজ্ঞামূলক মনোভাব লক্ষ করে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশের পাশাপাশি মাতৃভাষা অবজ্ঞকারীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মাতৃভাষা বাংলার সাথে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে এ ভাষাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই মাতৃভাষার প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। তবুও যারা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষার অনুকরণ করতে চায়, এমন হীন মনোভাবাপন্ন লোকদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই সংগত। উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষকের আচরণেও এমন মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : নিজ ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং মাতৃভাষা বিরোধীদের প্রতি শ্লেষ প্রকাশের সূত্রে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষকের বক্তব্য 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির মনোভাবেরই প্রতীক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জমিলা বেগম মুক্তিযুদ্ধে স্বামী, সন্তান হারিয়ে দুঃখের সাগরে আজ ভাসছে। তিনি দেখেছেন, নদীতে, রাস্তা-ঘাটে, বন-জঙ্গালে অসংখ্য লাশ। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিয়েছে দূর-দূরান্তের পথ। অথচ একমাত্র সন্তান জীবন দিয়ে তাকে উপহার দিয়েছেন স্বাধীন মানচিত্র। তাই তো জামিলার চোখে আটকে থাকে লাল-সবুজ পতাকা।

ক. শামসুর রাহমানের কবিতায় কোন বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে? ১

খ. কবি 'খাণ্ডবদাহন' দিয়ে কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে জমিলা বেগমের ছেলের মতো অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'– 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক শামসুর রাহমানের কবিতায় অতি আধুনিক কাব্যধরার বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

খ এখানে কবি বিদেশি শত্রুদের দ্বারা বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের আক্রমণের দিকটিকে বুঝিয়েছেন।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি এদেশের অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ এক দিনে স্বাধীন হয়নি। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। তারপর বাঙালিকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়। বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তরে বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রক্তিম হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে বাঙালি। এদেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে অনেকবার। জ্বলেছে মানুষের ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ। তাই কবি মহাভারতে বর্ণিত 'খাণ্ডব বন' যা ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পুড়েছিল– সেই উপমায় এ দেশের মানুষের দুর্দশার কথা বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালি স্বাধীনতার জন্য রক্ত মূল্য দিয়েছে এবং শত্রুদের অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে বারবার।

গ উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় উঠে আসা স্বাধীনতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণের আত্মাহূতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট ফুটে উঠেছে। এসময় পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। এমন পরিস্থিতিতে দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য এদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে।

উদ্দীপকে একজন দুঃখিনী নারীর সীমাহীন আত্মত্যাগের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। জমিলা বেগম নামের সেই নারী মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামী ও সন্তানকে হারিয়েছেন। নদীতে, রাস্তায়, জঙ্গলে অসংখ্য লাশ দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন তিনি। একইভাবে, 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়ও কবি পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তাদের এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতাকে তুলে ধরতে তিনি একে 'খাণ্ডবদাহন' বলে অভিহিত করেছেন। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা এ দিকটিই উদ্দীপকের জমিলা বেগমের জীবন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় উঠে আসা স্বাধীনতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণের আত্মাহূতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের জমিলা বেগমের ছেলের মতো অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে" – 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখার জন্য এদেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় পাকহানাদার বাহিনী। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এদেশকে তারা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বীর বাঙালি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে তারা।

উদ্দীপকের জমিলা বেগম মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখেছেন। হানাদারদের বর্বরতার অসংখ্য দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে তিনি স্বামী-সন্তান সবই হারিয়েছেন। তাই স্বাধীন দেশের মানচিত্র দেখলে জমিলা বেগমের চোখ সেখানে আটকে যায়। তার চোখে আজ কেবল স্বামী-সন্তানের রক্তাক্ত মুখচ্ছবিই ভেসে ওঠে। একইভাবে, আলোচ্য কবিতায়ও স্বাধীনতার জন্য এদেশের সর্বস্তরের মানুষের নিদারুণ আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য সর্বস্তরের মানুষের আত্মদানের ইতিহাসকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়েছে। বাঙালির স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তাই জন্মগত এই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিকামী বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে সেদিন স্বাধীনতার যে আশা জেগেছিল, এ কবিতার প্রতিটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে সেই আত্মত্যাগ, সেই আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের জমিলা বেগমও তেমনি স্বাধীনতা প্রত্যাশী এক আত্মত্যাগী নারী। তার স্বামী-সন্তানসহ একাত্তরের সকল শহিদ স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাই স্বাধীন দেশের মানচিত্রে তিনি তাদের মুখচ্ছবি দেখতে পান। এদিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষের আত্মত্যাগ ও প্রত্যাশার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের জমিলা বেগমও তেমনি স্বামী-সন্তান হারা এক আত্মত্যাগী নারী। তাদের মতো এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর–
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।
রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা কী? ১
খ. মার প্রাণ আই ঢাই করে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের বাদশা বাবরের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিজননীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বাদশা বাবর ও 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমায়ের মধ্যে অবস্থানগত ভিন্নতাও স্পষ্ট।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা হলো অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ।

খ সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সন্তান বাড়ি ফিরতে দেরি করায় মার প্রাণ আই ঢাই করে।

'পল্লিজননী' কবিতায় পল্লিমায়ের সন্তানটি একদিন দূর বনে গিয়েছিল। সন্তানটি তার মাকে কিছু বলে যায়নি। এজন্য সন্ধ্যা হয়ে গেলে মা সন্তানের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। সন্তান কখন ঘরে ফিরবে এ অপেক্ষায় মায়ের মন আনচান করতে থাকে। সন্তানের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ ঘটল কি না এ ভাবনাতেই মার প্রাণ আই ঢাই করে।

উত্তরের মূলকথা : সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সন্তান বাড়ি ফিরতে দেরি করায় মার প্রাণ আই ঢাই করে।

গ উদ্দীপকের বাদশা বাবরের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিজননীর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মমত্ববোধ।

'পল্লিজননী' কবিতায় অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসে রাত জাগা এক মায়ের অন্তর্যাতনার মধ্য দিয়ে কবি পল্লিমায়ের শাশ্বত রূপটিকে উন্মোচন করেছেন। দারিদ্র্যের কারণে সন্তানের সুচিকিৎসা বা ঔষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে না পারলেও সেই মা বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখতে চান।

উদ্দীপকের কবিতাংশে ঐতিহাসিক চলিত্র বাদশা বাবরের পিতৃস্নেহের দিকটিকে উপজীব্য করা হয়েছে। তাঁর পুত্র হুমায়ুন একবার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তার সুস্থতার জন্য বাবর ব্যাকুল হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তায় তিনি নির্ঘুম রাত্রিযাপন করেন। একইভাবে, অসুস্থ সন্তানের জন্য 'পল্লিজননী' কবিতার মাও বিনিদ্র রজনীযাপন করেছেন, তার সুস্থতার জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে প্রার্থনা করেছেন। সন্তানের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মমত্ববোধই আলোচ্য কবিতার মা এবং উদ্দীপকের বাদশা বাবরের এমন আচরণের কারণ। এটিই তাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ দিক।

উত্তরের মূলকথা : অসুস্থ সন্তানের দুশ্চিন্তায় পল্লি মা এবং বাদশা বাবর উভয়ই বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। সন্তানের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মমত্ববোধই এর কারণ, যা আলোচ্য কবিতার মা এবং উদ্দীপকের বাদশা বাবরকে একসূত্রে গেঁথেছে।

ঘ "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের বাদশা বাবর এবং 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমায়ের মধ্যে অবস্থানগত ভিন্নতা স্পষ্ট" – মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'পল্লিজননী' কবিতায় রুগ্‌ণ পুত্রের শিয়রে বসে রাতজাগা এক মায়ের অপারগতা ও মনোকষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে মা সন্তানের সুচিকিৎসা বা ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে পারেননি, পারেননি তার ছোটো ছোটো আবদার মেটাতে। অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসে মায়ের মন আজ তাই ভারাক্রান্ত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাদশা বাবরের পিতৃস্নেহের এক অনবদ্য আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর পুত্র হুমায়ুন অসুস্থ। সংগত কারণেই বাদশা বাবরের পিতৃমন আজ বিচলিত। রাজ্যের সকল অভিজ্ঞ হেকিম, কবিরাজ ও দরবেশ তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায় পুত্রের অনিষ্ট আশংকায়, দুশ্চিন্তায় তিনি বিনিদ্র রজনীযাপন করছেন। বাদশা বাবরের মধ্যে ফুটে ওঠা অপত্যস্নেহের এই দিকটি আলোচ্য কবিতার পল্লিমায়ের মাঝেও একইভাবে লক্ষ করা যায়।

'পল্লিজননী' কবিতাটি এক স্নেহশীলা মায়ের অক্ষমতা ও অন্তর্যাতনার আখ্যান। দরিদ্র মা অর্থাভাবের কারণে প্রাণপ্রিয় সন্তানের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারছেন না। ফলে ছেলে তার ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে ধাবিত হচ্ছে আর মা তার পাশে বসে একাকী রাত জাগছেন। তার সকরুণ আহাজারিতে চারপাশ যেন ভারী হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের কবিতাংশে বাদশা বাবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, যিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা করেছেন। এক্ষেত্রে বাদশা বাবরের সাথে পল্লিমায়ের আর্থসামাজিক অবস্থানের কোনো তুলনা চলে না। তাদের অবস্থানগত এই ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বাদশা বাবরের সাথে পল্লিমায়ের আর্থসামাজিক অবস্থানের কোনো তুলনা চলে না। যেখানে বাদশা বাবর পুত্রের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে পল্লি মা দারিদ্রের কারণে সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থাই করতে পারেননি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় খালিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই ভয়ে হল ছেড়ে পালাতে শুরু করে। খালিদকে তার বন্ধুরা পালাতে বললে সে বলে, 'সবাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালালে দেশ স্বাধীন করবে কারা? আমাকে থাকতেই হবে।'

ক. হাশেম মিয়া কখন আত্মহারা হয়ে যেত? ১
খ. ভয় বুধাকে কাবু করে না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে ছাত্রদের হল ছেড়ে পালানো 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের খালিদ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক হাশেম মিয়া বেশি সওদা করতে পারলে আত্মহারা হয়ে যেত।

খ ছোটোবেলায় বুধাকে কেউ ভূত বা জুজুর ভয় দেখায়নি বলে ভয় ওকে কাবু করে না।

মা-বাবা ও পরিবার-পরিজনহারা বুধা নিজের নিয়মে বেড়ে উঠেছে। ছোটোবেলায় কেউ তাকে ভূতের গল্প বলেনি। তাকে জুজুর ভয় দেখানোর মতো কেউ ছিল না। ফলে ভয়টা কি তা সে জানে না। এজন্য কোনো ভয় তাকে কাবু করে না।

উত্তরের মূলকথা : ছোটোবেলায় বাবা-মা হারানোয় বুধা নির্ভীকভাবে নিজস্ব নিয়মে বড়ো হয়েছে। তাই ভয় বুধাকে কাবু করে না।

গ উদ্দীপকের ছাত্রদের হল ছেড়ে পালানো 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মিলিটারির ভয়ে গ্রামের মানুষের পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জীবন রক্ষার জন্য মানুষ কখনো কখনো পালিয়ে বেড়ায়। ১৯৭১ সালে এমন ঘটনার সূত্রপাত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে নির্বিচারে হত্যা করে অসংখ্য মানুষকে। এরপর থেকে তাদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে।

উদ্দীপকে **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন গণমানুষের পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সেসময় পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছেড়ে পালাতে থাকে। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার গ্রামের লোকজনও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এরই অংশ হিসেবে, উপন্যাসটিতে নোলক বুয়া, হরিকাকুর মতো অনেকে গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে যায়। বুধাকেও তারা পালাতে বলে। তবে বুধা তাদেরকে পালাতে সাহায্য করলেও নিজে গ্রামে থেকে যায়। উদ্দীপকের ছাত্রদের হল ছেড়ে পালানো 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের এ দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মিলিটারিদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচার জন্য বুধার গ্রামের লোকদের পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে উদ্দীপকের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের খালিদ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন।"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস ও উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

স্বদেশকে যে ভালোবাসে সেই তো দেশপ্রেমিক। দেশকে ভালোবাসার মাধ্যমে দেশপ্রেমের আদর্শ প্রকাশ পায়। যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তারা দেশের ক্রান্তিকালে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তারা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে, জীবন দান করে। তাদের হাত ধরেই দেশের মঙ্গল সাধিত হয়।

উদ্দীপকে খালিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। **১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের অন্যায়-অত্যাচারের ভয়ে হলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় তার বন্ধুরাও প্রাণ বাঁচাতে তাকে পালাতে বলে। কিন্তু দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত খালিদ পালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। এর পরিবর্তে সে সেখানে থেকেই শত্রুসেনাদের প্রতিরোধ করে দেশ স্বাধীন করার কথা বলে। খালিদের মাঝে ফুটে ওঠা এমন সাহসী মনোভাব আলোচ্য উপন্যাসের বুধার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা অনাথ কিশোর হলেও তার মধ্যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। এই দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা থেকেই সে গ্রাম ছাড়তে চায় না। সাহসী বুধা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একইভাবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা প্রাণভয়ে হল ছেড়ে পালালেও খালিদ হল ত্যাগ করে না। বরং সেখানে থেকেই সে দেশকে স্বাধীন করতে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হয়। খালিদের এই দেশাত্মবোধ ও শত্রুদের প্রতিরোধ করার মানসিকতা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাবের সমান্তরাল। এ দিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা গ্রাম না ছেড়ে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। একইভাবে, উদ্দীপকের খালিদও হল ছেড়ে না পালিয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয়, যা তাদের মনোভাবকে একসূত্রে গেঁথেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সাভারের রানা প্লাজার ভবন ধসে পড়ে কর্মরত দম্পতি মোহনা ও লিমন নিহত হয়। কিন্তু বেঁচে যায় বাসায় থাকা সাত বছরের ছেলে মিলন। পিতা-মাতাহারা ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয় বাড়ির মালিকের স্ত্রী রাহেলা। নিজের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বামী রাজি না হলেও রাহেলা মিলনকে নিজের সন্তানের মতো স্কুলে দিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. বিনু হাসলে কী মনে হতো? ১
খ. 'মনে হয়, তুই আমার মুরব্বি।'–কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রাহেলার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মিলন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি।"–মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক বিনু হাসলে মনে হতো বিলের জলে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

খ 'মনে হয়, তুই আমার মুরব্বি'–কথাটি বুধার চাচি বুধাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে।

বুধার চোখ অল্পতেই লাল হয়ে যায়। একদিন ভাত খাওয়ার সময় চাচির মুখে মুক্তি শব্দটি শুনে বুধার গলায় ভাত আটকে যায়। সে জোরে জোরে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে বুধার চোখ লাল হয়ে যায়। বুধাকে তখন মুরব্বিদের মতো দেখায়। বুধার এমন অবস্থার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই বুধার চাচি বলেছে মনে হয়, তুই আমার মুরব্বি।

উত্তরের মূলকথা : 'মনে হয়, তুই আমার মুরব্বি'–কথাটি বুধার চাচি বুধাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে।

গ উদ্দীপকের রাহেলার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য হলো এতিম বুধার দায়িত্ব গ্রহণ না করা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা এতিম হয়ে চাচির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার চাচি তাকে একদিন রোজগার করতে বলে। এমনকি অবজ্ঞার স্বরে তার চাচি বলে– "তোর মা-বাপ তো মরে খালাস। এখন যত জ্বালা আমার। পরের ছেলের বোঝা টানতে পারি না, বাপু।" বুধার চাচির এ কথাতে বুধার দায়ভার বহন না করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। বুধার চাচি বুধার ভরনপোষণ চালাতে না পারার অপারগতা বুধাকে জানিয়ে দিয়েছে।

উদ্দীপকের রাহেলা অসহায় মিলনকে আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং পরম স্নেহ দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছেন। রাহেলা নিজের সন্তানের মতোই মিলনকে লালন-পালন করেছেন। মিলনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে স্কুলে ভর্তি করেছেন। তার নিজের সন্তানের মতোই তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার চাচি এসব কিছুই করেনি। বুধার ভরনপোষণের দায়িত্ব নিতেই সে অস্বীকার করেছে। সুতরাং উদ্দীপকের রাহেলার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য হলো বুধার দায়ভার আর বহন না করা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাহেলার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য হলো বুধার দায়ভার আর বহন না করা।

ঘ সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মিলন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরায় মারা যায়। ফলে বুধা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। বুধাকে তার চাচি সাময়িক আশ্রয় দেয় কিন্তু স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে। তাকে রোজগার করার জন্য চাপ দিতে থাকে। এজন্য বুধা মন খারাপ করে চাচির বাড়ি থেকে চলে যায়।

উদ্দীপকের মিলনের বাবা-মা রানা প্লাজায় নিহত হয়। মিলন বাসায় থাকার কারণে বেঁচে যায়। মিলন বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়ে। তার অসহায়ত্বের দিকটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বাড়িওয়ালার স্ত্রী রাহেলা বেগম। রাহেলা বেগম মিলনকে নিজের সন্তানের মতোই লালন-পালন করেন। এমনকি তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন। এতে মিলনের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাথে উদ্দীপকের মিলনের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো পরিবারের সবাইকে হারিয়ে এতিম হওয়া। এতিম হওয়ার পর তাদের জীবনবাস্তবতার সাথে আর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ বুধা এতিম হওয়ার পর চাচির বাড়িতে সাময়িক আশ্রয় পেয়ে আবার বিতাড়িত হয়েছে। পক্ষান্তরে মিলনের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। আবার বুধা পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। যা উদ্দীপকের মিলনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকের মিলনের সাথে বুধা চরিত্রের আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও মিলন বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মিলন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ ভরদুপুরে দিঘির ঘাটে জল আনতে গিয়ে মূর্ছা যায় লিলি। তার বাবা-মার বিশ্বাস, লিলির মধ্যে জিন-ভূতের আছর পড়েছে, শীঘ্রই কোনো কবিরাজের কাছে নিতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করে লিলির বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ভাই আনাফ। সে লিলিকে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ডাক্তার দেখালে সুস্থ হয়ে ওঠে। মূলত লিলির শারীরিক দুর্বলতার জন্য এমনটি হয়েছিল।

ক. বহিপীরের মতে, একাকী চুপচাপ বসে থাকলে কী হয়? ১

খ. হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে–কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লিলির বাবা-মায়ের বিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই যেন 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য"–বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, একাকী চুপচাপ বসে থাকলে মনে অশান্তি হয়।

খ জমিদারি বাঁচানোর কোনো উপায় না পাওয়ায় জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

জমিদার হাতেম আলির জমিদারি সূর্যাস্ত আইনে নিলামে উঠতে বসেছিল। জমিদারি রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তার নিকট ছিল না। তিনি বড়ো আশা করে বাল্যবন্ধুর নিকট টাকা ধার চান। কিন্তু তার বাল্যবন্ধু টাকা ধার দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে যান। জমিদারি রক্ষা করতে তিনি ব্যর্থ হয়ে পড়েন। আর এজন্যই জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

উত্তরের মূলকথা : জমিদারি বাঁচানোর কোনো উপায় না পাওয়ায় জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

গ আধুনিক চিন্তাধারার দিক থেকে উদ্দীপকের আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের মাঝে চেতনাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'বহিপীর' নাটকের জমিদারপুত্র হাশেম আলি যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের বিষয়টি তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে তাহেরার সমস্যার প্রকৃতি অনুভব করেছে এবং বহিপীরের দুরভিসন্ধি থেকে তাকে মুক্ত করেছে।

উদ্দীপকের লিলি পুকুর থেকে পানি আনতে গিয়ে মূর্ছা যায়। এতে সকলে বিশ্বাস করে লিলির ওপর জিন-ভূতের আছর পড়েছে। বাড়ির সবাই কবিরাজ ডেকে ঝাড়ফুঁক করার কথা বললে এর বিরোধিতা করে লিলির বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আনাফ। অন্যদের অযৌক্তিক পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে সে লিলিকে ডাক্তার দেখানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার এ মানসিকতা দেখে বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের মতো সেও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী। আর এখানেই তাদের সাদৃশ্য।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি শিক্ষিত, কুসংস্কারমুক্ত এবং আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী। এখানেই তাদের চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ "উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের লালিত অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকার পিরপ্রথাকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্ধবিশ্বাসের দিকটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। যেখানে বৃদ্ধ পিরকে সন্তুষ্ট করতে তাহেরার বাবা-মা তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই তাহেরাকে সেই পিরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। শুধু তাই নয়, অনুচিত জেনেও জমিদার পত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়ার ভয়ে তাহেরাকে পিরের সাথে সংসার কারার পরামর্শ দেয়।

উদ্দীপকে লিলি নামের এক মেয়েকে ঘিরে তার বাবা-মায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন দুপুরবেলায় দিঘিতে জল আনতে গিয়ে সে মুর্ছা গেলে তার বাবা-মা একে ভূতের কারসাজি মনে করে কবিরাজ ডাকতে চায়। এমতাবস্থায় লিলির বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আনাফ এর বিরোধিতা করে এবং তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। তার এমন কর্মকাণ্ড অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোচ্য নাটকের হাশেমের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকার তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র তুলে ধরে এর বিপরীতে যুক্তিবাদী ও শিক্ষিত হাশেম আলিকে দাঁড় করিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের নিরর্থকতা তুলে ধরে এমন অবস্থার অবসান কামনা করেছেন।

উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের মানসিকতাও যেন 'বহিপীর' নাটকের অন্ধবিশ্বাসী চরিত্র তাহেরার বাবা-মা ও জমিদার পত্নী খোদেজার অনুরূপ। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকার যাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের মানসিকতা 'বহিপীর' নাটকের অন্ধবিশ্বাসী চরিত্র তাহেরার বাবা-মা ও জমিদার পত্নী খোদেজার মানসিকতারই অনুরূপ। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকার তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙেই যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ▸ ১১ পিতৃমাতৃহারা লিমা মামার বাড়িতে থাকে। মামি তাকে বোঝা মনে করে। তাই বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাকে সতীনের সংসারে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। লিমা এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাই পালিয়ে শহরে চলে যায় এবং একটি চাকরি নিয়ে সে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হয়ে ওঠে।

ক. বহিপীরের মতে, তাহেরা পালিয়ে কীসের পরিচয় দিয়েছে? ১

খ. 'আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না'–তাহেরার এ কথার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের লিমা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একই সমাজ-বাস্তবতার শিকার হলেও পরিণতি হয়েছে ভিন্ন।"–বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক বহিপীরের মতে, তাহেরা পালিয়ে অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

খ পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা তাহেরাকে বহিপীরের সাথে যেতে বলে। কিন্তু তাহেরা কোনোভাবেই বহিপীরের সাথে যেতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সে বলে– আমি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আর এ কথাটিকে সে বিশ্বাস করানোর জন্যই বলেছে– আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। অর্থাৎ তাহেরা তার মনের একান্ত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে।

উত্তরের মূলকথা : পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

গ স্বার্থপর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মা তাহেরাকে আপন ভাবতে পারেনি। এ কারণেই বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে সে তার বিয়ে দিতে চেয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে সে তাহেরার ভবিষ্যতের কথাও ভাবেনি। আর তাই তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিরের আশির্বাদপুষ্ট হতে চেয়েছে সে।

উদ্দীপকের লিমা পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় মামা বাড়িতে থাকে। এ কারণে মামি তাকে বোঝা মনে করে এক অল্প বয়সেই এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরাকে আপন করে নিতে পারেনি। এ কারণেই পূণ্য লাভের আশায় স্বার্থপরের মতো বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছারও মূল্যায়ন সে করেনি। অর্থাৎ উদ্দীপকের লিমার মামি এবং আলোচ্য নাটকের তাহেরার মা উভয়েই স্বার্থপর ও অনুদার স্বভাবের মানুষ। এ দিক থেকে লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিমার মামি লিমাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে,'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুণ্য লাভ করতে চেয়েছে। এদিক থেকে তাদের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের লিমা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একই সমাজ-বাস্তবতার শিকার হলেও পরিণতি হয়েছে ভিন্ন"– 'বহিপীর' নাটক এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

আগেকার দিনে নারীরা পুরুষের সব অত্যাচার, অবিচার ও অবমূল্যায়ন নীরবে সহ্য করলেও বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। এখন নারীরা নিজেদের সম্মান করতে শিখেছে। সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করছে। এটি সমাজের উন্নতির পক্ষে ইতিবাচক দিক।

উদ্দীপকে লিমা নামের এক কিশোরীর কথা বলা হয়েছে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এতিম লিমার আশ্রয় হয় মামার বাড়িতে। কিন্তু মামি তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই অল্পবয়েসি লিমাকে সে জোর করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিয়ে মেনে নিতে না পেরে লিমা পালিয়ে শহরে যায় এবং সেখানে চাকরি নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। আলোচ্য নাটকের তাহেরার বাস্তবতাও অনেকটা একরকম।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তার বাবা জোর করে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। একইভাবে, উদ্দীপকের লিমাও বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করাকে মেনে নিতে না পেরে পালিয়ে বাঁচে। তবে পালিয়ে গিয়ে লিমা চাকুরির মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুললেও তাহেরার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। বরং জমিদার পুত্র হাশেমই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করে। অর্থাৎ লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : ইচ্ছের বিরুদ্ধে বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিক থেকে লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও সর্বশেষ অবস্থা বিচারে তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। এ বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।